

'সেলফি ক্লাব' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নতুন একটা প্লাটফর্ম পৃষ্ঠা ১৫

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

17 August 2023, Thursday, 7th Year, Issue 335, 40 Pages

১৭ আগস্ট ২০২৩, ২ ভাদ্র ১৪৩০, ৩০ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩৫, পৃষ্ঠা: ৪০



ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মামলার চূড়ান্ত অভিযোগপত্র পৃষ্ঠা ২৫

অনড় অবস্থানে বাংলাদেশের বিরোধপূর্ণ রাজনীতি

সামনে নির্বাচন

চারদিকে গুজবের ডালপালা বিস্তার করছে। কারও কারও মধ্যে কাজ করছে উৎকণ্ঠা।

- ভিসা নীতি ঘোষণার পর আরও নিষেধাজ্ঞা আসার আশঙ্কা।
- নতুন করে অর্থনৈতিক অবরোধে পড়লে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন আশঙ্কা নানা মহলে।

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চলছে। সমঝোতা করে এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চলছে। সরকার কঠোর অবস্থানে থেকে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

১৫ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে এফবিআই

ইমা এলিস

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই)। প্রায় ১৫ জন বাংলাদেশিকে সন্দেহের তালিকায় রেখে তাদের অর্থ পাচারসহ দুর্নীতি নিয়ে সাঁড়াশি অভিযানে নেমেছে এফবিআই। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক দুর্নীতি বিভাগীয় সমন্বয়কারী রিচার্ড নেফিউ ঢাকা সফর করে গেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদত বরণের দিন। দেশের মতো প্রবাসেও দিনটি পালিত হয় শোক শ্রদ্ধা আর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে। এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত হয় বিশেষ মোনাজাত ও গণভোজের। কর্মসুচীকে সফল করার জন্য জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি সাকিল মিয়া সাধারণ সম্পাদক মো: আলম নমি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

আমাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আজ বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ALL COUNTY
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
হোম কেয়ার
•CDPAP • PCA • HHA
● ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
● সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই
● নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
150-47 Hillside Ave (2FL)
Jamaica, NY 11432
718 658 3867
Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO



CHISHTI CPA PC
চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
● ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
● কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
● স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
● সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
● একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
● Individual Tax Return
● Corporate Tax Return
● Small Businesses Tax Return
● Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
● Payroll
● W2s, 1099s
● Financial Statements
● Sales Tax Quarterly and year end filings
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372
Mohammed K. Chishti, CPA, MBA



MIT
MIT CAREER TRAINING
Are you ready to make $100,000 a year in six-month program?
★ Are you happy with your current job?
★ Are you maximizing your earning potentials?
★ Do you currently have opportunity to work from home?
If your answer "NO" to any of these questions then our team of expert is ready to help you.
74-37th Ave, #4th Floor, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
YOUR CAREER IS JUST ONE PHONE CALL AWAY!
718-218-3230
instagram.com/MetaTechNY
facebook.com/MetaTechNY
www.metainfotech.us



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিজিট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- বাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi &
Arabic





For details information please contact
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

WAHID MEDICAL PLLC

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকরাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *লাইন্ড কাউন্টেড
*লাইন্স সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ক্রিমা ও ক্রিমিনাল ক্রিমা প্রসেসিং



- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন



Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ডেঙ্গুর সংক্রমণ মহামারী হওয়ার আশঙ্কা ডব্লিউএইচও'র

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারণ এখন ডেঙ্গু।

সংক্রমণ অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছায় এটি মহামারি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে, যা থেকে উচ্চ সংক্রমণ ও অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)

এসব পর্যবেক্ষণ ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরে জাতীয় পর্যায়ে ডেঙ্গুর ঝুঁকিকে 'উচ্চ' হিসাবে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ডব্লিউএইচও এসব কথা বলেছে। ১১ আগস্ট শুক্রবার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যুহার শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে আক্রান্তের ৬৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর ৬২ শতাংশ ঘটেছে গত জুলাই মাসেই। এরপরও বলা যাচ্ছে না সংক্রমণ সর্বোচ্চ চূড়ায় কবে উঠবে।

ডব্লিউএইচও তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, গত পাঁচ বছরে একই সময়ের তুলনায় চলতি বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। সংক্রমণ সর্বোচ্চ চূড়ায় কবে উঠবে, সেটি অনিশ্চিত। তবে ২০০০ সালের পর এ বছরই বাংলাদেশে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ। দেশের ৬৪টি জেলাতেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ব সংস্থাটি আরও বলেছে, বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থানের সঙ্গে মশার প্রজননস্থলের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, যা ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির কারণ। এডিস প্রজাতির মশা ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তিদের কামড়ানোর পরে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়। তারপর আশপাশের মানুষের মধ্যে ভাইরাস ছড়াতে পারে। এই চক্রটি, মশাকে বাড়িতে এবং আশপাশে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়াতে সক্ষম করে, সেটি ক্লাস্টারে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারত কোন মন্তব্য করতে চায়না

ঢাকা ডেস্ক



অরিন্দম বাগচি

১১ আগস্ট শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে জানান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারত মন্তব্য করতে চায় না। বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের 'অভ্যন্তরীণ অবস্থা' নিয়ে তার বিশেষ কোনো মন্তব্য নেই। এ বিষয়ে তার ভাষ্য, 'কয়েক দিন আগেই এ ইস্যুতে আমি ভারত সরকারের মনোভাবের কথা জানিয়েছিলাম। সেই মনোভাব এখনো অপরিবর্তিত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী চলছে, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে কি না, সে সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। তাই এ নিয়ে কিছু বলা সংগত নয়।' সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে নির্বাচনি জটিলতাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে অরিন্দম বাগচি বলেন, 'তৃতীয় শক্তির, সামরিক হস্তক্ষেপের জল্পনার দিকে আমি যেতে চাই না। নিশ্চিতভাবে এগুলো কাল্পনিক। আমি আশা করি, যাতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।' এসময় তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি, বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কীভাবে চলবে, তা ঠিক করার ভার বাংলাদেশের মানুষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ।' ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ মুখপাত্র বলেন, 'বাংলাদেশে যা ঘটছে, তার প্রভাব আমাদের (ভারত) ওপর পড়ে।

পৃথিবীর কোনো দেশেই ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করতে পারে না

বললেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্ক



ওবায়দুল কাদের

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) উদ্যোগে ১২ আগস্ট শনিবার জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'পৃথিবীর কোনো দেশেই ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। শুধু বাংলাদেশেই পান থেকে চুন খসলে আমাদের নিষেধাজ্ঞা দেবে, চুন থেকে পান খসলেই ভিসা নীতি দেবে—এমন হুমকি-ধামকি দেয়। মির্জা ফখরুল আর বিএনপির লাফালাফি।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আরোও বলেছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, পার্লামেন্ট বিলুপ্তি, শেখ হাসিনার পদত্যাগসহ বিএনপির কোনো দাবি মেনে নেওয়া হবে না। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। মন চাইলে নির্বাচনে আসবেন, না হয় যা মন চায় তা করেন।'

খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা বিদেশে পাঠানোর দাবিতে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি বিএনপির

ঢাকা অফিস

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে আগামী দিনে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বুধবার সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও আশু সুস্থতা কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে এ কথা জানান বিএনপির এই নেতা। আমীর খসরু বলেন, 'অনতি বিলম্বে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠিয়ে যদি ওনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হয়, বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু চুপ করে থাকবে না।

!! জব জবহেল্প জব !!
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.রিউ পাসপোর্ট/রিনিউয়াল
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট	২. ড্রাইভিং সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্টাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)----------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)----------(সং১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------রবিবার ----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------মঙ্গলবার ----------(দু :২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ---------- ----------শনিবার----------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ড্রাইভিং এন্ড ট্রাফিকলস --(ডায়াগ্রামকলস/W .DC /PA/রিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্যুয়ে ১ বিয়ের ড্রাইভিং)

POSTAL JOB : (করণীয়):



Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By
'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

ডাউনটাউন ম্যানহাটান বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৩
তারিখ ঃ ২৩শে আগষ্ট, ২০২৩, বুধবার
স্থান ঃ ক্রোটন পয়েন্ট পার্ক
Croton Point Park
1 Croton Point Ave, Croton-On-Hudson, NY 10520
বাস ছাড়ার স্থান ও সময় ঃ
ক্যানাল স্ট্রীট (ওয়েষ্ট ব্রডওয়ে এন্ড ক্যানাল স্ট্রিট কর্ণার)
সময় ঃ সকাল ৮টা (অন টাইম)
নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে
(অন্যথায় বাস ছেড়ে গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়)
বিশেষ আকর্ষণ : র‍্যাফল ড্র পুরস্কার
প্রথম ৩টি পুরস্কার স্বর্ণের নেকলেস, আইপ্যাড, আইফোন, ল্যাপটপ, এল.সিডি টিভি ও অন্যান্য আকর্ষণীয় মূল্যবান পুরস্কার।
ক্রীড়া পরিচালনায় ঃ শ্রী কান্ত দাস, মোঃ শফিক খান, পারভীন আলম, ওবায়েদুল ইসলাম, আশিক।
র‍্যাফল ড্র পরিচালনায় ঃ মোঃ হানিফ এবং বনভোজন কমিটি
চাঁদার পরিমাণ ঃ
সদস্য/ সদস্যা একক : ৭০ ডলার
সদস্য/ সদস্যা পরিবার : ১৩০ ডলার
ছেলে মেয়ে ১৮ বছরের নিচে
অতিথি একক : ৭০ ডলার
অতিথি পরিবার : ১৩০ ডলার
সার্বিক ব্যবস্থাপনা:
এম আজিজ হিরু, রেজাউল করিম মোস্তফা, মোঃ সবুজ আলম, ফালু ভাই, শেখ জহির, আহমেদ, আক্তার, মিজানুর রহমান, মোঃ কামাল, মোহাম্মদ জুবায়ের, মনির হোসেন, তরুন দাদা, মাহমুদ হাওলাদার, নুরা আলম, আব্দুর রউফ, সাঈদ ভাই, মো: আলম, সাত্তার, জিকু, জোনায়েদ, মো: আলী, মাসুম, সাখাওয়াত আলম, গৌতম দা, শ্যামল দা, মোঃ সানি, মোঃ লিটন, ইষ্টি ভূইয়া, মানিক, কাওসার, জাকির, আব্দুল হামিদ, মোঃ রাজীব, অপু, মেহেদী, মামুন, মোহাঃ নবী, জুয়েল হোসেন, আন্টু, সাগর, রুবেল, রাসেল, কচি, মোঃ রাজু, রিংকু, রুদ্র, প্রিন্স, রাজিব।
আপ্যায়নে ঃ
রাম রয়, এম আজীজ হিরু, ইকবাল বেপারী, জেকে কামাল, জাহেদুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন ঠাকুর, আলমগীর আলম শিপন সুমন আহম্মেদ, মোঃ কাওসার, মোঃ জহির রহমান, মোঃ জাকির, মোঃ জাহিদ, স্বপন বিশ্বাস, মোঃ সানি, তুহিন তালুকদার, মোঃ হাসান, রুবেল ইসলাম, জুয়েল হোসেন, রাসেল, জুয়েল।
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত
শুভেচ্ছান্তে
আহ্বায়ক
মো: আরিফুর রহমান আরিফ
৭১৮-৬২৯-৭৩১৪
যুগ্ম আহ্বায়ক
শ্রীকান্ত দাস
মির্জা হাসান সুমন
স্বপন বিশ্বাস
প্রধান সমন্বয়কারী
ডাঃ নুর মোহাম্মদ
সমন্বয়কারী
শফিক খান
সেলিম চৌধুরী
আলমগীর আলম শিপন
জহির রহমান
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
নুরুল হুদা জুয়েল
পৃষ্ঠপোষক
মো: আবুল কাশেম
সমির ঘোষ
এনামুল হক রিপন ভুইয়া
কাজিম উদ্দিন
প্রধান সংগঠক
মোসলে উদ্দিন রানা
সংগঠক
মোঃ তুহিন তালুকদার
শফি ইউ আহম্মেদ
মোঃ হানিফ
মো: সুমন
প্রধান ব্যবস্থাপক
মোঃ কামরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
রাম রয়
মোঃ শরীফুল ইসলাম
ইকবাল বেপারী
মোবারক হোসেন
সদস্য সচিব
মোঃ উস্তার আলী
৯২৯-২২৯-৮৪৪২
যুগ্ম সদস্য সচিব
শফিকুল ইসলাম উজ্জল
মো: হাসান
মো: জাকির
সভাপতি
তারিকুল হোসাইন (বাদল)
৩৪৭-৬১২-৬৯৫১
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ রিয়াজুল কাদির লস্কর (মিঠু)
৯১৭-৬২৪-৭৬৬৬
প্রচারেঃ স্বপন বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু কি মহামারীর দিকে যাচ্ছে?

সব রেকর্ড ভেঙ্গে ভয়ংকর হচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি।জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছিলেন, আগস্ট হতে যাচ্ছে ভয়ংকর। আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়ার নতুন রেকর্ড হয়েছে দেশে। ঠিক সেদিনই খোদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শঙ্কা জানিয়ে বলছে, আগস্ট মাসেই রেকর্ডসংখ্যক ডেঙ্গু শনাক্ত হতে পারে। আগস্ট মাসে এসেও ডেঙ্গু সংক্রমণের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে, যা দেশে ডেঙ্গুর অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করতে পারে।

২০২৩ সালের ৫ অগাস্ট পর্যন্ত, ৮,৮৮৬জন শিশুসহ, ৬৩,৯৬৮টিরও অধিক ডেঙ্গুর কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ৩০৩জনের বেশি ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে, যার মাঝে ৪৫জন ১৫-বছর বা তার চেয়ে কমবয়সী শিশু। চলমান বর্ষা মৌসুমের কারণে, ২০২৩-এর আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে নিরাশাজনক ধারণা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে এবার ডেঙ্গুর সংক্রমণ ২০১৯ সালকে ছাড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এমন রোগীর সংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার ৩৫৪ জন। এছাড়াও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু হাসপাতালে যাননি, এমন আরো কয়েক লাখ রোগী ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই সময়ে কেস রিপোর্ট ছিল এক লাখ, কিন্তু কেস ছিল ৮-১০ লাখের মতো। এবার একটা সম্ভাবনা আছে যে ওই সংখ্যাটাকেও ক্রস করে যায় কিনা।" এবছর এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৩ হাজারের বেশি মানুষ। বর্তমানে ডেঙ্গু সংক্রমণ মৌসুমের পিক-এ বা শীর্ষে রয়েছে। এই অবস্থা আগামী অগাস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতেই থাকবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত ডেঙ্গু সম্পর্কিত দৈনিক তথ্যও অবশ্য একই আভাস দিচ্ছে। এই তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৯ সালকে ছুঁইছুঁই করছে। এরইমধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৩৮৯ জন। আর ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭৯ জন।

দেশে চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন এক বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। এডিস মশাবাহিত রোগটির প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে মশা দমনের ওষুধ ব্যবহার এবং ফুলহাতা কাপড় পরিধানের মতো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে তারা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৫,৪১১ জন। অন্যদিকে, সুস্থ হয়েছেন ৭৫,২৮০ জন। যেকোনো বছরের তুলনায় সংখ্যাটি এ সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। সাধারণত আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসকে ডেঙ্গুর প্রকোপের পিক টাইম ধরা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ষাটের দশকে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সর্বপ্রথম ডেঙ্গু ধরা পড়ে। তখন "ঢাকা জ্বর" নামে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে এসে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষার সময়ে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা, বন্যা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ঋতুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার মতো অন্যান্য মশাবাহিত রোগের সংক্রমণের জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু পরিস্থিতি আরও অনুকূল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং মৃত্যুহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

চলতি বছরে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রমণ, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা এবং মৃত্যুহার গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। এ জন্য মশার বংশবিস্তারে বাংলাদেশের অনুকূল পরিবেশকে দায়ী করেছে সংস্থাটি। ১১ আগস্ট শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ডব্লিউএইচও। এতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত সেখানে ৬৯ হাজার ৪৮৩ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এ সংক্রান্ত মৃত্যু হয়েছে ৩২৭টি। যার মধ্যে ৬২ শতাংশ শনাক্ত এবং ৬৩ শতাংশ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে জুলাই মাসে। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার বেড়ে ০.৪৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত ৫ বছরের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে বর্তমান ডেঙ্গুর বৃদ্ধি অস্বাভাবিক এবং আগের বছরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। এই ঢেউ শুরু হয়েছিল জুনের শেষের দিকে। আগের বছরের তুলনায় এই বছর এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রাক-বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার জরিপে দেখা যায়, মশার ঘনত্ব এবং সম্ভাব্য হটস্পটের সংখ্যা গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতা, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষাপটে কারণে সারা বাংলাদেশে মশার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডব্লিউএইচও'র তথ্য মতে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে চলতি বছর ২০২৩ সালের মে মাস থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর অস্বাভাবিক বিস্তার শুরু হয়েছে; যা এখনও অব্যাহত আছে। ২০০০ সাল থেকে রেকর্ড করা তথ্য অনুযায়ী একই সময়ের তুলনায় চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ।

অন্যান্য রোগের মতো ডেঙ্গুর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। সময়মতো রোগ শনাক্ত, গুরুতর ডেঙ্গু সংক্রমণের লক্ষণ যেমন গুরুতর পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি, দ্রুত শ্বাস নেওয়া এবং জ্বর কমার পর মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্ত পড়া এসব লক্ষণ শনাক্ত এবং চিকিৎসাই হলো এ রোগে মৃত্যুর হার কমিয়ে ১% এর চেয়ে নিচে নামিয়ে আনার মূল উপায়।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

শেখর ভট্টাচার্য



বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর সারা দেশ জুড়ে নেমে আসে দম বন্ধ নীরবতা। কার্ফ্যু, সামরিক বাহিনীর টহল, যাকে তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া এ'গুলো করে দেশ-ব্যাপী এক ভীতির রাজ্য তৈরি করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনের নেটওয়ার্ক সীমিত ছিলো ঢাকা শহরের মধ্যে।সংবাদ পাওয়ার দুটো মাধ্যম মানুষের সামনে খোলা ছিলো একটি বাংলাদেশ বেতার অন্যটি হলো বিবিসি বাংলা।

অভ্যুত্থানের পর পর বেতারকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায় অভ্যুত্থান-কারীরা।বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানী আদলে রাখা হয় "রেডিও বাংলাদেশ"। এই রেডিও বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিষিদ্ধ করা হয়। "উড়ছে দেখো নয়া নিশান, নয়া নিশান..." জাতীয় পাকিস্তানী ঘরানার গান অনবরত বাজানো হতে থাকে।জাতীয় শ্লোগান, যে শ্লোগান দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করেছে, যে শ্লোগাণ দিয়ে বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে চিনতো সেই "জয়বাংলা" শ্লোগান পরিবর্তন করে ফেলা হয় অভ্যুত্থানের সাথে সাথে। পরিবর্তন করে "পাকিস্তান জিন্দাবাদের" মতো "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে বুঝানো হয় তোমাদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ সব বৃথা, আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি পাকিস্তানী ভাব ধারায়। সাম্যের কবি, প্রেমের কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ধর্মীয় আলখেল্লা পরানো হয়।তার নির্বাচিত হামদ, নাত এবং ইসলামী গান প্রচার করে বুঝানো হয় সামগ্রিক নজরুল পাক-বাংলায় অচল । রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য ভাবে বাতিল হলেন। সারা দেশে এমন পরিবেশ তৈরি করা হলো, মনে হলো আমরা স্বপ্নের পাকবাংলায় ফিরে গেলাম।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পর সেনা, নৌ, বিমান, সীমান্তরক্ষী, পুলিশ এমন কী আনসার বাহিনীর প্রধান পর্যন্ত বেতারে এসে এই অবৈধ, নিষ্ঠুর গুটিকয়েক সেনানিয়ন্ত্রিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে গেলেন। কোথাও শোনা গেলোনা কোন বাহিনী প্রধান, উপপ্রধান, কিংবা বাহিনীর কোন সদস্য গুটিকয়েক বিপথগামী সদস্যদের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন এখন রূপকথার গল্পের মত তাদের সাহীকতার গল্প শুনানোর চেষ্টা করেন। যাক এরকম ভীতিকর অবস্থা চলতে থাকে প্রায় তিন বছর। আমার মনে আছে সাতাত্তর সালে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার জন্য সিলেট থেকে ঢাকা আসি। আমরা যখন ট্রেনে করে ঢাকা পৌছি, রাত তখন সাড়ে এগারটা। বারটা বাজলেই কার্ফ্যু শুরু হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে একজন বেবীট্যাক্সি চালককে আমাদের পূর্বনির্ধারিত থাকার স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাষ্ট হাউজ পর্যন্ত যেতে সম্মত করানো হল।নিশ্চুপ, প্রাণহীন রাতের ঢাকাকে দেখে মনে হচ্ছিলো শত্রু কবলিত একটি শহর। কিছুক্ষণ পর পর সেনাবাহিনী গাড়ি থামাচ্ছে আর আমরা টিভির আমন্ত্রণ পত্র দেখিয়ে পার হয়ে যাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পুর্বাপর ঘটনা যারা স্বদেশ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আমার ধারণা তারা সবাই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরা দেশ জুড়ে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিলো, যা দেখে মনে হয়েছিলো দেশে বাকশাল ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সংগঠিত শক্তি নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমরা সেই গোষ্ঠীকে অন্ধকারে ডুব দিত দেখলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাঝে মাঝে এই নিষ্ঠুর সত্য কথা তার দলীয় নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এ'সময় কারাগার থেকে শত শত আলবদর, রাজাকার, আলশামস সদস্য পাকিস্তানপন্থী সরকারের আনুকুল্য পেয়ে বেরিয়ে এসে উল্লম্ফন শুরু করে।সরকারি ছাউনি, চীনপন্থী রাজনৈতিক দলে আশ্রয় গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে নিম্ন কণ্ঠে কথা বলার মতো কোন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দল বা ব্যক্তিকে সাহস নিয়ে সোচ্চার হতে দেখিনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে জীবন বিপন্ন করতে দেখা যায়নি স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দল বা ব্যক্তিকে। অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পূর্বের রাতেও তারা মিছিলে মিছিলে নানা শ্লোগানে বঙ্গবন্ধুকে অভয় দিয়েছে, বাংলাদেশকে অভয় দিয়েছে। সেই মানুষ গুলো এখনও ভিন্ন রঙ ধারণ করে আছে, তারা অভয় দেয় স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু, শেখহাসিনা ও বাংলাদশকে।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালে। ১৯৯৬ সালে যখন আবার আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী এ এফ এম মুহিতুল ইসলাম নারকীয় এ' হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় একটি এফআইআর করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক বিচারের হাত থেকে খুনিদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে আইন হিসেবে অনুমোদন প্রদান করেন। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার সেই হত্যাকান্ডকে বৈধতা দিতে আইন করা হয়েছে এ' রকম নজির পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যাবে।সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডকে বৈধতা দিতে, হত্যাকান্ড যক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে এরকম আইন প্রণয়ন করে তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়কে কলঙ্কিত করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বাদী মুহিতুল ইসলাম ২০১৭ সালে বিবিসিকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে হত্যার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন।প্রিয় পাঠক এই সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধুর শিশু পুত্রের হত্যার বর্ণনাটুকু পড়ুনঃ "মি. ইসলামের বর্ণনা অনুযায়ী ধানমন্ডির সে বাড়িটিতে সর্বশেষ হত্যা করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলকে। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। এ হত্যাকাণ্ডটি হয়েছিল মুহিতুল ইসলামের সামনে।

"রাসেল দৌড়ে এসে আমাকে জাপটে ধরে। আমাকে বললো, ভাইয়া আমাকে মারবে না তো? ওর সে কণ্ঠ শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এসেছিল। এক ঘাতক এসে আমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারলো। আমাকে মারতে দেখে রাসেল আমাকে ছেড়ে দিল। ও (শেখ রাসেল) কান্নাকাটি করছিল যে 'আমি মায়ের কাছে যাব, আমি মায়ের কাছে যাব'। এক ঘাতক এসে ওকে বললো, 'চল তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি'। বিশ্বাস করতে পারিনি যে ঘাতকরা এতো নির্মমভাবে ছোট্ট সে শিশুটাকেও হত্যা করবে। রাসেলকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং তারপর ব্রাশ ফায়ার।" কতোটুকু নির্মম হলে এরকম একটি হত্যাকান্ডকে বৈধতা দিতে ইনডেমনিটি আইন প্রণয়ণ করতে পারেন একজন বীর উত্তম উপাধি প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সব সদস্যকে হত্যার পর ঘাতকেরা একে অপরকে বলছিল, "অল আর ফিনিশড"।

সব কিছু কী ফিনিশড, সমাপ্ত, ধ্বংস বা বিলুপ্ত করা গিয়েছিলো ? এতো বড় মহান নেতা, তার পার্থিব সত্তাকে সরিয়ে দিলে কী তাঁর আদর্শ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় বলা আছে আদর্শকে বিলুপ্ত করা যায়না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রান্তিক মানুষের মধ্যে ভয় নয় চাপা ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিলো, কিন্তু সেই ক্ষোভকে প্রতিবাদের রূপান্তরিত করার মতো নেতৃত্ব ছিলোনা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির। ক্ষেতের কৃষক, নৌকার মাঝি, কারখানার শ্রমিক, রিক্সার প্যাডেল চেপে যারা সংসার চালান তারা সকলেই শোকের সাথে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। তাদের শোককে শক্তিতে পরিণত করার মতো নেতৃত্ব ছিলোনা দেশে। আমরা যারা কিশোর, তরুণ ছিলাম প্রত্যাশার আলো দেখেছিলাম ছাত্রদের মধ্যে। ছাত্ররা সামরিক আইনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রথম প্রতিবাদের সূচনা করে। দেয়ালে দেয়ালে একটি শ্লোগান সকল মানুষের ভেতর আলো জ্বেলে দিয়েছিলো, সাহস ও জুগিয়েছিলো। তুমি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসবো। এ'যেন আবহমান বাংলার বিবেকের বাণী।

বঙ্গবন্ধু হত্যার আটচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিলো সে বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে এখনও কিছু মানুষ দেশকে ভুল পথে পরিচালনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।শুধু জাতীয়তা নয় ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত স্রোতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রথম সংবিধানের চারটি মূলনীতিকে কার্যত নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ছাত্র রাজনীতিকে সামরিক শাসকদের কূটচালে এমন কলুষিত করা হয়েছে যে ছাত্র রাজনীতি দেশ প্রেমের গৌরব জনক অধ্যায়ে আর ফিরে যেতে পারেনি। এবার সময় হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে থাকা স্বার্থপর মানুষেদের মতো নয় প্রান্তিক, খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষদের মতো বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ভালোবাসার। পদ, পদবী, ব্যবসা, অর্থপচার যারা করে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উত্তরসুরী হতে পারেনা। তারা ছদ্মবেশী মোশতাকের দল।বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়ে তারা দেশকে শুন্য করতে তৎপর।আমরা বায়ান্ন, ছেষট্টি , উনসত্তর, সত্তরের আন্দোলন থেকে উঠে আসা স্বপ্ন, সমতার বাংলাদেশকে ফিরে পেতে চাই। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পড়া সেই দরিদ্র বুড়ি, যে বঙ্গবন্ধুকে তার হাত দিয়ে এক গ্লাস দুধ খাইয়ে দিয়েছিলো, সঞ্চয়ের সামান্য কয়েকটি টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচনী ব্যয় মিটাতে বলেছিলো সেই বুড়ির মতো বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ভালোবাস্তে হবে। সেই বুড়ির বাড়ি থকে বেরিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু শপথ নিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক জীবনে প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেননা। আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শকে ভালোবাসি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এ'দেশের মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলো, সময় এসেছে সে ত্যাগ, নিবেদনকে জাতি চরিত্রের বৈশিষ্ঠ হিসাবে প্রদর্শনের।

চলতি ছড়া

হেলাল উদ্দীন রানা

বাজার গেলেন কর্তা মশাই
বাজেট মোটে ক'শো,
হাটে ঘুরে, হঠাৎ বেহুশ
প্রেসার বেড়ে দু'শো !

কর্তা বাবুর পা চলেনা
মাথাটা ঝিমঝিম,
মুরগি গেছে ধর্মঘটে
লাফ মেরেছে ডিম !

গুড়ো মলা তাও মেলেনা
সব নিয়েছে ছুটি,
সাগর ভ্রমন করতে গেছে
কেচকি চুনোপুটি !

মাছ জুটেনি ডিম মিলেনি
আমরা খাবো কী ?
গিন্নী বলেন পাশের ঘরে
আনতে যাবো ঘি !



ঊনবাঙাল সভা এবং রহস্যময়তা

কাজী জহিরুল ইসলাম

পৃথিবীতে প্রতিদিন কত লক্ষ-কোটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে, কেউ বলেন কাকতালীয়, কেউ বলেন অলৌকিক। "মিরাকলস স্টিল হেপেন" শিরোনামের একটি ইতালীয় সিনেমা দেখেছিলাম। প্লেন দুর্ঘটনায় ৯২ জন যাত্রী ও ক্রুর মধ্যে ৯১ জনই মারা যায়, প্লেন টুকরো টুকরো হয়ে যায় কিন্তু একটি মেয়ে তার সীটসহ এক জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার শুরুতেই মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তার দেহের কোথাও তেমন আঁচড় লাগেনি, জঙ্গলে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফেরে। মেয়েটি আবার লোকালয়ে ফিরে আসে। ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৭১ সালের একটি বিমান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর পেরুভিয়ান বিমান কোম্পানি লান্সার ফ্লাইট নাম্বার ৫০৮ পেরুর রেইনফরেস্টে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটিতে ৬ জন ক্রু এবং ৮৬ জন যাত্রী ছিল। শুধুমাত্র ১৭ বছরের তরুণী জুলিয়ান কোয়েপকে ছাড়া বাকী সবাই মারা যায়। এই ঘটনার ওপর ইতালিয়ান পরিচালক জুসেপ মারিয়া স্কোটেস ১৯৭৪ সালে নির্মাণ করেন "মিরাকলস স্টিল হেপেন" চলচ্চিত্রটি। টাইটানিক ধ্বংসের কারণে ১৫০৩ জন যাত্রী ও ক্রু মারা গেলেও একটি দুই মাসের শিশু মিলিভিনা ডিন বেঁচে যায়। এগুলো তো খুব বড়ো বড়ো ঘটনা, কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু ছোটো ছোটো অনেক ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে চলেছে আমাদের চারপাশে।

অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। ডাক্তার শেষ কথা বলে দিয়েছেন, সময় বেঁধে দিয়েছেন। রোগীর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা কিংবা ফোনে কথা। অথবা রোগীর স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে কথা। হাউমাউ করে ফোনের ওপাশে কান্না। আমি বলি, কান্না থামান, আমি যা বলি চুপ করে শোনেন। আমি তাকে/তাদেরকে অভয় দিই। বলি, আপনার যা হয়েছে তা সেরে যাবে, ডাক্তার ভুল বলেছে। মন শক্ত রাখেন, চিকিৎসা চালিয়ে যান। কাউকে কাউকে এও বলেছি, আগামী এপ্রিলের ১৬ তারিখে আপনার স্ত্রী সুস্থ হয়ে যাবেন, বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবেন। ঠিক ঠিক তাই হয়েছে। প্যারালাইজড বৃদ্ধা এপ্রিলের মাঝামাঝি উঠে দাঁড়িয়েছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বেঁচেছিলেন বহুদিন। অথচ ডাক্তার তাকে বলে দিয়েছিলেন, বাকী জীবন বিছানায়ই কাটাতে হবে। ভদ্রমহিলার স্বামী নিজেও একজন ডাক্তার, আমার মত এক অর্বাচীনের কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন।

একবার আমরা গাড়িতে একটি ইংরেজি গান শুনছি, এই গানে একটি শব্দ বহুবার উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের পুত্র অগ্নি তখন বেশ ছোটো। হঠাৎ মুক্তি বলে, বল তো শব্দটি এই গানে কতবার উচ্চারিত হয়? আমি কিছু চিন্তা না করেই একটা নাম্বার বলে দেই (সম্ভবত ৪১), এবং ৩ জনই এরপর প্রথম থেকে পুরো গানটা শুনে গুনতে শুরু করি। আশ্চর্য আমি যে সংখ্যাটি বলেছিলাম ঠিক ততবারই শব্দটি উচ্চারিত হলো। এরকম আরো অসংখ্য ঘটনা আছে। আমি নিশ্চিত আপনাদের সকলের জীবনেই এমন অনেক ঘটনা আছে।

এবার গত শনিবারের ঘটনাটি বলি। শনিবার ছিল ঊনবাঙালের ৩৯ তম সাহিত্যসভা। আগের দিন রাতে ফারুক আজমের সঙ্গে কথা হলো তিনি আসবেন এবং রবীন্দ্রনাথের "হঠাৎ দেখা" কবিতাটি পড়বেন। আমি অবশ্য তাকে "বাঁশি" পড়তে বলেছিলাম, পরে তিনি টেক্সট করে বাঁশি পড়বেন বলে জানিয়েছিলেন।

আমরা ৫টায় অনুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা দিই এবং অধিকাংশ সময়েই সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শুরু করে দিতে পারি। এবারও তাই হয়। শুরুতে ৩০ মিনিটের একটি আলাপচারিতা ছিল। বিষয় ছিল, সাহিত্যে নৈতিকতার অবস্থান। এই বিষয় নিয়ে পরে বিস্তারিত লিখব, এই লেখায় "কাকতালীয়" ঘটনার মধ্যেই থাকি। বিসমিল্লাহ গ্রোসারির স্বত্বাধিকারী আহসান হাবীব ভালো আবৃত্তি করেন এই ধারণা আমাকে দিয়েছেন সৈয়দ রাব্বী। কিন্তু তিনি কতটা ভালো করেন সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি হাবীব ভাইকে অনুষ্ঠানে আসার এবং কিছু একটা আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। মনে মনে ভেবে রেখেছি, দেখি না কেমন করেন, যদি সত্যিই ভালো করেন তাহলে আমাদের সঙ্গে একটা পাকাপোক্ত সম্পর্ক গড়ে নেওয়া যাবে। তিনি আসবেন কথা দিয়েছেন কিন্তু যেহেতু শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তার কতোটা কমিটমেন্ট আছে এই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না, মানে আমি তো তাকে আগে থেকে ভালো করে চিনতামই না, কাজেই ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক, তাই আসবেন কি আসবেন না এ-নিয়ে কোনো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু নির্দিষ্ট আবৃত্তিশিল্পীরা যদি না আসেন তাহলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি ঘটবে তাই তাদের সময় মত আসা নিয়ে আমি কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা, নাসিমা আখতার, নজরুল ইসলাম, সুমন শামসুদ্দিন, ফরিদা ইয়াসমিন এবং মাহফিল আলী সময় মতোই চলে এসেছেন কিন্তু তখনও ফারুক আজমকে দেখছি না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার দায়িত্ব তার ওপর, ঘোষণাও হয়ে গেছে, এখন যদি তিনি না আসেন নিশ্চয়ই একটা বিব্রতকর অবস্থা হবে। আমার টেনশন হবার কথা কিন্তু টেনশন হচ্ছে না। তখন বন্যা মির্জা পড়ছেন রবীন্দ্রনাথের "সাধারণ মেয়ে", এরপরই তার পালা। ঠিক তখনই আমার সেল ফোন টুং করে বেজে উঠলো। আহসান হাবীব মেসেজ পাঠিয়েছেন, "ভাই, আমি রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা করতে চাই"। আমার ঠোঁটে তখন রহস্যের হাসি। যেন আমার ভেতরের সেই মানুষটা বলে উঠলো, আমি জানতাম। নাম ঘোষণা করছিলেন মুক্তি জহির, আমি উঠে গিয়ে বললাম, ফারুক আজমের জায়গায় আহসান হাবীবের নাম ঘোষণা করো।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে আহসান হাবীব আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি ভালো আবৃত্তি করেছেন। স্মৃতি থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের " হঠাৎ দেখা" কবিতাটি আবৃত্তি করেন। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার ভরাট কণ্ঠের আবৃত্তি শুনি।

মাঝে মাঝে ভাবি এইসব ঘটনার পারম্পর্য কী? কে নির্মাণ করেন এই রহস্যময়তা?

অনুপস্থিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি

মামুনুর রশীদ

একটা প্রবল অস্থিরতা বিরাজ করছে রাজনীতিতে। যার প্রভাব এসে পড়েছে দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে। মানুষ একধরনের আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে। খবরের কাগজে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সর্বত্রই নির্বাচনের সংবাদ। দুই বৃহৎ দলের প্রতিক্রিয়া প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। দুই দলই অনমনীয়। মাঝখান থেকে মানুষ একটা সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে।

এই ধরনের সংকট অতীতেও বহুবার হয়েছে। যাঁদের বয়স সত্তরোর্ধ্ব, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে সংঘাত দেখেছেন। সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময়গুলো ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। তারপর আইয়ুব খানের সময়ে জেল-জুলুম, নির্যাতন এবং রাজপথের সংঘাত—এসবও পুরো একাত্তর সাল পর্যন্ত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এরপর ২৫ মার্চের রাত, যেখান থেকে এক শ্বাসরুদ্ধকর নির্যাতন নেমে এসেছিল বাংলাদেশের মানুষের ওপর। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। নিজ দেশের শাসকের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধ। পাকিস্তানের বিখ্যাত বিচারপতি কায়ানি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলেন। তা হলো, 'আমি আমার সেনাবাহিনীর জন্য গর্ববোধ করি, যারা তাদের মাতৃভূমিকে দখল করে ফেলেছে।' এই মাতৃভূমি দখল করার পাঁয়তারা হিসেবে তখন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

অবশ্য নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর তথাকথিত পরাক্রমশালী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অবসান হয়নি, অনিশ্চিত দিনগুলো তখনো ছিল। চারদিকে প্রত্যাশা ব্যাপক এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা নিয়ে অসহিষ্ণুতা। পরিস্থিতি গড়িয়ে গেল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে। সেনাবাহিনীর কতিপয় তরুণ অফিসার দেশটাকে দখল করে ফেললেন। সেই পথ ধরেই পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশে চলে এল সামরিক শাসন। সেই পুরোনো পদবি আবার শুনতে পাওয়া গেল—চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডেপুটি চিফ মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, জোনাল মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা একেবারেই নিয়মবহির্ভূতভাবে সামরিক শাসনকে আশ্রয় দিলেন এবং একজন বিচারপতি প্রধান সামরিক শাসকও হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। সামরিক শাসনামলে সংবিধান এবং মানবাধিকার স্থগিত থাকে। কিন্তু বাংলার মানুষ কখনোই সামরিক শাসনকে মেনে নেয়নি। দেশের স্বার্থে কৃষক, শ্রমিক, সংস্কৃতিকর্মী সবাই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে



সাধারণ মানুষ দেশ পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন চায়

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আন্দোলন মানেই যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে, তাদের সঙ্গে সংঘাত। ১৫টি বছর নির্যাতন, নিপীড়ন সংঘাত শেষে সামরিক শাসনের অবসান হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় যে একাত্তরের ঘাতকেরা পুনর্বাসিত হয়েছিল, তাদের অগ্রযাত্রা চলতেই থাকল। অতএব নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত হলো না।

পৃথিবীর সব দেশেই সরকারবিরোধী আন্দোলন হয়ে থাকে কিন্তু জনগণকে জিম্মি করে কোনো আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারে না। নেপালে দীর্ঘ দীর্ঘ আন্দোলন হয়েছে কিন্তু পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ সেখানে নিরাপদে থেকেছে। থাইল্যান্ডেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হয় কিন্তু জনজীবনে তার তেমন প্রভাব পড়ে না। তবে জনগণের একটা বড় অংশ যখন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই সরকারের পতন ঘটে যায়। বাংলাদেশে সবকিছুই জনগণকে স্পর্শ করে যায়। গাড়ি পোড়ানো থেকে শুরু করে নানান ধরনের সহিংসতা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়।

এবারের চিত্রটি একটু ভিন্ন। দুই দলই একই দিনে কর্মসূচি দিচ্ছে। কিন্তু তেমন কোনো মুখোমুখি সংঘাত দেখা যাচ্ছে না। তার একটা কারণ আছে, হয়তো সেটাই বড় কারণ যে বিদেশি কূটনীতিকেরা খুব নিবিড়ভাবে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। সরকার এবং বিরোধী দল দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে শান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে চাইছে। ফলাফলে অর্থনীতি মন্থর হয়ে যাচ্ছে, বিনিয়োগ কমছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের নিয়ন্ত্রণ কারও কাছে থাকছে না।

এটা সবে আগস্ট মাস। যদি ডিসেম্বরে নির্বাচন হয় তাহলে আরও তিনটি মাস বাকি আছে। এর মধ্যে নানান ধরনের গুজব প্রতিদিন পল্লবিত হতে থাকবে এবং দুই দলের মুখপাত্ররা তাঁদের বক্তব্য দিয়েই যাবেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য যাঁরা রাজনীতিক, তাঁরা সব সময়ই সমঝোতার পথ খোলা রাখেন। আলোচনাই গণতন্ত্রের মুখ্য শক্তি। সেই আলোচনাকে পরিহার করে দুটি দল যদি আলাদাভাবে তাদের বক্তব্য দিতেই থাকে, তাহলে দুটি সমান্তরালে তারা এগিয়ে যাবে, কিন্তু কোনো ফয়সালা হবে না। সাধারণ মানুষ দেশ পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন চায়, একটা নির্বাচিত সরকার চায় এবং সেই সঙ্গে একটি বিরোধী দলও চায়। সরকার এবং বিরোধী দল সংসদে বসে তর্ক-বিতর্ক করে কখনো সমঝোতায় পৌঁছাবে, কখনো আন্দোলনের পথ বেছে নেবে।

আমাদের সংসদের শীতাতপনিয়ন্ত্রণ কক্ষটি কখনোই বিরোধী দলের জন্য আরামদায়ক হলো না। কিছুদিন পরেই তারা রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। সংসদ পরিত্যক্ত হয়। একতরফা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সংসদের কার্যক্রম চলে। এই ধরনের আপসহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জনমনে একটা চিরন্তন হতাশার সৃষ্টি করে। সব সময়ই আন্দোলনের মূল স্লোগান থাকে 'এক দফা'। সরকারের পতন এবং ক্ষমতায় আরোহণ। এর মধ্যে কত যে সামাজিক সংকট ঘটে যায়, তা নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা থাকে না। সরকার তার নিজস্ব প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর বিরোধী দল আন্দোলনে একই বক্তব্য দিতে থাকে। বিরোধী দলের বক্তব্যে দেশের অন্য কোনো বিষয় স্থান পায় না। যেসব জায়গায় সরকারের দুর্বলতা আছে, সেগুলো নিয়েও কোনো কথা তারা বলে না। মূল্যবোধের যে কত বড় অবক্ষয় হয়েছে, মিডিয়া কীভাবে মানুষকে অস্থির করে দিচ্ছে, তা নিয়ে কোনো কথা তারা বলে না। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে কী করা যায়, ডেঙ্গুতে মানুষ মারা যাচ্ছে, সে বিষয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

এসব ক্ষেত্রে চিরদিনই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে বাম দলগুলো; বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির লাগাতার কোনো আন্দোলন না থাকায় তারা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে না। খুব অল্পসংখ্যক মানুষের মাঝেই তাদের আনাগোনা। অথচ একদা এই বাম দলগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত রচনা করেছিল এবং সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের দাঁড় করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে বাম দলগুলোই ঐক্যবদ্ধ শক্তি হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ক্রমেই তা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যুক্তি-তর্ক, শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে—সব দিক থেকে বাম দলের কর্মীরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। মানুষ কোনো যৌক্তিক সমাধান চাইলে তাঁদের কাছে যেত। কিন্তু কালক্রমে এমন বৃত্তাবদ্ধ হয়ে গেল যে একটা নিষ্ক্রিয়তা তাঁদের গ্রাস করে ফেলল।

সম্প্রতি কিছু কিছু ভাঙন আরও হতাশার দিকে নিয়ে গেল। প্রায় প্রতিটি বাম দলই নিজেদের মধ্যে ভাঙনের কাজটি সমাপ্ত করেছে। তার ভেতরেও ক্ষমতার বিষয়টি আছে এবং সামন্তবাদী চেতনা নিয়ে বাম দল করা যায় না—এটাও প্রমাণিত হয়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষার সমস্যা তো আছেই। আর এই শিক্ষা-দীক্ষা দেশের সামগ্রিক রাজনীতিকে একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করছে না। মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পেশিশক্তি।

প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখা যায় দলের অভ্যন্তরে ক্ষমতার লড়াই, যেখানে কোনো যুক্তিতর্ক নেই, আছে দখলের নিষ্ঠুর পাঁয়তারা। এর মধ্যে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার কৌশলটি দুই মুখ্য দলের মধ্যেই এসে গেছে। আজ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাঙালি সংস্কৃতির কোনো আভাস পাওয়া যায় না। স্কুল-কলেজে সংস্কৃতিরচর্চা একেবারেই বিবর্জিত। কিন্তু মাদ্রাসায় ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিচর্চা একটা বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অধিকাংশ নারী হিজাব-বোরকার অন্তরালে চলে গেছেন। বেগম রোকেয়া যে অন্ধকার দেখেছিলেন এবং যেই অন্ধকার থেকে নারীসমাজকে জাগানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, সেই অন্ধকার আবার গ্রাস করছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ই বাম ধারার ছাত্রসংগঠনগুলো রাজনীতি করে গেছে। তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো ছিল সক্রিয়। সংখ্যার দিক থেকে এই সংগঠনগুলো এগিয়ে থাকলেও গুণগত কোনো উৎকর্ষ দেখা যায় না।

মানুষকে ভয়শূন্য এবং স্বপ্নের দিকে নিয়ে যেতে পারে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একটা সুবাতাস বইয়ে দিতে পারত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে হয়তো কোনো সামাজিক আন্দোলনই এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি ভারত!

মইনুল হাসান



ভারতের বর্তমান এবং চতুর্দশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ২২ জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে অতিথি হন। তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি দুবার মার্কিন পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়ে নজির গড়লেন। সেখানে তাঁর খাতির যত্নের কমতি হয়নি। গত ৪ জুলাই সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) নামের চীনা নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক জোটের শীর্ষ বৈঠকে মোদি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ১৪ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় উৎসবের এ দিনটিতে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি, বাস্তিল দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের 'মধ্যমণি'। আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জি-২০ জোটের ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনেও পৌরোহিত্য করবেন তিনি। অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে তিনি এখন বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।

রাশিয়া, ইরান, চীন এবং উত্তর কোরিয়া অনেকটা এক জোট হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে—আর ছড়ি ঘোরানো চলবে না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়ায় পশ্চিমা বিশ্ব সরাসরি পুতিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং অস্ত্রে শাণ দিতে শুরু করেছে।

নরেন্দ্র মোদি এ সময়ে পক্ষ-বিপক্ষের বিতর্ক থেকে নিজের দেশকে অনেকটা আলাদা করে রেখেছেন। গণতন্ত্রের চর্চা করেও, ভারত কর্তৃত্ববাদী দেশগুলোর সঙ্গে দূরত্ব না বাড়িয়ে একটি সহনশীল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসনের নিন্দা করলেও, মস্কোর ওপর অবরোধ আরোপে সায় দেননি; বরং কড়া ভাষায় পশ্চিমা বিশ্বের একতরফা অবরোধ আরোপের সমালোচনা করেছেন। যুদ্ধে ইউক্রেনের সর্বনাশ হলেও, রাশিয়া থেকে খুব সস্তায় জ্বালানি পাওয়ায় অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে ভারতের জন্য অনেকটা পৌষ মাস হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বড় ঝাঁকুনি দিলেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের দেশ যুক্তরাজ্যকে পেছনে ফেলে ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতির দেশ। গত বছর ভারতের স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তী, অর্থাৎ ৭৫তম বার্ষিকী পালনকালে মোদির দাম্ভিক উক্তি ছিল, 'যে দেশটি আমাদের দীর্ঘ ২৫০ বছর শাসন করেছে, সেই দেশটি এখন আমাদের পশ্চাতে।' বোদ্ধা অর্থনীতিবিদেরা আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছেন, বিশাল জনসংখ্যায় বলীয়ান ভারতের এমন উত্থান দেশটিকে ২০৩০ সালে অর্থনৈতিক শক্তির তৃতীয় স্থানে পৌঁছে দেবে।

আপাতত যুক্তরাজ্য পশ্চাতে হলেও, ভারতের সামনে রয়েছে চীন। চীনকে পেছনে ফেলতে পারলেই বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নেওয়ার কল্পনা 'অলীক' হবে না।

ভারত জনসংখ্যায় এ বছর চীনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লাখ এবং চীনের ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ। আর ১৯৫০ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা হবে ১৬৬ কোটি ৮০ লাখ। সেখানে চীনের হবে ১৩১ কোটি ৭০ লাখ। ভারতের এমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি চলতে থাকবে ২০৫৫ সাল পর্যন্ত। যে সময়ে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার গতি পেতে শুরু করেছে, সে সময়ে চীনের জনসংখ্যা হ্রাস সে দেশের প্রবৃদ্ধির হারকে পেছনে টেনে ধরবে। ভারতের ২ কোটি ৮০ লাখ নাগরিক প্রবাসে কর্মরত। বিশাল কর্মীবাহিনী প্রতিবছর অর্থমূল্যে ৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠান।

শ্রমিকদের মজুরি চীনের থেকে প্রায় তিন গুণ কম হওয়ার কারণেও বহু বিদেশি বিনিয়োগকারী চীন ছেড়ে ইতিমধ্যে ভারতে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষ করে ডিজিটাল বিপ্লব জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আর আগামী এক দশকেই এই প্রবৃদ্ধির হার চীনকে পেছনে ফেলে ৬ শতাংশে উন্নীত হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। ভারতের একজন মন্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর ৫ লাখ দক্ষ প্রকৌশলী বের হয়। তবে ভারতে উচ্চশিক্ষার দরজায় কড়া নাড়ে ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। সে ক্ষেত্রে চীনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ৬৪ শতাংশ।

চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত ৪ হাজার কিলোমিটার বা ২ হাজার ৫০০ মাইলজুড়ে। ঘরের দরজায় পরাশক্তি প্রতিবেশী দেশ চীনের মতিগতি ভারতের খুব একটা সুবিধার মনে হয় না। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের সজাগ দৃষ্টি। আর তাই স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলার থেকে ১০ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ হাজার ৭০০ কোটি ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইতিমধ্যে ৩০০ কোটি ডলারের অত্যাধুনিক ৩১টি 'এমকিউ-৯বি সি গার্ডিয়ান' নজরদারি ড্রোন কেনার চুক্তি হয়েছে। অন্য আরেকটি চুক্তি হয়েছে ভারতে তৈরি 'তেজস' যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন নিয়ে, যা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে জেনারেল ইলেকট্রিকের সহায়তায় তৈরি হবে কর্ণাটকের রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডে। এদিকে প্যারিস সফরকালে উন্নত প্রযুক্তির ২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান ও ৩টি দানবাকৃতির স্করপেন ডুবোজাহাজের ক্রয়াদেশ অনুমোদন করেন মোদি। এর আগে ফ্রান্সের সঙ্গে ৮০০ কোটি ইউরো মূল্যে আরও ৩৬টি যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বান ডাকলেও ভারতকে যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ করার মতো হলো দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ কর্মহীন। বিশাল জনসংখ্যার দেশটির প্রায় অর্ধেক নাগরিকের বার্ষিক আয় গড়ে ৬৫০ ডলার। তবে সে দেশেও আছে ১০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থের মালিক। মাত্র ১ শতাংশ নাগরিক ভোগ করেন জাতীয় সম্পদের ৩৩ শতাংশ। ফোর্বস-এর দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, ভারতে শতকোটি ডলারের ধনকুবের আছেন ১৬৯ জন। এ ছাড়া দুর্নীতি দূর করাও সম্ভব হয়নি। দেশজুড়ে বিভিন্ন অবকাঠামোর অবক্ষয় এবং ভঙ্গুর অবস্থার কারণে প্রায়ই ভয়ংকর দুর্ঘটনা জনজীবনে দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। ওডিশায় তিন ট্রেনের সংঘর্ষে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহতম রেল দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০০ প্রাণ নিভে যায় এবং ১ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, বর্ণের একটি মোজাইক দেশ ভারত বিরল ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তাই ধর্মাশ্রয়ী এবং বিভেদের সস্তা রাজনীতি কারও কারও ক্ষমতার সিঁড়ি হলেও, দেশটির জন্য তা হবে আত্মঘাতী। সে দেশে মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তাঁদের দ্বিতীয় সারিতে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ ছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব দেশটির জন্য কোনো ভালো বার্তা দিচ্ছে না। এমন সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই একবিংশ শতাব্দী হবে ভারতের।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের প্রভাব বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স মোটেই স্বস্তিতে নেই। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার অশান্ত বলয় যখন অতলান্তিক ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ঝুঁকছে। বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, দুই বৃহৎ পরাশক্তির শক্তি ক্ষয় ঘটলে মাঝখান থেকে ভারতের উত্থান ঘটবে—এ রকমটাই মনে করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ক্ষমতার অক্ষ যে পশ্চিম থেকে মুখ ঘুরিয়ে পূর্বের দিকে ঝুঁকছে, তা আজ স্পষ্ট।

বহু শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের বৈষম্যমূলক এবং একচোখা নীতি বিশ্ব মানবতাকে খণ্ডিত করেছে। সে কারণেই বিশ্ব নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাবে। আর তাই বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকবে না যদি এমনটি সত্যিই ঘটে যে ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে, সে দেশটির সেদিনের প্রধানমন্ত্রী দাম্ভিক উচ্চারণে ঘোষণা দিচ্ছেন, 'আজ বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি ভারত!'

কেন আমেরিকায় জন্ম নিয়েছিল ‘ব্রা পোড়ানো’ আন্দোলন?

সুব্রত বিশ্বাস



অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে বারবার পথে নেমেছে মানুষ। ইতিহাস তাই বলে। মানুষকে তার কথা সোচ্চার হয়ে বলার জন্য বেছে নিতে হয়েছে রাজপথকেই। আর এমন সব আন্দোলন সভ্যতাকেই নতুন নতুন মাত্রা দিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক আগে আমেরিকার নিউজার্সিতে পথে নামতে দেখা গিয়েছিল মহিলাদের, তাঁরা ব্রা-এর বাধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে তা হাতে নিয়ে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। ছুঁড়ে দিয়েছিলেন শূন্যে। পরে সেই ব্রা তারা ফেলে দিয়েছিলেন ’ফ্রিডম ট্র্যাশ ক্যানে’। কার্যতই মিথে পরিণত হয়ে যাওয়া সেই আন্দোলন জন্ম দিয়েছে কল্পকথারও। বলা হয়েছিল, সেদিন আন্দোলনরত নারীরা নাকি তাঁদের অন্তর্বাস পুড়িয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু সত্যিটা হলো নারীবাদীরা সেদিন তাদের ব্রা পোড়াননি। তবে বাকিটা সত্যি। নিজেদের ওপর হতে থাকা অবদমন ও পীড়নকে ছুঁড়ে ফেলে প্রকৃত স্বাধীনতা সন্ধানেই তারা একত্রিত হয়েছিলেন।

ইতিহাস মনে রেখেছে সেই তারিখ। ১৯৬৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। কেবল তা ব্রা নয়, হাই হিল জুতো থেকে লিপস্টিক কিংবা ঘর মোছা মপ- সবই সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নারীবাদীরা। জনমানসে বিপুল প্রভাব ফেলে দিয়েছিল সেদিনের সেই আন্দোলন। কিন্তু কেন এমন এক আন্দোলন দানা বাঁধল। কী তার প্রেক্ষাপট? এর পরিণতিই বা কি হয়েছিল? সেকথা বলার আগে একবার ছুঁয়ে দেখা যাক নারীবাদী আন্দোলনের সামগ্রিক রূপরেখাকে।

নারীবাদী শব্দটির জন্ম ১৮৩৭ সালে। ফরাসি দার্শনিক চার্লস ফুয়েরার এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ’ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস’ নামের বিখ্যাত বইয়ের লেখিকা মেরি শেলির মা মেরি উনস্টোনক্রাফটকেই আধুনিক নারীবাদীদের সূচনাকারী হিসেবে ধরা হয়। পাশ্চাত্যের আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনকে ভাগ করা হয় মূলত তিনটি ঢেউয়ে। প্রথম ঢেউয়ের সময়কাল উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগ। তৃতীয় ঢেউ বিংশ শতকের নয়ের দশক (১৯৯২ সাল নাগাদ)। দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথাই এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সময় নারীর সামাজিক সমতা লাভের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন নারীবাদীরা। যৌন স্বাধীনতা থেকে সম্পর্ক, আর্থিক বৈষম্য-এককথায় দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যে নানাবিধ সমস্যায় দীর্ণ হতে হয় মেয়েদের সেই সব কিছুর বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প করেছিলেন তারা। কারও কারও মত, সেটাই ছিল নারীবাদী আন্দোলনের আসল ঢেউ। এই আন্দোলনকে এককথায় বলা হয় ’বার্ন দ্য ব্রা’ আন্দোলন, সত্যি সত্যি ব্রা না পোড়ানো না হলেও এমন নামকরণ থেকে সহজেই অনুমেয়, ব্রা অর্থাৎ বক্ষবন্ধনী এখানে একটি বন্ধনেরই প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। ছয়ের দশকে কিংবদন্তি নারীবাদী জারমাইন প্রির বলেছিলেন ’ব্রা একটি হাস্যকর উদ্ভাবন।’ একথাটি যেন হয়ে উঠেছিল ১৯৬৮ সালের আন্দোলনে মূলমন্ত্র।

প্রতিবাদটা আসলে শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই। দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন মুলুকের মহিলারা হলেও কারও লিভিং রুমে যখনই একত্রিত হতেন, উঠে আসত মেয়েলি সমস্যার কথা। মাসিক বা

» ১৯২১ সালে শুরু হওয়া মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতায় কেবল শ্বেতাঙ্গ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদেরই সুযোগ দেওয়া হত প্রথম দিকে। পরে সেই ট্যাবু ভাঙলেও কিন্তু অশ্বেতাঙ্গ কাউকে শিরোপা জিততে দেখা যায়নি সেই সময় পর্যন্ত। আর তাই প্রতিযোগিতার যেখানে আয়োজন হয়েছিল তারই বাইরে পথে একটি অতিকায় পুতুল সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন প্রায় চারশো নারীবাদী।

সাপ্তাহিক সেই জমায়েতগুলো কার্যত মুখে মুখেই এত বড় আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছিল। যা বুঝিয়ে দেয় ভেতরে ভেতরে বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা কতটা প্রবল হয়ে উঠেছিল একটা বার্তা। যা কিছু ব্যক্তিগত বলে গোপন রাখাই শ্রেয় বলে মনে করা হত। সেটাই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইলেন অবদমিত মহিলারা। আর তার ফলেই সেগুলো হয়ে উঠল সামাজিক। সেই সময়ে মার্কিন সমাজে অ্যাবরশন ছিল বেআইনী। পিল কিংবা আইইউডি ছিল নিরাপদ যৌনতার উপকরণ। কিন্তু তার ভারও ছিল মেয়েদের কাঁধেই। এভাবেই ক্রমান্বয়ে জমতে থাকা ক্ষোভের ফুলকি জমছিল। যা বিস্ফোরিত হল ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ তারিখে।

এই আন্দোলনের জন্য তারা বেছে নিলেন সেই বছরের ’মিস আমেরিকা’ প্রতিযোগিতার। আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ টিভিতে সেই সময় ওই অনুষ্ঠানই চলছিল। নারীবাদীরা দেখলেন এটাই সঠিক ইভেন্ট, তাদের প্রতিবাদ দেখানোর জন্য। আন্দোলনকারীদের অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির ঘরে কিংবা তিরিশের একেবারে গোড়ায়। কিন্তু তাদের সঙ্গেই তাদের মা-ঠাকুমারাও পা মিলিয়েছিলেন মিছিলে। ফ্লো কেনেডির মতো আইনজীবীও ছিলেন সেই আন্দোলনে। ১৯২১ সালে শুরু হওয়া মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতায় কেবল শ্বেতাঙ্গ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদেরই সুযোগ দেওয়া হত প্রথম দিকে। পরে সেই ট্যাবু ভাঙলেও কিন্তু অশ্বেতাঙ্গ কাউকে শিরোপা জিততে দেখা যায়নি সেই সময় পর্যন্ত। আর তাই প্রতিযোগিতার যেখানে আয়োজন হয়েছিল তারই বাইরে পথে একটি অতিকায় পুতুল সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন প্রায় চারশো নারীবাদী।

এখানেই শেষ নয়। একটি ভেড়াকে মিস আমেরিকা সাজিয়েও মিছিলে নিয়ে আসা হয়েছিল। মহিলাদের নিছক ’মাংস তথা ’সেক্স অবজেক্ট’ হিসেবে ব্যবহার করার প্রতিবাদ হিসেবেই ভেড়ার অবতারনা। দেখা গেল মহিলারা তাদের ব্রা খুলে পোশাকের আড়াল থেকে বের করে এনে হাতে নিয়েই হাঁটছেন মিছিলে। তারপর একসময় সেগুলো তারা ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন ’ফ্রিডম ট্র্যাশ ক্যানে’। আশেপাশে ভিড় করা কৌতুহলী জনতাকেও আন্দোলনে শামিল হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল। আন্দোলন কভার করতে আসা কোনও পুরুষ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেননি আন্দোলনকারীরা। কেবল মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন তারা। আসলে নারীবাদীরা চেয়েছিলেন, এই খবর প্রকাশ পাক মহিলা সাংবাদিকদেরই বাই লাইনে।

সেদিনের সেই আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল যে ঢেউয়ের, তা স্থায়ী হয়েছিল প্রায় দুই দশকের কাছাকাছি সময়ে। আটের দশকের শুরুতে নারীবাদীদের মতপার্থক্য হয় যৌনতাকে ঘিরে। এটি ’ফেমিনিস্ট সেক্স ওয়ার্স’ নামে পরিচিত। যৌনতা ও পর্নোগ্রাফি চর্চাকে ঘিরে এই মতপার্থক্যের সূচনা। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৯২ সালে আন্দোলনের তৃতীয় ঢেউ। তবে সেটা অন্য আন্দোলন।

আসলে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল ’মি টু’ আন্দোলন। বহু পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ’মি টু’ আন্দোলন শুরু হয়, তা যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তা মনে করিয়ে দিয়েছিল ১৯৬৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের কথা। কিন্তু পাঁচ দশক পেরিয়ে এসেও কি নারীবাদীদের সেদিনের দাবিগুলো পূরণ হয়েছে? বিখ্যাত নারীবাদী পেগি ডবিন্সের কথায়, ’আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গসাম্যের প্রতিষ্ঠা করা কখনও রাতারাতি হওয়া সম্ভবপর নয়। মাত্র তো পঞ্চাশ বছরই পেরিয়েছে।’

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

ষড়যন্ত্রকারীরা সক্রিয় হচ্ছে

বললেন সালমান এফ রহমান

ঢাকা অফিস

নির্বাচন সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা আবারও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। দেশবাসীকে এসব ষড়যন্ত্রকারীর ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার তাঁর নির্বাচনী এলাকায় (দোহার-নবাবগঞ্জ) জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শোক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশের কল্পনা করা যায় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, এ দেশের ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশকে পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তা বিশ্ব দরবারে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে রয়েছে।

ষড়যন্ত্র ছিল, আছে এবং থাকবে উল্লেখ করে সালমান এফ রহমান বলেন, সকল ষড়যন্ত্রকারীকে মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার জন্য সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী মাত্র সাড়ে তিন বছরের দায়িত্বকালে বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের হাতে সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি। ষড়যন্ত্রকারীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিল বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা।

সালমান এফ রহমান বলেন, সেদিন ভাগ্যক্রমে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় ঘাতকের হাত থেকে বেঁচে যান।

জ্যাকসন হাইটসে সোনার চেইন নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটসে সাত হাজার ডলার মূল্যের সোনার চেইন চুরি করার অভিযোগে পুলিশ দুই ব্যক্তির খোঁজে ছবি প্রকাশ করেছে। ১১ আগস্ট শুক্রবার নিউইয়র্ক পুলিশ কতৃক প্রকাশিত ছবিতে শক্ত সামর্থ দুই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে ঘটনার জন্য খোজা হচ্ছে।

গত ২৪ জুলাই জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিন্যু এবং ৫৬ স্ট্রিটের এলিগ্যান্স জুয়েলারিতে এ চুরির ঘটনা ঘটে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে দুই ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করে এবং চেইন নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। জুয়েলারি দোকানে কর্মরত একজন যাটোর্ধ লোক দুর্বৃত্ত দুইজনকে ধাওয়া কেন। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

পুলিশ ছবি প্রকাশ করে জানিয়েছে একজনের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছর এবং অন্যজনের বয়স ৩৫ বছরের কাছাকছি হতে পারে।

সাঈদীর মৃত্যু স্বৈরশাসনের নির্দয় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত

বললেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস



মির্জা ফখরুল

কারাবন্দী জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মানবতাবিরোধী অপরাধে আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাঈদীর মৃত্যুতে সোমবার (১৪) দিবাগত রাতে এক শোক বার্তায় মির্জা ফখরুল এই অভিযোগ করে বলেন, 'গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী গত ১৩ বছর বন্দী অবস্থায় থাকলেও তাঁকে কোনো সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি। তাঁর মৃত্যু স্বৈরশাসনের এক নির্দয় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

শোক বার্তায় ফখরুল বলেন, 'কারাবন্দী অবস্থায় সাঈদীর মৃত্যু গভীর শোকাবহ। এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি পন্ডিত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ইসলামের আলোকিত পথে। ক্ষমতাসীন শক্তি তাঁকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি তাঁর নিজস্ব মতাদর্শে ছিলেন অকম্প অবিচল। ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি সহমর্মী এই মানুষটি জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামি জ্ঞানের চর্চা ও প্রচারে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। দেশ ও মানুষের জন্য তিনি কাজ করেছেন নিরলসভাবে। জাতীয় সংসদেও তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল ও তেজস্বী বক্তা।'

শোক বার্তায় সাঈদীর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, ভক্ত, গুনগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব।

সংসদ সদস্য মমতাজের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা পশ্চিমবঙ্গে

ঢাকা ডেস্ক

২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশঙ্কর বাগচী নামে এক ইভেন্ট অর্গানাইজারের সঙ্গে মমতাজের লিখিত চুক্তি হয়। তখন তিনি নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গে গান গাইতেন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে প্রধান শিল্পী হিসেবে মমতাজকে প্রায় ১৪ লাখ রুপির বিনিময়ে বায়না করেছিলেন উদ্যোক্তারা বহরমপুরের একটি অনুষ্ঠানের জন্য।

তাদের অভিযোগ টাকা নেওয়ার পরও অনুষ্ঠানে হাজির হননি মমতাজ। এ কারণে দর্শক-শ্রোতারা ক্ষুব্ধ হয়ে অনুষ্ঠানস্থলে ভাঙচুর করেন। আয়োজক শক্তিশঙ্কর বাগচীকে চরম হেনস্তার মুখে পড়তে হয়। মমতাজ পরে টাকা ফেরত দিতেও অস্বীকার করেন। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে শক্তিশঙ্কর স্থানীয় থানায় যান কিন্তু থানা অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শক্তিশঙ্কর এরপর বহরমপুর আদালতে মামলা করেন। মমতাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণাসহ একাধিক ধারায় মামলা করেন।

৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল সিলেটের কানাইঘাট!

সিলেট প্রতিনিধি

১৪ আগস্ট সোমবার রাত ৮.৪৯ মিনিটে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে সিলেট, ঢাকাসহ দেশের বড় কয়েকটি এলাকায়। এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের সীমান্তবর্তী কানাইঘাট উপজেলার কাছাকাছি বলে জানা গেছে।

আর্থকোয়াক ইউএসজিএস ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে, সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ৫ কিলোমিটার অদূরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

কানাইঘাট ভারতের মেঘালয় ও আসাম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। ভূমিকম্পের কারণে ভারতের এই দুই রাজ্যও কেঁপে ওঠে।

তবে সিলেট আবাহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসেন জানান, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম ও মেঘালয় অঞ্চল।

সোমবার রাত ৮ টা ৪৯ মিনিটের দিকে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিলো। সিলেটে উৎপত্তিস্থল হওয়ায় এখানে ঝাঁকুনিও অনুভূত হয়েছে বেশি।

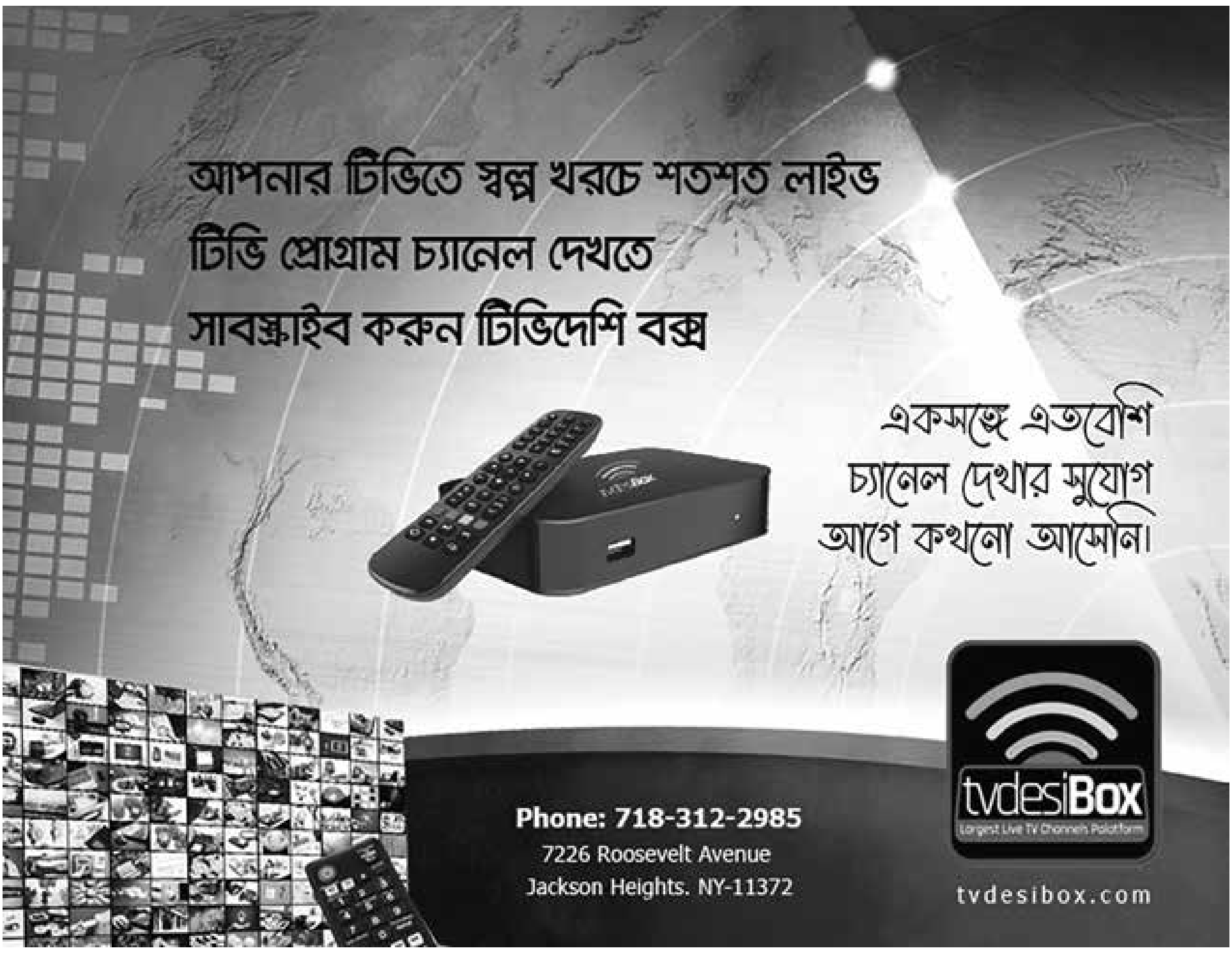
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানান, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেল ৫ দশমিক ৫। সিলেট ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বলে আসছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রায়ই এখানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

সোমবার রাতের ভূমিকম্পের কারণে নগরজুড়ে আতংকে দেখা দেয়। নগরের বাসিন্দাদের অনেকে দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

তাৎক্ষণিকভাবে এতে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এই ভূমিকম্প বাংলাদেশ ছাড়া ভারত ও মিয়ানমারেও অনুভূত হয়েছে।







শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চায় ঊনবাঙালের সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে উঠে আসে বলেই সাহিত্যকে বলা হয় জাতির দর্পণ। পৃথিবীতে সব জাতির অস্তিত্বেই মিশে আছে সাহিত্য। আমাদেরও আছে সাহিত্য। তেমনি শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চায় ১২ আগস্ট শনিবার ঊনবাঙালের ৩৯তম সভা অনুষ্ঠিত হলো জ্যামাইকার ষ্টার কাবাবে। যথারীতি বিকেল ৫টায়।

স্বরচিত কবিতা পাঠ সহ-গল্প, প্রবন্ধ, পুঁথিপাঠ, মুক্ত গদ্যের পাঠ এবং পঠিত লেখাগুলোর ওপর আলোচনা নিয়ে ঊনবাঙাল-এর সাহিত্য অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লেখক, নারী উদ্যোক্তা মুক্তি জহির।

সভার শুরুতে ছিল ৩০ মিনিটের একটি বিষয়ভিত্তিক আলাপচারিতা। আজকের বিষয় ছিল-সাহিত্যে নৈতিকতার অবস্থান। সাহিত্যে দর্শন নিয়েও আলোচনা হয়। নির্ধারিত আলোচক ছিলেন মাহমুদ রেজা চৌধুরী এবং কাজী জহিরুল ইসলাম। আলাপচারিতা সঞ্চালনা করেন কবি ও আবৃত্তি শিল্পী সুমন শামসুদ্দিন। দর্শকদের মধ্য থেকে বন্যা মির্জা, তাসের মাহমুদ এবং ইমাম চৌধুরী আলোচনায় অংশ নেন।

সাহিত্যে নৈতিকতার অবস্থান নিয়ে মাহমুদ রেজা চৌধুরী বলেন, "যে কাজটা আমি আমার জন্য অনৈতিক মনে করবো বা অন্যায় মনে করবো, সেটা অপরের জন্যও একইভাবে মনে করা হবে। ধরুন, আমাকে কেউ গালি দিলে বা সমালোচনা করলে আমার খারাপ লাগে, এই একই বিষয়টা অন্যের ক্ষেত্রেও ভাবতে হবে। লেখকের স্বাধীনতার বিষয়টা যেমন সত্য, একইভাবে পাঠকের স্বাধীনতা, ইচ্ছা, গ্রহণযোগ্যতাও সত্য। আমি যা খুশি তা যদি লিখতে পারি তবে যা খুশি তা শুনতেও পারি। এখানে একটা নৈতিকতার বিবেচনা আছে। অর্থাৎ যা নীতিবহির্ভূত আমার কাছে তা অন্যের কাছেও নীতিবহির্ভূত হতে পারে।"

কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, "একটা অভিযোগ আছে যে, নৈতিক সাহিত্য কম রচিত হচ্ছে। যেকারণে শিশুদের সচ্চরিত্র গঠন ভালো হচ্ছে না। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বা তারও আগে যারা প্রাইমারি স্কুল থেকে এমন কিছু গল্প কবিতা পড়তো যা পড়ে তারা একটা সচ্চরিত্র গঠন করতে পারত, সেই কাজটি আমরা করবো কিনা, তা একটি বিষয়। আমার মনে হয় স্যোসিওকালচারাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, কেন ক্রমশ লেখকরা সদুপদেশ দেয়ার মতো সাহিত্য রচনা থেকে বেড়িয়ে আসছে।" এরপর তিনি প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলেন।

সাহিত্যে উপদেশ সম্পর্কে মাহমুদ রেজা চৌধুরী বলেন, "উপদেশ যেন আদেশ না হয়। নির্ভর করে আপনি কিভাবে আপনার প্রোফেশনালিজম, বিষয় বা মতামতকে উপস্থাপন করছেন।"

এভাবেই প্রাণবন্ত এ আলোচনায় নৈতিকতার ধারণা, দেশে দেশে এর ভিন্নতা এবং সাহিত্যে এর প্রয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় উঠে আসে।

জঙ্গি উত্থান নিয়ে সতর্ক করা হলো ১৪ কংগ্রেসম্যানকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মিশরের মতোই বাংলাদেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ছদ্মাবরণে ধর্মীয় উগ্র ও জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটতে পারে বলে ১৪ মার্কিন কংগ্রেসম্যানকে সতর্ক করা হয়েছে। ওই কংগ্রেসম্যানরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা বলে আসছেন।

এক বিবৃতিতে তাদের বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে যেকোনোভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জায় নিতে চায় ওই গোষ্ঠী। বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে ভয়ংকর জঙ্গিগোষ্ঠী আনসার আল ইসলাম এবং হরকাতুল জিহাদের যোগসাজশ প্রমাণিত। ওই জঙ্গিরা আল কায়েদার হয়ে বাংলাদেশে কাজ করে।

বিএনপি জোট ক্ষমতায় থাকার সময় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর নারকীয় নৃশংসতা চালানোর নজির তুলে ধরা হয়েছে ওই বিবৃতিতে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ওই গোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের সেই দুঃসহ ভয়াবহতা ফিরে আসবে বলে কংগ্রেসম্যানদের সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অজুহাতে বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে ইসলামী জোট কোনোভাবে ক্ষমতা দখল করলে বহু মানুষের জীবন মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়বে।

নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে ২০১২ সালে মিশরে কীভাবে উগ্রপন্থী ব্রাদারহুড রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিল তা মনে করিয়ে দিয়ে কংগ্রেসম্যানদের বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভুল নীতির কারণে বাংলাদেশে একই ঘটনা ঘটলে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই অবিলম্বে বাংলাদেশ বিষয়ে মার্কিন নীতি বদলাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

৭ আগস্ট সোমবার ওই ১৪ কংগ্রেসম্যানদের উদ্দেশ করে এই বিবৃতি দেয়া হয়েছে। বিবৃতিতে সই করেছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান নির্বাচিত কয়েকজন কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মী ও সামাজিক-পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, আমরা বাংলাদেশি-আমেরিকান; যারা মানবাধিকার, সামাজিক ও পেশাদার সংগঠনে কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমরা সহিংসতামুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে জোরালভাবে সমর্থন করি।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার


আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী


এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান



আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন



আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com



KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন



Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com



Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেজন্যেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টিপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচটি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার কুল টিচার, ম্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্ভিসটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা স্পেকোন ধরণের ব্যাথা / অপ্রোপ স্পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি : ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, সায়াটিক ব্যাথা, অবস ইজরা, ডিসকিনস ব্যাথা, মাথা ব্যথা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আমরা সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার যেকোন সেবা আমরা সম্পূর্ণ ঘরে বসে করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বন্দুক সহিংসতা রোধে ডেপুটি মেয়র শিনা রাইটের সাথে কমিউনিটি মিডিয়ার বৈঠক

নিউইয়র্ক সিটি

মনজুরুল হক



নিউইয়র্ক সিটিতে বন্দুক সহিংসতা বৃদ্ধি হওয়ার কারনে কমিউনিটির লোকজনকে নিরাপদ রাখতে এবং সহিংসতা রোধে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। কীভাবে বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধ করা হবে সে বিষয় একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। রূপরেখা বাস্তবায়নে বাজেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। সহিংসতা প্রতিরোধে কমিউনিটির বিভিন্ন এজেন্সী অ সংগঠনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটিতে ইতিমধ্যে ২৪ শতাংশ বন্দুক সহিংসতা কমে এসেছে।

নিউইয়র্ক সিটির ডেপুটি মেয়র শিনা রাইট এসব কথা বলেছেন। ১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সিটিহলে আয়োজিত

কমিউনিটি মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা জানান। সভায় পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা "বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধে" টাস্ক ফোর্স বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডারম্যান অ্যাপের প্রতিষ্ঠাতা এ.টি মিচেল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মেয়র অফিস কমিউনিটি মিডিয়া নির্বাহী ডিরেক্টর জো বায়ানো। উপস্থিত ছিলেন এ্যাসিস্টেন ডিরেক্টর মেয়র অফিস ফামুদ কোনাহ।

ডিপুটি মেয়র শিনা রাইট বলেন, বন্দুক সহিংসতা আরো কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষার্থীদের আরও বেশী সচেতনতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিপথগামী তরুণ যুবকদের উপর নজরদারি, মেন্টাল সমস্যার কারণে অপরাধ প্রবণতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতি তিনি গুরত্বারোপ করেন। এছাড়াও যেসব স্থানে সহিংতার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব স্থানে বিশেষ নজরদারি এবং আধুনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহন করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

২০২২ সালের জুন মাসে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য এই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। যত দ্রুত সম্ভব একটি নিরাপদ সিটি উপহার দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৫০০ শ'এর বেশী নিউইয়র্কবাসীর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ এগিয়ে চলেছে। ফলে শীঘ্রই আরও শক্তিশালী নিরাপদ বসবাসযোগ্য শহর তৈরি করার কাজ এগিয়ে চলেছে বলে সভায় বলা হয়।

এ. টি মিচেল বলেন, আমরা একেবারে গ্রামে গিয়ে বন্দুক সহিংসতার থেকে সংশ্লিষ্টদের কিভাবে বিরত রাখা যায় সে বিষয়ে কাজ করছি। বিভিন্ন স্তরের কমিউনিটির সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলছি এবং বন্দুক সহিংসতা রোধে বাস্তবতা উন্মোচন করেছি। যার কারনে জননিরাপত্তাকে বাস্তবে পরিণত করা এখন সময়ের ব্যপার মাত্র।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ডেপুটি মেয়র শিনা রাইট ও ম্যানঅ্যাপের প্রতিষ্ঠাতা মিচেল।

কুমিল্লা সমিতি ইউএসর বৃহত্তম বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস





সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুমিল্লা সমিতি ইউএস এর বনভোজন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয় নান্দনিক ও মনোরম পরিবেশে লং আইল্যান্ডের সানকিন মেডো স্টেট পার্কে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কুমিল্লা বাসিদের দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার পর গত ১৩ আগষ্ট ২০২৩ রোববার কয়েকটি বাস সহ শতশত প্রাইভেট গাড়ির বহরে আসা লোকজনদের উপস্থিতিতে পার্ক মুহূর্তের মধ্যেই পরিনত হয় এক বিশাল মিলন মেলায় ।

সকালের নাস্তা শেষে মাওলানা সৈয়দ ফখরুদ্দীন আলরাজীর দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বনভোজন উদ্বোধনের পর শুরু হয় শত কিশোর-কিশোরী, যুবক-বয়স্কদের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং মহিলাদের জন্য ছিল হাড়িভাঙ্গা ও বালিশ খেলা। খেলার পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মো আল-আমিন।

সে কি এক অপরূপ সম্প্রীতির নয়নাভিরাম দৃশ্য ।

শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হয় নানান ধরনের খেলনা, জুস ও চিপস্ ।

এরই মধ্যে আসতে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে থাকা কুমিল্লার কৃতি সন্তানেরা এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা ।

অতিথিদের স্বাগত জানান, সভাপতি বদরুল হক আজাদ এবং বনভোজন কমিটির আহবায়ক সাইফুল আমিন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ।

ওজন পার্কের নতুন রেষ্টুরেন্ট বৈঠকখানা থেকে সরবরাহকৃত দুপুরের সুস্বাদু খাবার পরিবেশনা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, যা বনভোজনকে এনে দেয় এক নতুন মাত্রায়।

বনভোজন ২০২৩ শুরু থেকে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কুমিল্লা সমিতি ইউএস এর সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও সিঃ সহ-সভাপতি- মো সিরাজুল ইসলাম জামাল ।

কুমিল্লা সমিতি ইউএস এর সভাপতি বদরুল হক আজাদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল- আমিন, বনভোজন কমিটির সদস্য সচিব মঈনউদ্দিন মিয়াজী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিনের যৌথ পরিচালনায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় সভা ।



স্পেনে ইউনুস ভূঁইয়া র সম্মানে নৈশভোজ ও মতবিনিময়

স্পেন প্রতিনিধি

লাকসাম উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইউনুস ভুঁইয়ার সম্মানে মাদ্রিদে বসবাসরত লাকসাম উপজেলা বাসী ও মাদ্রিদ কমিউনিটির সাথে এক মতবিনিময় ও নৈশভোজ আয়োজন করা হয়।

১২ আগষ্ট মাদ্রিদের দেশ রেষ্টুরেন্টে মাদ্রিদস্থ লাকসাম উপজেলা বাসীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আনিসুর রহমান রুবেল এবং সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সুন্দর ও জহির আহমেদ। অংশ নেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সাবেক সভাপতি কাজী এনায়েতুল করিম তারেক, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও বায়তুল মোকাররম বাংলাদেশ মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, মাওলানা আসাদুজ্জামান রাজ্জাক, গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশন ইন স্পেনের উপদেষ্টা আব্দুল কাইয়ুম মাসুক, স্পেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সেলিম, সহ সভাপতি একরামুজ্জামান কিরন , ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এফ এম ফারুক পাবেল , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন উর রশীদ আকাশ, স্পেন আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম , যুবলীগ নেতা ইফতেখার আলম সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

লাকসাম উপজেলা বাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাহিদ ভুইয়া, সোহেল এমদাদ, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম সবুজ, জাবের আলি, আল মামুন প্রমুখ।

ইউনুস ভুঁইয়া প্রবাসীদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান উল্লেখ করে বলেন, প্রবাসীদের কষ্টের বিনিময়ে দেশের বড় বড় উন্নয়নের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আজ দেশের গ্রামীণ জনপদের পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের উন্নয়ন ও দেশপ্রেম কখনো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

নিউজার্সির এঙ্গেলউডে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সির বার্গেন কাউন্টির এঙ্গেলউডে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে। উইলিয়াম হার্নান্দেজ নামের ৩১ বছর বয়সের ঐ ব্যক্তি সাত থেকে নয় বছরের দুই শিশুকে উপর্যুপরি যৌন নির্যাতন করেছে বলে কতৃপক্ষ জানিয়েছে।

হার্নান্দেজের বিরুদ্ধে তিন ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বার্গেন কাউন্টির প্রসিকিউটর মার্ক মিশেলার। তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের এবং শিশুর কল্যাণকে বিপন্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ক্ষমতায় থাকলে পাহাড়ের ওপরও নৌকা চালানো যায়: রিজভী

ঢাকা অফিস

ক্ষমতায় থাকলে পাহাড়ের ওপরও নৌকা চালানো যায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, 'আগে কেউ কখনো গায়েবি মামলার কথা শোনেনি। এখন শুনছি লাশের বিরুদ্ধে, পঙ্গু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবং কেউ হজে থাকলেও তার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে।' রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বুধবার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন রুহুল কবির রিজভী।



সাস্ট এলামনাই এসোসিয়েশনের বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইর্য়কে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন সাস্ট এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ আগষ্ট রোববার "সাষ্টিয়ানদের এই মিলন, দূরপ্রবাসে হৃদস্পন্দন " এই স্লোগানে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা এই আয়োজন করে।

নিউইর্য়কের অদূরে লংআইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে আয়োজিত বনভোজনে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ভার্জিনিয়ায় বিভিন্ন পেশায় কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ও তাদের পরিবার পরিজনসহ প্রায় দেড় শতাধিক সদস্য অংশ নেন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণসহ সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র ও অতিথিবৃন্দদের আলাপচারিতায় মুখর হয়ে উঠে পুরো অনুষ্ঠান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বেথপেজ স্টেট পার্কের ঈগল প্যাভেলিয়ন যেন এক টুকরো সাস্টে পরিণত হয়।

বনভোজন শুরু হয় সকাল এগারোটায়। সকাল থেকেই নিউইর্য়কের বিভিন্ন বোরো থেকে অংশগ্রহনকারীরা পার্কে জড়ো হতে থাকে। সকালের নাস্তা বিতরণের পর শুরু হয় মূল পর্ব। এ পর্বে ছিল শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা , মহিলাদের মার্বেল দৌড় , পিলোপাস , পুরুষদের মোরগ লড়াই ও দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এতে সাবেক শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সন্তানেরা অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলা শেষে পরিবেশন হয় দুপুরের খাবার । মধ্যাহ্ন ভোজের পর পার্কের মনোরম পরিবেশে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ থেকে শুরু করে ২৮তম ব্যাচ পর্যন্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ফটোসেশন ও পরিচয় পর্ব । এর পরপরই শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্ণামেন্ট এবং এতে সাষ্টিয়ানরা লাল ও সবুজ জার্সিতে দুই দলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করে। খেলায় লাল জার্সি চ্যাম্পিয়ান হয়।

পুরস্কার বিতরণের পূর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ফরিদ আলম ও কামাল হোসেন। বক্তব্যে বক্তারা বলেন, ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনিয়র এবং জুনিয়র শিক্ষার্থীরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে আমাদের সাষ্টিয়ান বন্ধনকে শক্তিশালী করে তুলবে যা পরবর্তীতে সকলের কাছে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।







সম্প্রীতি **বহু ধর্ম, বহু বিশ্বাস, বহু জাতিগোষ্ঠীর দেশ আমেরিকা। প্রত্যেকে তাঁর বিশ্বাসের চর্চা করে নির্বিঘ্নে। রাষ্ট্র যেমন হস্তক্ষেপ করে না, সমাজের মানুষও তেমনই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে। ১১ আগস্ট মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র জুম্মার দিনে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের সামনে শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাতে ইহুদি সম্প্রদায়ের কিছু লোক এভাবেই ব্যানার নিয়ে দাঁড়ালেন।** ছবি: সৈয়দা শাহানা ইয়াসমিন

মেটা ইনফো টেক এর চাকুরী প্রস্তুতি বিষয়ক সেমিনার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



১৫ আগস্ট মঙ্গলবার মেটা ইনফো টেক এর প্রাধান অফিস ৭৪-৩৭, ৪০১ নম্বর জ্যাক্সন হাইটস এ বর্তমান সময়ের চাকুরীর বাজার - সংকট ও সমাধান এবং চাকুরী দাতাদের আকর্ষন করার জন্য কিভাবে সফল লিঙ্কডেন প্রোফাইল তৈরী করা যায় তা নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । এই সেমিনারে মেটা ইনফো টেক এর বর্তমান, এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি বক্তা মাহবুব জলিল এবং খন্দকার আহমেদ উপরোক্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ।

সেমিনারটি বর্তমান সময়ে যারা চাকুরীর বাজারে আবেদনকারী হিসেবে আছেন তাদেরকে ভীষন ভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রায় ২০-২৫ জন ছাত্র ছাত্রী এই সেমিনারে অংশ নেয়। অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকেই সেমিনারটিকে বিশেষ উপকারী বলে মন্তব্য করেন।

আলোচ্য সূচীর একটা বিশেষ অংশ ছিল কিভাবে ভালো লিঙ্কডেন প্রোফাইল তৈরী করা যায়, বেশী বেশী এন্ডোর্স্মেন্ট পাওয়া যায় যাতে চাকুরী দাতারা আকৃষ্ঠ হয় এবং বেশী বেশী ইন্টারভিউ কল পাওয়া যায় এবং একই সাথে অন্যদের সাথে সংযুক্ত হওয়া যায়।

উপস্থিত চাকুরী প্রার্থীরা দাবী জানায় এম আই টি যেন প্রতি মাসে এই ধরনের সেমিনার আয়োজন করে।

এম আই টি প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী মাহবুব সিদ্দিকি এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, অতিথি বক্তাদের আলোচোনা শেষে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের আইটি সেক্টরে চাকুরী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং এ সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচোনা করেন। নিকট ভবিষ্যতেও এম আই টি এ ধরনের আরো সেমিনার আয়োজন করবে বলেও তিনি জানান।

'সেলফি ক্লাব' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নতুন একটা প্লাটফর্ম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



নিউইয়র্কে বসবাসকারী সিলেট বিয়ানীবাজারের তরুণ উদ্যোক্তা সুজন আহমেদ। গড়ে তুলেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি নতুন প্লাটফর্ম 'সেলফি ক্লাব'। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে 'মীম টিভি' নামে একটি কমিউনিটি টেলিভিশন পরিচালনা করছেন সুজন আহমেদ। এর আগে 'মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্ট এণ্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' সংক্ষেপে 'মীম' নামে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী গড়ে তোলেন। আইপি বক্স এবং স্মার্ট টিভির এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা 'মীম টিভি' দেখতে পান। সুজন আহমেদের রয়েছে নিজস্ব ওটিটি প্লাটফরম 'কেবল নেটওয়ার্ক'।

শুধুমাত্র শখের বশেই সুজন আহমেদ তথ্য যোগাযোগ মাধ্যমের অভ্যন্তরীণ এবং পর্দার পেছনের (ব্যাক এন্ড) তথ্য সম্পর্কে জানতে অনেক বেশি আগ্রহী। এই আগ্রহ থেকেই গত ছয় মাসের প্রচেষ্টায় তিনি দাঁড় করিয়েছেন 'সেলফি ক্লাব'। তিনি জানিয়েছেন বন্ধুত্ব তৈরি ও সেলফি তোলা এখনকার তরুণ প্রজন্মের সার্বক্ষণিক শখ। এই শখকে পেশায় রূপান্তরিত করার অনেক ফিচার রয়েছে 'সেলফি ক্লাবে'। অন্য যে কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে এর কিছু ভিন্নতাও আছে। একজন গ্রাহক ব্যবহার শুরু করলেই পর্যায়ক্রমে তা জানতে পারবেন।

সুজন আহমেদ বলছেন, শুধু ব্যক্তিগত তথ্য ও আনন্দ বিনোদনের আদান প্রদান নয়, পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের। এক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশে দেশে অন্যান্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে 'সেলফি ক্লাব' এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজ মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। যদিও পৃথিবীর প্রচলিত বহু সংখ্যক ভাষায় এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধার আইকনগুলো সয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিগগিরই গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপেল এর অ্যাপ স্টোর থেকে সেলফি ক্লাবের অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। এখন ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে সেলফি ক্লাবে নিবন্ধন করা যাচ্ছে। ঠিকানা: www.selficlub.com

জিয়ার মরোনোত্তর বিচার দাবি ওয়াশিংটন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের

শিব্বীর আহমেদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যার মূলহোতা হিসাবে বাংলাদেশের প্রথম স্বৈরশাসক খুনি জিয়াউর রহমানের মরোনোত্তর বিচার এবং একইসাথে স্বাধীনতাবিরোধী বিএনপি-জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে বৃহত্তর ওয়াশিংটন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। ১৪ আগস্ট রোববার বৃহত্তর ওয়াশিংটন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় এই দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংঘটনের সভাপতি আলাউদ্দিন আহমেদ এবং সভা পরিচালনা করেন সহ সভাপতি সালেহ আহমেদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সরকার, যুগ্ম সম্পাদক হাসানাত সানি, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়া করিম, যুবলীগ সভাপতি সাঈদ আলি, ভার্জিনিয়া আওয়ামী লীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অমর ইসলাম, সাধারন সম্পাদক জি আই রাসেল, ম্যারিল্যান্ড আওয়ামীলীগ সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলাম তাপস।



মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম

উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হলেন মোহাম্মদ মনিরুল

নিউইয়র্কে নতুন কনসাল জেনারেল নাজমুর হুদা

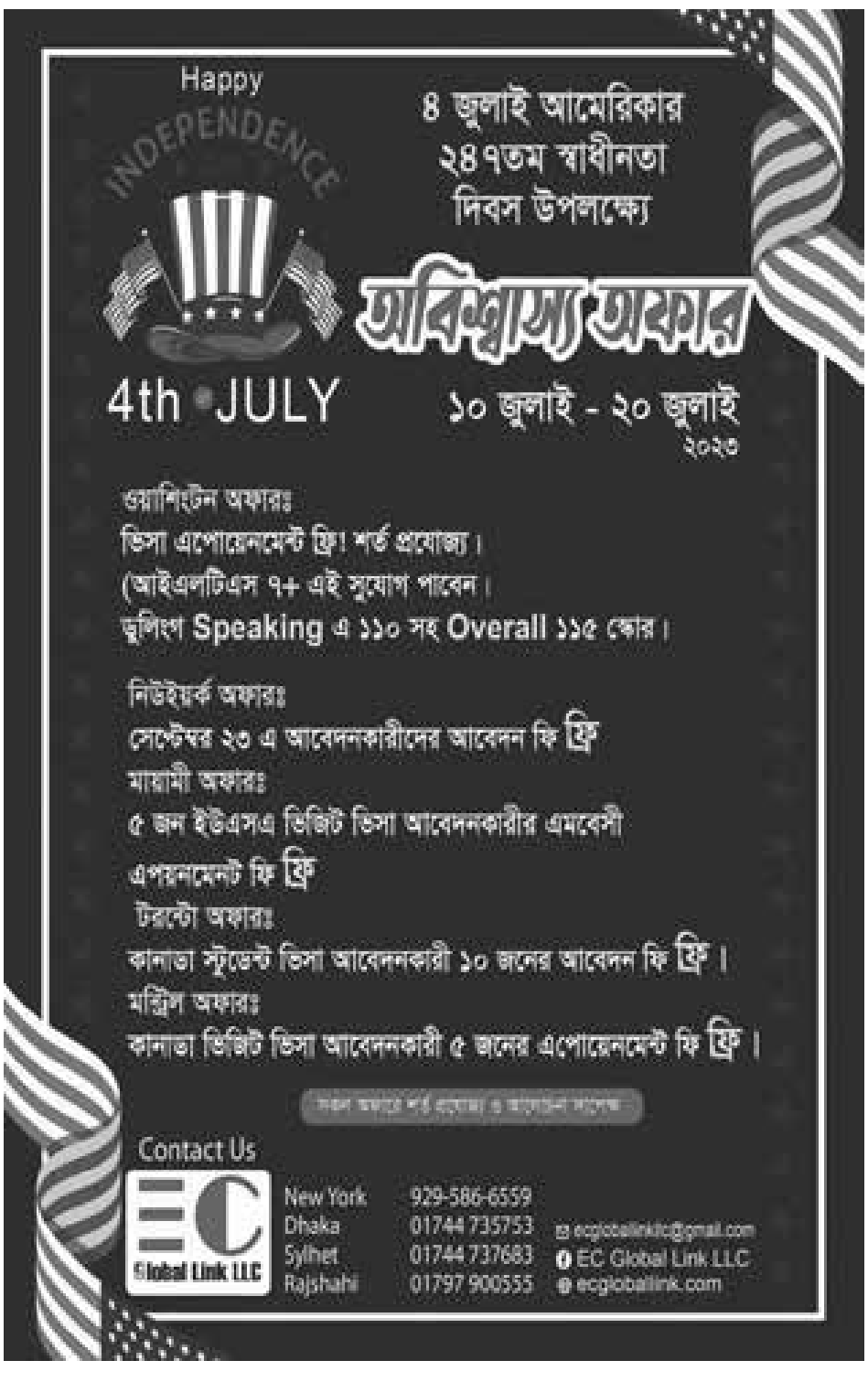
উত্তর আমেরিকা অফিস

পদোন্নতি পেয়ে উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। ২০তম বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উজবেকিস্তানে দায়িত্বরত রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলমের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ৮ আগস্ট মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

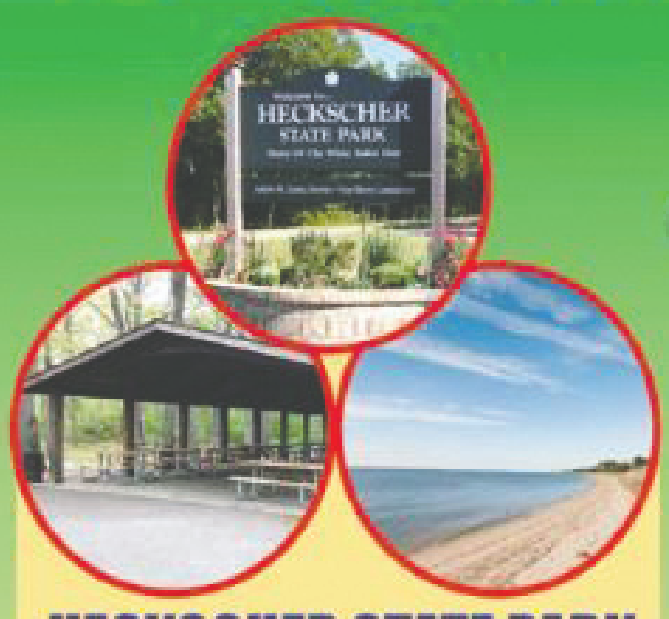
নিয়মিত পদোন্নতি-বদলীর অংশ হিসেবে ড. মনিরুল ইসলামকে উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় জলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কূটনীতিক ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের জন্ম মাদারীপুর জেলায়। শিক্ষাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ থেকে অনার্স ও মাষ্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পাশ করার পর কিছু দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে শিক্ষকতাও করেন ড. মনিরুল ইসলাম। পরবর্তীতে তিনি ২০০১ সালে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে ইস্তাম্বুল ছাড়াও তিনি দেশের বাইরে জাপান ও নয়া দিল্লী দুতাবাসে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে ইস্তাম্বুলে যোগদানের আগে মনিরুল ইসলাম ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্সের মহাপরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।





সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
SATKANIA SAMITY USA INC.



HECKSCHER STATE PARK
1 Heckscher State Parkway
East Islip, NY 11730

TAYLOR PAVILION, FIELD # 2

পার্ক / প্যাভেলিয়নে পৌঁছানোর সময়: সকাল ১০টা

যাতায়াত ব্যবস্থা: নিজস্ব পরিবহন

বনভোজন শুভ উদ্বোধন করবেন
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
150 Great Neck Road,
Great Neck, NY 11021



আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংগীত পরিবেশন করবেন
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী



রাজীব | কৃষ্ণা তিথি

বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী
Annual Picnic

২০শে আগষ্ট ২০২৩ রবিবার
SUNDAY AUGUST 20, 2023

প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৩য় বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠণ সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর আয়োজনে ২০শে আগষ্ট রবিবার ২০২৩ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীতে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমন্ত্রণেঃ

সাইফুদ নবী চৌধুরী আহ্বায়ক 929-637-9046	**আবদুস সালাম** প্রধান সমন্বয়কারী 201-993-1347	**মোহাম্মদ সফিউল্লাহ** সদস্য সচিব 646-733-8464
যুগ্ম আহ্বায়ক **ডাঃ নুর মোহাম্মদ** 212-365-4557	যুগ্ম সমন্বয়কারী **সাখাওত উদ্দীন চৌধুরী** 646-491-1570	যুগ্ম সদস্য সচিব **মোঃ সামসুদ্দোহা (সোহেল)** 718-219-9363
খোরশেদ আলম 917-873-3601	**মোহাম্মদ মুসা** 929-272-8925	**মোঃ রবি** 917-496-9566

করিম রেজা উপদেষ্টা 917-400-4789	**আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর** উপদেষ্টা 929-400-4626	**নাসের চৌধুরী** উপদেষ্টা 917-251-3946	**শাহিদা সিকদার হাই** উপদেষ্টা 646-327-2005

যোগাযোগ

জ্যামাইকা
মোঃ নূর হোসাইন
631-535-3954
কলিকা ধর মুনমুন
718-737-2605

ব্রঙ্কস
মোঃ ইরফান নিশাত
347-774-6700

ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের
347-774-6664

জ্যাকসন হাইটস
বাহারুল ইসলাম এজাজ
646-821-3882

লং আইল্যান্ড
রফিক উদ্দিন
929-537-7494

বাফেলো
হাসান মুরাদ
646-575-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির
347-605-5347

ওসেনিয়া
মোঃ আবদুল আউয়াল
347-832-6582

নিউজার্সী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
201-234-2244

আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম
609-233-2846

ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান
929-310-1305
মোঃ জাহাঙ্গীর
347-863-2025

কানেকটিকাট
জিনাত আলম সুমি, 917-400-3170
জোবায়ের আরিফ, 203-760-0253
শওকত, 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার, 203-344-8329

ব্রুকলিন
মোঃ ইকবাল হোসেন
929-572-1522
মোঃ লোকমান
917-708-4291

পেনসেলভেনিয়া
প্রফেসর কালা মিঞা
717-668-1584
জসিম উদ্দিন
267-774-3208

ধন্যবাদান্তে

আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229

আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052

প্রচারেঃ জহির কায়ছার, ৯২৯-৩৬৫-৪২২৮, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

Shahjalal®

শাহজালাল পরোটা

এখন সবত্র পাওয়া যাচ্ছে



PREMIUM FOODS USA INC.

50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020.(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.


SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এ্যাসেল্টের একসিডেন্ট
• স্লুপ লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

FOBANA

৩৭তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৩
টরন্টো, কানাডা

অনুভবে চেতনায়
আমাদের বাংলাদেশ

পবন দাস বাউল
বেবি নাজনীন
মমতাজ
সেলিম চৌধুরী
বিন্দু কনা
প্রতিক হাসান
তাহমিনা মিম
তানজিন তিশা

37TH FOBANA
CONVENTION

GRAND SPONSORS

CONVENOR
RUSSEL RAHMAN MD HASAN
(647) 886-6427 (416) 832-9487

SEPTEMBER
1, 2 & 3

DON VALLEY HOTEL
EGLINTON & DON VALLEY PARK HIGHWAY CORNER
TORONTO

Chairman : Giash Ahmed
Chief Advisor : Mahbub Rob Chiwdhury
Chairman Host Committee : Syed Shamsul Alam
Vice Chairman : Azim Dewan
Executive Secretary : Khokon Rahman
Executive Member : Faroque Hasan, Topan Sayed, Dara Abu Zubair

বাংলাদেশ, কানাডা ও আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মনমাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তিন দিনব্যাপী থাকছে
রকমারি স্টল | ট্যালেন্ট শো | ফ্যাশন শো | সেমিনার | কাব্য জলসা | মেগা কনসার্ট

আয়োজনে ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি এস সি

For Hotel Reservation and Direction: +1 416 299 1500

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (August 18 - 24, 2023) | Promo Code : PSP33

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

SALE $4.49/LB, CUBE, ZABIHA HALAL **FROZEN GOAT**	SALE $2.99/LB, ZABIHA HALAL **CHICKEN BREAST**	SALE $10.99/LB, SIZE 12/15 **HILSHA**	SALE $1.89/LB, 2 KG **ROHU**
SALE $4.99/LB, SIZE 80-100 **DESHI RUPCHADA**	SALE $3.49/LB, SIZE 5/7 **TILAPIA FILLET**	SALE $15.99/EA, 70/80, 4LB **HEAD ON SHRIMP BLOCK**	SALE $3.99/EA, 500 GM CROWN FARMS **DESHI KOI BLOCK**
SALE 2/$8.99, 500 GM CROWN FARMS **LOTIA & LOTIA MIX CLEAN BLOCK**	SALE $4.99/EA, 500 GM CROWN FARMS **POHA CLEAN BLOCK**	SALE $5.99/EA, 500 GM CROWN FARMS **TAPOSHI CLEAN BLOCK**	SALE $3.99/EA **VITAL TEA BAG**
SALE $14.99/EA, 20 LB **ABDULLAH LONG GRAIN RICE**	SALE $19.99/EA, 20 LB **NOYA PARBOILED BASMATI RICE**	SALE $17.99/EA, 5 LTR **LAXMI MUSTARD OIL**	SALE $15.99/EA, 5 LTR **PREMAS SUNFLOWER OIL**
SALE 2/$8.99, 1.65 LB **NATIONAL GINGER / GARLIC PASTE**	SALE 69¢/LB **YELLOW BANANA**	SALE $2.99/EA, 5 LBS BAG **IDAHO POTATO BAG**	SALE 3/$5.00, 1 DOZEN **MEDIUM BROWN EGG**

PREMIUM SUPERMARKET

CONTACT	WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134



FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

HELP WANTED

FOR RESTAURANTS JOBS
- Restaurant Managers
- Shift Managers
- Chefs
- Assistant Chefs
- Helpers

FOR SUPERMARKET JOBS
- Supermarket Assistant Managers
- Butchers
- Helpers

Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414

আবশ্যক

রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
- রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার
- শিফট ম্যানেজার
- শেফ
- সহকারী শেফ
- হেল্পার

সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
- সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
- কসাই
- হেল্পার

জীবন বৃত্তান্ত পাঠান
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪

NY FOOD PROTECTION LICENSE HOLDERS ARE ENCOURAGED TO APPLY

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি

- Chicken Curry
- Goat Curry
- Shrimp Curry
- Chili Chicken
- Chicken Roast
- Fish Curry (at your Choice)
- Mixed Vegetables
- Rice Pudding



Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE

PREMIUM SWEETS & RESTAURANT	CONTACT	WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432		347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372		347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462		347-626-8341, 718-239-9500

www.premiumsweetsus.com

HALAL

রমজান মোবারক

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার

আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1981

কাজ করুন
আপনি
নিজে ট্রেইনি বা
সার্টিফিকেটের
প্রয়োজন নাই

Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-826-0551

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-18 73rd Street Suite 401,
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

JAMAICA OFFICE:
168-04 Hillside Ave. 2nd fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-8103

BRONX OFFICE:
3113 Starling Ave Suite 201 Bronx,
NY 10461
Tel: 718-378-1000

LONG ISLAND OFFICE:
489 Broad Blvd
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

BROOKLYN OFFICE:
2301 Ave, Brooklyn, NY 11210
Tel: 410-447-8625

BUFFALO ADDRESS:
39 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-8000
cell: 716-435-8711, 716-200-8529
E-mail: bhc.buffalo@gmail.com

Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বারী সুপার মার্কেট

WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

বারী পার্টি হল

পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে

Ramadan Kareem

Party hall is available
for any occasion

বারী রেস্টুরেন্ট

We Care For Your TASTE

IFTER AVAILABLE

We do catering for any occasion

BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer



টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

JAMUNA BANK
PUBALI BANK LIMITED
উপায়
DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

FREE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি



সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA



ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season



Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...

Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

ফিলাডেলফিয়ায় 'মানবতার জন্য কুরআনের নির্দেশিকা' শীর্ষক সম্মেলন ১৮ আগস্ট

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ায় আগামী ১৮ আগস্ট শুক্রবার শুরু হচ্ছে প্রবাসে মুসলমানদের সবচেয়ে বৃহৎ মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) সম্মেলন। তিন দিনের এ সম্মেলন চলবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। 'মানবতার জন্য কুরআনের

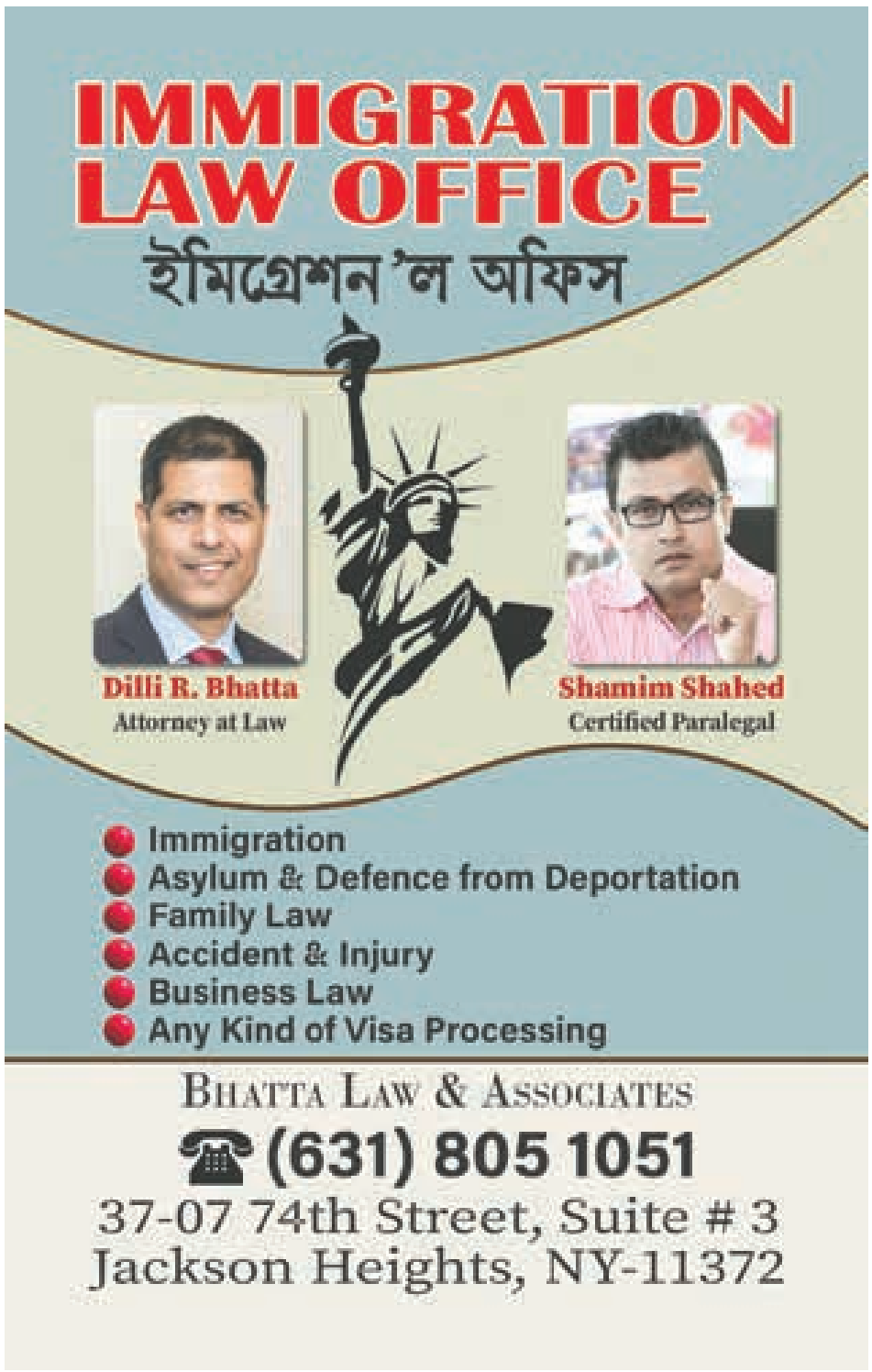


নির্দেশিকা' এ শ্লোগানে এবারে প্রায় ২০ হাজার ধর্মপ্রান মুসলমান অংশ নেবেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

সম্মেলনে ইসলামি চর্চা ছাড়াও থাকবে সেমিনার, ছোটদের অনুষ্ঠান, মহিলাদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের খেলাধুলা, কালচারাল প্রেগ্রাম ও ইয়থ প্রোগ্রোম। ৪টি মহাদেশ থেকে ইসলামিক চিন্তাবিদরা উক্ত সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।









জ্যাকসন হাইটসে 'শেফ'স মহল' রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস



নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রয়াত সাঈদ রহমান মান্নানের পারিবারিক ব্যবসায়ে যুক্ত হল 'রেস্টুরেন্ট'। নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে যাত্রা শুরু করেছে এ পরিবারের নতুন সংযোজন 'শেফ'স মহল ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড গ্রিল'। মান্নান হালাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এ রেস্টুরেন্ট। ১১ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে রেস্টুরেন্টটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর প্রথম দিনেই এ রেস্টুরেন্টে গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত সাঈদ রহমান মান্নানের স্ত্রী নাজমুন নাহার রহমান, কন্যা মাহি রাহমান, ছেলে নকিব উদ্দিন প্রমুখ।

মানসম্মত খাবার ও খাদ্য রসিকদের কথা মাথায় রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ রেস্টুরেন্টে ইংল্যান্ডের লন্ডনের বিখ্যাত শেফ তানবীরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যিনি সিলেটের অধিবাসী, ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডে যান। বহু বছর ধরে রান্নার কাজ করে খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'ইংল্যান্ডেই আমি প্রথম রান্নার কাজ শিখি। ডিস ওয়াশিং থেকে আমার প্রথম কাজ শেখা। মাস্টার শেফ শাহীন আহমদের কাছ থেকে কাজ শিখেছি। ২০১১ সালে আমি পুরস্কার পেয়েছি। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসি। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি।' তিনি জানান, শেফ'স মহালে অনেক খাবার আছে, যা বাঙালি, আমেরিকান, ব্রিটিশ, পাকিস্তানি, ভারতীয় সবাই খেতে পারবেন। সবার জন্য এ রেস্টুরেন্ট। আমার সাধ্য অনুসারে ভাল



করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ, ভাল কিছু উপহার দেব।' রেস্টুরেন্টের উদ্যোক্তারা জানান, অনাড়ম্বরভাবে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে 'শেফ'স মহল' উদ্বোধন করা হয়েছে। সামনে বড় অনুষ্ঠান করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। এ রেস্টুরেন্টে ভারতীয় খাবারের প্রাধান্য থাকলেও বাঙালি ও পাকিস্তানি সবাই খেতে পারবেন। উদ্বোধনের প্রথম দিনে গ্রাহকরা শেফ'স মহলের খাবারকে সুস্বাদু বলে মন্তব্য করেছেন। শেফ'স মহলে তান্দুরি ডিসেসের মধ্যে রয়েছে চিকেন টিক্কা, মালয় টিক্কা, শেফ কাবাব অফ চয়েসসহ নয় ধরনের খাবার, তান্দুরি ব্রেডসের মধ্যে রয়েছে প্লেইন নান, চিজ নানসহ ছয় ধরনের আইটেম, ভিজিটারিয়েনের মধ্যে মিক্সড ভেজিটেবল কারি, ভেজিটেবল মাসালাসহ নয় ধরনের আইটেম, শ্রিম্প টিক্কা মাসালাসহ তিন ধরনের সিফুড, বাটারফ্লাই শ্রিম্পসহ ছয় আইটেমের অ্যাপিটাইজার্স। মেইন মিট ডিসেসের মধ্যে রয়েছে বাটার চিকেন, চিকেন সাগ, চিকেন কোর্মাসহ দশ ধরনের আইটেম, দম বিরানি অফ চয়েস ও বাসমতি রাইস।

কুইন্সে বিল্ডিং এ আগুন-৯৩ বছর বয়সী বৃদ্ধার মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুইন্সের ওজনপার্ক এলাকায় একটি বিল্ডিং এ আগুন লেগে ৯৩ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ১১ আগস্ট শুক্রবার দুপুর ১:৪০ মিনিটে ৯৮-০১, ১০১ এভিন্যু ওজনপার্কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আগুনের তীব্রতা দোতলা পর্যন্ত উঠে যায়। দুর্ঘটনার শিকার ৯৩ বছর বয়সী মহিলার নাম ক্যাম মেই কো। তাকে অচেতন অবস্থায় দোতলা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং দ্রুত জ্যামাইকা হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হলে, সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

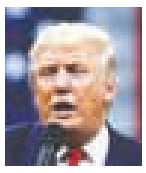
এদিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে উদ্ধারকৃত মেরি রড্রিগেজ শুক্রবার রাতে ঘরে ফিরেছেন। উনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে কিভাবে এই ভয়ানক আগুনের হাত থেকে তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন। রড্রিগেজ বলেন, "দুপুরে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ,হঠাৎ আমার কানে কোন কিছু ফেটে যাওয়ার তীব্র আওয়াজ আসল, পরপর তিনবার! তারপর আমি জেগে উঠি এবং আমি শ্বাসকষ্ট অনুভব করি। দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখি ভয়ংকর ভাবে ধোঁয়া আমার ঘরের ভিতরে ঢুকছে।"

উদ্ধার হওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে রড্রিগেজ তার দোতলা বিল্ডিং এর জানালায় ঝুলে আছেন।

নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা মামলার চূড়ান্ত অভিযোগপত্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



ডোনাল্ড ট্রাম্প

১৪ আগস্ট সোমবার জর্জিয়ার আদালতে করা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত অভিযোগনামা আদালতে জমা দিয়েছে তদন্তকারী দল। তবে অভিযোগনামায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার একটি আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল—তিনি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড রাফেনস্পার্জারকে ফোন করেছিলেন।

জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টির তদন্ত কর্মকর্তারা সোমবার কাউন্টি আদালতের বিচারক রবার্ট ম্যাকবার্নির কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, মোট ১০টি অভিযোগ আনা হয়েছে তবে অভিযোগগুলো কী কী এবং কে বা কারা এতে অভিযুক্ত হয়েছেন তা জানা যায়নি।

ফুলটন কাউন্টির অ্যাটর্নি ফ্যানি উইলিস এই মামলাটি দায়ের করেন। এর আগে অভিযোগপত্রের বিষয়ে আদালতের ক্লার্ক চে আলেক্সান্ডার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, অভিযোগপত্রটি পুরোপুরি প্রক্রিয়াধীন করতে প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় লাগবে। তারপর এই মামলার বিষয়ে করণীয় কী তা আদালত জানাবেন।

উল্লেখ্য২০২১ সালের ২ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড রাফেনস্পার্জারকে ফোন করে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অনুরোধ করেন। ট্রাম্প রাফেনস্পার্জারকে বলেন, তাঁর জয়ের জন্য আরও ভোটের 'ব্যবস্থা' করতে।

বাড়ি ক্রয়ে যে ১০টি স্থান এড়িয়ে চলার পরামর্শ

এইচ বি রিতা



আমেরিকায় একটি বাড়ি ক্রয়ের সুবিধার মধ্যে রয়েছে একটি থাকার জায়গা করা এবং বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া। তবে অধিকাংশ মার্কিন বাড়ির মালিকদের জন্য বাড়ির মূল্যগুলি ধারাবাহিকভাবে বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে। তাড়াহুড়ো না করে যদি আপনি বাড়ি কিনতে গিয়ে মার্কেটে বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি দেখে নেন, তবে লাভবান হতে পারেন।

ক্রেডিট কারমা রিপোর্ট অনুসারে ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স এজেন্সির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৯১ এবং ২০২২ সালের মধ্যে গড় বার্ষিক বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০০০ সাল থেকে, গড় হার ছিল বছরে ৪.৭ শতাংশ। এবং ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গড় হার ছিল ৭.৭ শতাংশ। তবে এপ্রিল ২০২২-এ শেষ হওয়া একক ১২-মাসের সময়কালে, গড় বাড়ির মূল্য জাতীয়ভাবে ১৮.৮ শতাংশ বেড়েছে। বেশিরভাগ মার্কিন বাজারে বাড়ির দাম এবং মান ২০২৩ সালে উচ্চতর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

মূলত বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি নির্ভর করে, যেখানে অবস্থানটি শীর্ষে রয়েছে। যেমন ফ্লোরিডায় গড় বাড়ির মান গত বছরের একটি একক ত্রৈমাসিকে প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে, ক্রেডিট কর্মা রিপোর্ট অনুযায়ী। অন্যদিকে উত্তর ডাকোটাতে একই সময়ের মধ্যেপ্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে।

SmartAsset দ্বারা সাম্প্রতিক একটি হোম এনালাইসিস যা ১৯৯৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪০০টি মেট্রোপলিটন এলাকার জন্যবাড়ির মূল্যের ডেটা তুলনা করে দেখায় যে, টেক্সাস বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার দিক থেকে দেশের বাকি অংশকে ছাড়িয়ে গেছে। মিশিগান ধারাবাহিকভাবে নীচের দিকে রয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত, অস্টিন-রাউন্ডরক-জর্জটাউনসহ টেক্সাস মেট্রো এলাকায় গড় বাড়ির দাম ৩৫৪ শতাংশ বেড়েছে। বিপরীতে একই সময়ের মধ্যে ফ্লিন্ট, মিশিগানে দাম প্রায় ৭২ শতাংশ বেড়েছে।

অনেক সময় তাড়াহুড়োর কারণে আপনি কোথায় বাড়ি কিনবেন সে সম্পর্কে আপনার খুব বেশি পছন্দ থাকে না।

তবে সময় নিয়ে পার্থক্য ও বিবেচনা করে বাড়ি কিনলে আপনি উপকৃত হতে পারেন। আপনি যদি এখন একটি বাড়ি কেনার জন্য মার্কেটে খোঁজ করেন, তাহলে আপনার বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি দেখতে চাইলে নিম্নলিখিত ১০টি স্থান এড়িয়ে চলা উচিত৷ র‍্যাঙ্কিংগুলি SmartAsset-এর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং বাড়ির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ির ক্ষতির মূল্যের ঐতিহাসিক হার বিবেচনা করে, যা কেনার পর এক দশকের মধ্যে ৫ শতাংশ বা তার বেশি মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাকে নজরে রাখা হয়েছে।

১ ফ্লিন্ট, মিশিগান: বাড়ি-ক্ষতির মূল্যের ৪৫ শতাংশ ঐতিহাসিক হার। ২ মনরো, মিশিগান: ৪৪ শতাংশ। ৩ ডেট্রয়েট-ডিয়ারবর্ন-লিভোনিয়া, মিশিগান: ৪৪ শতাংশ। ৪ সাগিনাও, মিশিগান: ৪০ শতাংশ। ৫ ইস্ট স্ট্রডসবার্গ, পেনসিলভানিয়া: ৪৫ শতাংশ। ৬ রকফোর্ড, ইলিনয়স: ৩৯ শতাংশ। ৭ বে সিটি, মিশিগান: ৪০ শতাংশ। ৮ কোকোমো, ইন্ডিয়ানা: ৩৯ শতাংশ। ৯ ওয়ারেন-ট্রয়-ফার্মিংটন হিলস, মিশিগান: ৪২ শতাংশ। ১০ জ্যাকসন, মিশিগান: ৪২ শতাংশ।



যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাসরত আছেন। বাবা (পেশা) ফার্মসিস্ট হলেও বর্তমানে হেলথ ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড হোমকেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত এবং মা পেশায় একজন প্যাথলজিস্ট। আর নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া তাদের সন্তান আরিয়ান ইশতিয়াক মা-বাবার মাথা উঁচু করার পাশাপাশি বাংলাদেশের নামও বহির্বিশ্বে তুলে ধরছে। মাত্র ছয় বছর বয়সে বিএসএ প্রোগ্রামে যুক্ত হন আরিয়ান। মায়ের সাথে সপ্তাহে দুই তিনবার ক্যাম্পেইন করতে যাওয়া, ট্রেইনিং থেকে শুরু করে ২০০ মাইল পর্যন্ত পর্বতে হাইকিং, দিনের পর দিন বন-জঙ্গলে ক্যাম্পেইন করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ১৮ বছর বয়সে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন আরিয়ান। ক্যাপিটাল হিল বা অন্যান্য পর্বতে নতুন ব্যাজ উঠানো হয় যা স্কাউটদের সংগ্রহ করে আনতে হয় এবং কাজের কৃতিত্বস্বরূপ সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নাম ও তারিখ ক্ষুধিত পতাকা। আরিয়ান প্রতিবার পর্বতারোহনের পর সিনেটর, কংগ্রেসম্যান থেকে স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেটসহ পেয়েছেন নারী সিনেটর থেকে দু'বার মর্যাদাপূর্ণ পতাকাও। সেই তালিকায় রয়েছে নিউইয়র্কের সিনেটর চক শুমার ও ক্রিশ্চেন গিলিব্র্যান্ড, গভর্নর কেথি হকুল, কংগ্রেসম্যান জর্জ সান্টোস, নাসার হেড





অফ এক্সেকিউটিভ বিল নেলসনসহ প্রমুখ রাজনীতিবীদ যারা তাকে বিভিন্ন সম্মাননায় সম্মানিত করে। এ বিষয়ে আরিয়ানের বাবা মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক প্রথম আলোকে জানান, "মাত্র ৬ বছর বয়সে যোগ দিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন থেকে শুরু করে ২০০ মাইল পর্যন্ত হাইকিং করেছে যেখানে সাধারণ মানুষ এক থেকে দুই মাইল হাইকিং করতে হাঁপিয়ে যায়। তার অদম্য প্রচেষ্টায় অর্জিত এই সাফল্যে আমি খুবই গর্বিত।"

নিউইয়র্কবাসীর জন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই শহরে বাস করতে গিয়ে আমাদের সকলেরই কিছু প্রয়োজন রয়েছে, যেমন- চাকরি, আমাদের বাচ্চাদের জন্য ভাল স্কুল, জননিরাপত্তা এবং আমেরিকান স্বপ্নে বেঁচে থাকার সুযোগ। আর সেই স্বপ্নের কেন্দ্রীয় অংশ হল একটি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি। এই বিষয়টি নিয়েই এ সপ্তাহের কমিউনিটি অপ-এড এ গুরুত্ব দিয়েছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

১৪ আগস্ট সোমবার অপ-এড এ তিনি জানান, পরিবার এবং শিশুদের নিয়া থাকা পরিবারগুলোর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের প্রয়োজন আছে। পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কবাসী এবং আশ্রয়কেন্দ্র ও তাঁবুতে বসবাসকারীদের সাথে তিনি কথা বলে জেনেছেন, অনেক পরিবারই বসবাসের জন্য ভাড়া বহন করতে সংগ্রাম করছেন। অ্যাডামস্ বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটিতে $১,৫০০এর নিচে তালিকাভুক্ত অ্যাপার্টমেন্টের ১ শতাংশেরও কম নতুন ভাড়াটেদের জন্য উপলব্ধ। এটি ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

তিনি বলেন, 'যখন নিউইয়র্কবাসী একটি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি পায়, তাদের স্বপ্ন তৈরি করার জন্য একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ জায়গা পায়, তখন আমি তাদের হাসি এবং স্বস্তি লক্ষ্য করি। এই কারণেই আমাদের প্রশাসন আগামী দশকে নিউ ইয়র্কবাসীদেরজন্য পাঁচ লক্ষ নতুন বাড়ির একটি "মুনশট" লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। আর সেই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, আমরা সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থানের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করছি, বর্তমানে আমাদের কাছে থাকা হাউজিং স্টক সংরক্ষণ করছি, অব্যবহৃত অফিস স্থানকে বাড়িতে রূপান্তরিত করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বের করে এবং দ্রুত স্থায়ী বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনিক বাধাগুলি অপসারণ করছি।

তিনি যুক্ত করেন, গত এক বছরে, আমরা প্রায় ২৭ হাজার সাশ্রয়ী মূল্যের নতুন বাড়ি তৈরি করেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। এছাড়াও, আমরা ৯০-দিনের নিয়ম তুলে নিয়েছি যাতে, ৯০দিন অপেক্ষা করার পরিবর্তে, যারা আশ্রয়ে আছে তারা অবিলম্বে আবাসন ভাউচার পেতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থায়ী বাড়িতে চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই বছর, আমরা ভাউচার প্রোগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লোককে আশ্রয় থেকে স্থায়ী আবাসনে স্থানান্তরিত করেছি।

নিউ ইয়র্কের ১৭ জনের মধ্যে একজন পাবলিক হাউজিংয়ে থাকে থাকে বলে জানান মেয়র অ্যাডামস্। তাদেরকে NYCHA ট্রাস্টের মাধ্যমে আরও সুবিধা ও ক্ষমতা দিয়ে নিজস্ব ভবিষ্যত গড়তে এবং বহু-প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য বিলিয়ন ডলার উন্মুক্ত করা হবে বলে জানান মেয়র অ্যাডামস্।

নতুন আবাসন নির্মাণের জন্য একটি ট্যাক্স ইনসেনটিভ (421-A) পাস করার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেট আইনসভা থেকে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করেন মেয়র এরিক অ্যাডামস্। তিনি বলেন, গত বছর, 421-A-এর উপর নির্ভরশীল প্রকল্পগুলিসম্প্রতি সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের অর্ধেক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও, আমরা চাই যে কাউন্সিল নিউ ইয়র্কবাসীদেরজন্য অকার্যকর কর্মক্ষেত্রগুলিকে সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়িতে পরিবর্তন করতে আমাদের সহায়তা করুক। রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাদের সহায়তা ছাড়া, আমরা গত বছর যে অগ্রগতি করেছি তা ধীর হয়ে যাবে। মিডটাউন ম্যানহাটনের মতো জনাকীর্ণ এলাকায় আমাদেরকে বাসস্থান তৈরি করা থেকে বিরত রাখার জন্য অপ্রচলিত রাষ্ট্রীয় নির্দেশিকাগুলিকে বাদ দেওয়ার বিষয়েও কাজ করছি আমরা। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যেন স্টেট আইনপ্রণেতারা প্রয়োজনীয় আইনের সাথে আমাদের সমর্থন করার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করে।

পূণ্যভুমি সিলেটের বন্যা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেখানে উপস্থিত সিলেট বিভাগের তৃণমূল মানুষের উদ্দেশ্যে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, আমরা সবাই এক দেশের এক পরিবারের মানুষ। আমাদের এখানে শুয়ে আছেন, হযরত শাহজালাল (র.)সহ তার সঙ্গীয় ৩৬০জন ধর্ম প্রচারক। তারা আমাদেরকে যে নৈতিকতা শিখিয়েছেন, এই নৈতিকতার প্রথমটাই হচ্ছে ভালোবাসা। তাদের সেই শিক্ষাই আজ এই ভূমির সাধারণ মানুষ অনুসরণ করেছে। এই জন্য আপনারা সেরা মানুষ। কেবল ডিগ্রি থাকলেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে যায় না। অনেক বড় বড় ডিগ্রি অর্জন ও অনেক ক্ষমতা পাবার পরও গ্রামের মানুষের মতো এই চেতনা অর্জন করতে পারেনা। আপনাদেরকে ভালোবাসা ও আত্ম মর্যাদাবোধে কেউ উদ্বুদ্ধ করেনি, আপনারা জন্ম থেকেই এই শক্তি লাভ করেছেন, সেটিই অনুশীলন করে চলেছেন।

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম আলীগঞ্জ বাজারে ওই সংবর্ধনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলা তথা দুর্গম হাওরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে তৃণমূল জনগোষ্ঠি উপস্থিত হন। ছাতকের সাধারণ জনগণের প্রাণের মানুষ জননেতা কবীর মিয়ার সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, এলাকার তরুণ সমাজের প্রতিনিধি আবু বকর, রফিক মিয়া, এলাকার প্রবীনতম ব্যক্তিত্ব হাজী মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

আবু জাফর মাহমুদ সিলেটের দক্ষিণ ছাতকের সমাবেশ স্থলকে প্রানপ্রিয় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য একটি জনপদ উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ এখানে আমাকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন, এটা আমার কোনো পরিকল্পনার অংশ নয়। গত বন্যায় আপনাদের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা যে আত্মীয়তা গড়ে দিয়েছেন, আমি খুব চেয়েছি আমার এই আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি, ভালোবাসার দায়িত্বের ওপরে কোনো দায়িত্ব নেই। আপনাদের সঙ্গে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে এই সম্পর্কটা হচ্ছে ভালোবাসার।

আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি। একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। নিজের কণ্ঠে বলছি, পূণ্যভূমি সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ১ নং সেক্টরের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী সাহেবের কমা-, পরিকল্পনায় ও নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধের আমি একজন সৈনিক। আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ যেমন কোনোদিন শেষ হয় না, একজন মুক্তিযোদ্ধারও কোনো অবসর নেই। যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণই যুদ্ধ চলবে। এই যুদ্ধ হচ্ছে প্রেমের যুদ্ধ, সম্পর্কের যুদ্ধ। যদি আমার মধ্যে ভালোবাসা থাকে আপনাদের সঙ্গে, আমার প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হবেই।

ড. মাহমুদ ২০২২ সালের বন্যায় ছাতকের জনগোষ্ঠির দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, বন্যা শুরু হওয়ার দু'দিন আগে আমি কবীর ভাইয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যা কিছু সম্বল ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বন্যা শুরুর অনেক আগেই বুঝেছিলাম, হাওরের মানুষের অনেক কষ্ট হবে। আমার কাছে সংবাদ ছিল, এই সিলেটে উপরের অঞ্চল থেকে পানি পাঠানো হবে, দরজাটা খুলে দেয়া হবে। যারা জেনেছিলেন তাদের অনেকেই হয়তো জেনেও চুপ করে ছিলেন। আমি জেনেই আমার সাধ্যমত ব্যবস্থা নিয়েছি, এখানেই পার্থক্য। আমার সঙ্গে আপনাদের এই যে প্রেম ও সম্পর্ক আর অন্যদের সম্পর্কের পার্থক্যটাও এখানে। এই পার্থক্য দেখানোর স্পর্ধা আমার আছে তাই আমি এসেছি। আমাদের মধ্যে যে প্রেম সেটি হচ্ছে রিজিক। রিজিক শুধু টাকা পয়সা নয়। শ্রেষ্ঠ রিজিক হচ্ছে, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা। এটিই আমি আমার জীবন থেকে শিখেছি। এটির চর্চা করেই আমি আনন্দ পাই, সুখ পাই, সমৃদ্ধ হই। তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা যখন বাড়তি কিছু দেন তখন মনে করি, বাড়তি দায়িত্বটা, আমাকে যতটুকু উপহার দেয়া হলো তার চেয়ে অনেক বেশি।

ড. মাহমুদ ছাতক বাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নই। আপনাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি যারা ধ্বংস করছে, তারা আমাদের নিঃশ্বাস নেবার শক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে। অক্সিজেন পাওয়ার উৎস্যগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। একজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করলে সে ঘাতক হয়, তাহলে যারা শত শত মানুষকে হত্যা করে পরিবেশ ধ্বংস করে তারা কী? তার এই প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত দর্শকরাই সমস্বরে বলেন 'গণ হত্যাকারী'। 'তারা গণহত্যাকারী'। ড. মাহমুদ বলেন, সেই গণহত্যাকারী মানুষ সংখ্যায় বেশি নয়। মাত্র কয়েকজন। আপনারা এমন পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে তুলুন, যাতে কেউ কোনো গাছ না কটে। হাওরের ভেতর দিয়ে রাস্তা না করে। শহরের ভেতরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ধ্বংস না করে। আপনারা এ ব্যপারে আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনকে সব সময় পাশে পাবেন।

বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোন দলীয়করণ থাকবে না। বঙ্গবন্ধু জাতির মধ্যে এমনভাবে চর্চিত হবেন যেন বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দ।

জাতির জনক বংবন্ধুকে নিয়ে আবেগজড়িত কথাগুলো বলেছেন সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক মাহফুজুর রহমান।

গত ১০ অগাষ্ট বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মাহফুজুর রহমান নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'বর্ণমালা নিউজ ডট কম' ও 'বাংলা নিউইয়র্ক ডট কম' এর সম্পাদক এবং সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। মাহফুজুর রহমান একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সম্পাদক। যিনি ১৯৯৬ সাল থেকে নিউইয়র্ক-বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সেবা করে আসছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর চল্লিশ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মাহফুজুর রহমান নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকতা পেশা ছাড়াও মাহফুজুর রহমান একজন নিবেদিতপ্রাণ মানবতাবাদী, যিনি কঠিন সময়ে মানুষ এবং ব্যবসায়িদের সাহায্য করেছেন। তিনি অটিজম সোসাইটি হ্যাবিটেশন অ্যাসোসিয়েশন (আশা) এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস (BACDYS) সহ বেশ কয়েকটি অলাভজনক সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন।

জাতির জনক বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মুক্তির ইতিহাস-স্বাধীনতার ইতিহাস। আর সেই মহান নেতাকে দুই কন্যা বাদে, পরিবারের অন্যান্যদের সহ বিদায় নিতে হলো মর্মান্তিকভাবে। ১৫ আগস্টের ভয়াবহতা ও সময়কাল নিয়ে মাহফুজুর রহমান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, '১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির জন্যে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। জাতি তাদের মহান নেতাকে ওইদিন হারিয়েছিল। মূলত কোল্ড ওয়ারের মধ্যবর্তী সময়ে জনযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন হয়েছিল। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কিছু পশ্চিমা শক্তির অনিচ্ছা বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং সেই জন্মে ভারতের সহযোগীতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের এই বিজয়কে, জাতির জাগরণকে অনেক দেশই মেনে নেয়নি। পাকিস্তানসহ কিছু শক্তি বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা এবং অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে কাজ করে। সেই কারনেই তারা একটি দেশীয় কুচক্রী মহলকে ব্যাবহার করে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন বা পঙ্গু করার প্ল্যান নিয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই বলে বাঙ্গালি জাতিকে দমিয়ে রাখা যায়নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আজ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।'

প্রতি বছর আগস্ট মাস জুড়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো শোকের নানা কর্মসূচি পালন করলেও পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর জাতীর জনকের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে একাত্তরের চেতনায়। নতুন প্রজন্ম আবার জানতে পারছে মহান নেতাকে। এ প্রসঙ্গে মাহফুজুর রহমান জানান, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর হত্যাকারীরা নিশ্চিত হতে পারেনি। তাদের কাছে জীবিত বঙ্গবন্ধুর চাইতে মৃত বঙ্গবন্ধু আরো শক্তিশালী এবং ভয়ের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার এক জঘন্য প্রয়াস তারা চালিয়েছিল, সরকারী ভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম নিষিদ্ধ ছিল। পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক এবং ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা চলেছিল। এতে করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালি জাতির শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা শতগুনে বেড়ে যায়। সেই নাম বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বে পরিচিতি পায়, বিশ্বের মানুষ জানে "বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী লুকায়িত শক্তিটি পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে তথাকথিত উদার গণতন্ত্রের কথা বলেছিল। আসলে তাদের বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন মূল উদ্দেশ্য ছিল না। ছিল কেবল যুদ্ধপরাধী এবং পরাজিত শক্তিকে বাংলাদেশে আইনগতভাবে রাজনীতির সুযোগ করে দেয়া। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে, বিরুদ্ধাচারন করেছে সেই সব ব্যাক্তিরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌম, ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত, মা-বোনের ইজ্জতের সাথে তৎকালীন প্রশাসন বেঈমানি করেছে। এই অবমাননাকর বিষয়গুলো ইতিহাসে উঠে আসা উচিত। ইতিহাস বড় নির্মম, এই পরাজিত শক্তি পরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, স্বাধীনতার সূর্য আবারো ফিরে এসেছে।'

"স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতার পর শাসক বঙ্গবন্ধু"- এই সময়ের পার্থক্য জানতে চাইলে মাহফুজুর রহমান বলেন, 'রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা ভুমিকা রাখেন তাদেরকে খুব ভালো শাসক হিসাবে দেখি না আমরা। তবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের একজন সফল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনায়ক। যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং দরিদ্র দেশকে উনি সাড়ে তিন বছরের বেশী শাসন করেন নাই। আমার মতে বিশ্ব রাজনীতির একটি অস্থির সময়ের শিকার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।'

স্বাধীনতা অর্জনে আন্দোলন তৈরির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সাথে আর কাকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন এই প্রশ্নে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটা জাতির আকাঙ্ক্ষা, এর প্রথম অণুঘটক ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, জীবন দিয়েছে তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম সৈনিক। পরবর্তীতে স্বাধীনতা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত আকার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক মঞ্চ তৈরিতে মূল নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।' এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগষ্ট ২০২৩ হতে
ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্টীট এবং ১০৬ রোড-এ ৩ বেড ১ বাথ এর একটি বাসা ভাড়া হবে সেপ্টেম্বর থেকে। মসজিদ, বাস স্টপ, ট্রেন স্টপ, গ্রোসারী সন্নিকটে। যোগাযোগ করুন 917-459-6454

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train, bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। PS, স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 347-740-2701, 718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স সে ভিলেজের ২১৫ প্লেস এবং ৯২ রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং, ডাইনিং রুমের বেসমেন্ট আগামী আগষ্ট মাস হতে ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 646-897-5496

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

স্টুডিও ভাড়া

আগষ্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেন কিউ-৭৭, কিউ-৮৫ বাস এবং এলআইআরআর স্টেশনের নিকটে তিন বেড, লিভিং ডাইনিংসহ বড় বাসা আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। স্টপ এন্ড শপ এবং স্কুল খুব নিকটে। যোগাযোগ: 646-532-1916.

বাসা ভাড়া

172 Verbena Ave, floral park, NY-11001 | প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় (এটিক) ১ বেডরুম, লিভিং, ফুল বাথরুম ও কিচেন ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। (included). বাসার কাছে LIRR Floral park স্টেশন, বাস Q36 and N24 এবং N1. Preferred single per- son /2 people. যোগাযোগ: Mahabub, 631-520-8917; Zinnia 646-945-0209.

বাসা ভাড়া

৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ডহিল, ১ম তলায় ৩ বেড রুম বাসা ভাড়া হবে। A & J Train, Q-24, Q- 37 Bus 1 block. যোগাযোগ: 646-457-5505.

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৫৭ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ে এর ক্রস স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজের এক তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট অতি সত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৭৫০ ডলার। Only cou ple or Two bachelors. Tel: 212-470-3118

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বেসমেন্ট ভাড়া

Queens village, 208st and 111 Ave, Q2 and Q77, Q83 bus এর নিকটে একটি renovated basement ভাড়া দেয়া হবে। Phone number: 347-666-7565, 929-350-2919.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস/ পার্কচেস্টার পেলহাম ১ বেড ওয়াকিং ছোট সেপারেট (এপার্টমেন্ট) এবং এটিক খুব সুন্দর ৬ ট্রেন বাস ও সবকিছু নিকটে। ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী মহিলা/ ছাত্র-ছাত্রী ব্যাচেলারদের জন্য। একটি বাড়ি বিক্রি হবে কোয়ালিফাইডরা যোগাযোগ করুন: 917-214-7829, 917-995-7846.

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইড ৬১ স্ট্রীট ৭ ট্রেনের সংলগ্ন স্ট্রীটে সেমিবেসমেন্টে একটি বড় রুম একজন ব্যাচেলারের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। অবশ্যই মুসলিম পরিবারের এবং অধূমপায়ী হতে হবে। আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 646-920-6448, 646-920- 4792.

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ: 347-740-2701,718-874-3675

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট স্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ: 646-464-4245.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিষ্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

Apartment for sale

Apartment for sale in Mirpur: 3-rooms, 2-bath rooms, 2-balcony. Price: $35,000 or best offer. 646-598-6675.

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

Help Wanted

Office Assistant (woman) Law office, Immigratiom & Multiser-vices. Hillside ave, Jamaica, NY.Fluent in English, bengali, Hindi & other language. Please send resume to solaimanm208@gmail.com. Students Born & groomed in US.

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

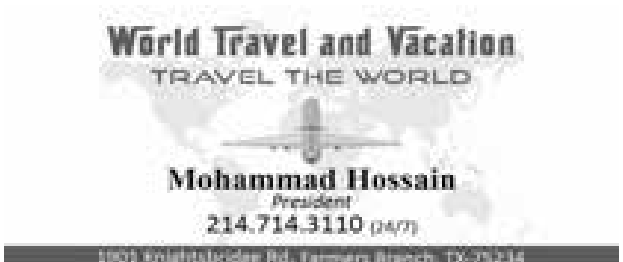
আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**



ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগষ্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন: 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: za-manmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (88) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
MAULANA NAZRUL ISLAM
Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED

কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিজ্ঞিয়কর্মী মেডিকেল কেয়ার হিসিপেশন/হোম কেয়ার সেবাদের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি ঘন্টায় অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

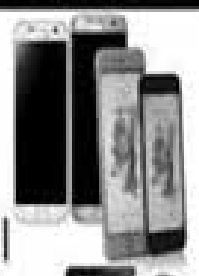


Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার



Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।



সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | SIMPLE | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS



বাংলাদেশি চিকিৎসককে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব নারী ক্ষমতায়ন পুরস্কার

'বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন

আজিজুল আম্বিয়া

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডনে আয়োজিত "In Struggle and in Liberation, Bangamata is the Inspiration" শীর্ষক বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম প্রখ্যাত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চিকিৎসক, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হালিমা বেগম আলমকে ব্রিটেনে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য 'Bangladesh High Commission, London Begum Fazilatun Nesa Mujib Women Empowerment Award 2023' প্রদান করেন।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের সভাপতিত্বে স্মারক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবীর বিন আনোয়ার।

মহিলা ও শিশু-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য সহধর্মিণী, সহকর্মী, সহযোদ্ধা এবং জীবনের চালিকা শক্তি। তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন ও প্রেরণা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

মুনার ৩দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ কনভেনশন শুরু হচ্ছে শুক্রবার

রশীদ আহমদ

করোনাকালীন বিরূপ পরিস্থিতির কারণে গত ৩ বছর আমেরিকান-বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর এবার নতুন রূপে এবং আরও বৃহৎ পরিসরে 'মুনা কনভেনশন-২৩'-এর আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী কনভেনশনের প্রাথমিক সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যের পেনসিলভানিয়া কনভেনশন সেন্টারে আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ আগস্ট (শুক্র, শনি ও রবিবার) অনুষ্ঠিত হবে এবারের মুনা কনভেনশন-২৩।

'আল-কুরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি' এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে এবারের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মুসলিম জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশি-আমেরিকান পরিবারের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

উল্লেখ্য, মুনা হচ্ছে আমেরিকার একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মুনা। ১৯৯০ সালে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে করপোরেশনভুক্ত হওয়া সংগঠনটি বর্তমানে ৪০টিরও বেশি অঙ্গরাজ্যে নিয়মিত কার্যক্রম চালাচ্ছে। একটি দাওয়াতি সংগঠন হিসেবে মুনা মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম পালনের পাশাপাশি অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরার আহ্বান জানায়।

অলাভজনক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় এ সংগঠন কোনো দেশের কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়।



লীলাবতী সংগীত নিকেতনের "কবি প্রণাম" অনুষ্ঠান

আটলান্টা

সুব্রত চৌধুরী

৩০ জুলাই রবোবার বিকেলে জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টার শ্যামলী কমিউনিটি ভবনের মিলনায়তনে লীলাবতী সংগীত নিকেতনের উদ্যোগে 'কবি প্রণাম' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

লীলাবতী সংগীত নিকেতন প্রতিবছর কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর এই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় লীলাবতী সংগীত নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীসহ স্বনামধন্য গুণী শিল্পী, সংস্কৃতি কর্মী, লেখক, সাংবাদিক ও আবৃত্তিকাররা রবীন্দ্রনাথের গান, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন এবং আলোচনায় অংশ নেন। লীলাবতী সংগীত নিকেতনের কর্ণধার চন্দ্রশেখর দত্তের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে কবির সৃষ্টি থেকে তুলে নেওয়া হয় পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির গান।আর তাতে কণ্ঠের মাধুর্যে শ্রোতাদের বিমোহিত করেন সংগীত শিল্পী অনন্যা দাস, অশোক সরকার, আকাশলীনা সায়েদ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, তাহমিদ রহমান, দেবারতি দত্ত, নীল মজুমদার, প্রবীর ভট্টাচার্য্য, ফারাহ মোয়াজ্জেম চৌধুরী, বিশ্বরূপ বোস, রিশিমা সাহা মিঠাই, শুভ্র দাস গুপ্ত, শ্রীপর্ণা দাস, শ্রীয়ানা দাস গুপ্ত, সাজিয়া রহমান, সুভদ্র গুপ্ত, সোমা দাস গুপ্ত, স্বরূপ নন্দী।

সংগীত শিল্পীদের গান পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যের ঝংকার তোলেন কঙ্কনা দাস, তন্দ্রিমা দেবনাথ, বিপাশা সেন, রিয়া ঘোষ, সংযুক্তা রায়, সর্বানী সমাদ্দার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ও আবৃত্তিতে ছিলেন জয়শ্রী চৌধুরী, অমর্ত্য সমাদ্দার, সংগীতা নন্দী। শিলপীদেরকে যন্ত্র সংগীতে সহযোগিতা করেন সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যাসদেব সাহা রানা, নাবীল রহমান, অরিন্দম চৌধুরী, এম এইচ আকমল, অমিতাভ সেন।

অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন সংযুক্তা রায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন চন্দ্রশেখর দত্ত। ওইদিন রবীন্দ্রপ্রেমীদের ভিড়ে মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। শ্রোতারা সবাই নিমগ্ন হয়ে রবীন্দ্র গানে, নাচে ও কবিতায় অবগাহন করেছে। তাঁরা অসাধারণ একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য আয়োজকদের টুপি খোলা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে ফেডারেল সরকার আরও অনেক কিছু করতে পারে

মেয়র এরিক অ্যাডামস

এইচ বি রিতা

অভিবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা নিউ ইয়র্ক সিটির ধারণসীমা অতিক্রম করেছে। তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য শহরটির ১২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে জানান মেয়র এরিক অ্যাডামস। অ্যাডামস্ মনে করেন, তাদের আশ্রয় দিতে এবং সিটিতে আসা হাজার হাজার অভিবাসীকে সহায়তা করতে হবে। এ নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট এবং ফেডারেল আইন প্রণেতা এবং সংস্থাগুলিকে আরও সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অনেক অভিবাসীই নিজের ইচ্ছায় নিউইয়র্কের দিকে ছুটে আসছে। কারণ নিউ ইয়র্ক সিটিতে নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। যার অর্থ নিউইয়র্কের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, আশ্রয়প্রার্থীদের অনুরোধে তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। বাসস্থান জরুরি হয়ে পড়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সংকট শহরের আশ্রয় ব্যবস্থাকে প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে। আশ্রয় অনুসন্ধানকারীরা এখন রাস্তায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

মেয়র অ্যাডামস নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং কংগ্রেসকে আশ্রয়প্রার্থীদের যত্ন নিতে আরও তহবিল সরবরাহ করতে এবং ব্যাপক অভিবাসন সংস্কারের সংস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত জুন মাসে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, প্রশাসন আশ্রয়প্রার্থীর মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারবে। কোন অভিবাসীদের দক্ষিণ সীমান্তে আটকে রাখা হবে এবং কোন আশ্রয়প্রার্থীকে আদালতের উপস্থিত হওয়ার নোটিশ সরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে তা সীমান্ত প্রশাসন নির্ধারন করতে পারার কথা।



প্রাণের আমেজে নিউ জারসির হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রা

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীদের তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীরা ৭ আগষ্ট সোমবার সকালে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মার্শাল কাউন্টিতে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় তীর্থস্থান 'নিউ বৃন্দাবন' এ গমন করেন। পুণ্যার্থীদের বৈদিক মন্ত্র ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে তীর্থযাত্রার শুভ সূচনা হয়। যাত্রা পথে পুণ্যার্থীরা মালা জপ, হরিনাম সংকীর্তন সহ বৈদিক মন্ত্র ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন।

যাত্রা পথে তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম', আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে। ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কোরাসে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম' এ অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সবার মনপ্রাণ। তীর্থযাত্রার আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, তিন হাজার একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক রূপের লীলাভূমি, ধর্মীয় পীঠস্থান 'নিউ বৃন্দাবন' এ পুণ্যার্থীরা গিয়েছিলেন "অমৃতের সন্ধান" পেতে । "নিউ বৃন্দাবন"এ পুণ্যার্থীরা মালা জপ, পূজার্চনা, কীর্তন, ভজন, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নিউ বৃন্দাবন পরিভ্রমণ, প্রসাদ গ্রহণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন।

"তীর্থ পরিক্রমা পূণ্য অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। মনে ধর্মভাব জাগলে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ এমনিতেই ঘটে, আর তাতে উপকৃত হয় সমাজ, সংসার। সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তীর্থভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উপলব্ধি থেকেই তীর্থভ্রমণের আয়োজন " – জানান আয়োজকদের অন্যতম আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার।

আয়োজকরা জানান, এই তীর্থযাত্রা প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাঙলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- ডিএমভি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- পাইলস
- এজমা
- বুকের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002


ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের ক্লাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide contructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37- 22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে, দ্বীপটির ইতিহাসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



হাওয়াই অংগরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার মাউই দ্বীপের দাবানল দ্বীপটির ইতিহাসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কারণ দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ভয়াবহ এই দাবানলে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭তে। মাউই কাউন্টি কার্যালয়ের বরাত দিয়ে নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের মাউই দ্বীপের দাবানল। হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার পর দ্বীপটির ইতিহাসে এর চেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনো ঘটেনি। ভয়াবহ এই দাবানলে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭তে, নিশ্চিত করেছে মাউই কাউন্টি। আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা চলছে বলে মাউই কাউন্টি জানিয়েছে।

১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ যোগ দেয়ার পর, ১৯৬০ সালে হাওয়াইয়ের ওপর দিয়ে এক ভয়াবহ সুনামি বয়ে যায়। সুনামিতে সেই সময় ৬০ জন নিহত হয়েছিল। এবারের দাবানলে এখন পর্যন্ত ৬৭ জন নিহত হয়েছে। মৃত্যুর হিসেবে এই দাবানল হাওয়াইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

হাওয়াইয়ের গভর্নর জশ গ্রিন মার্কিন দ্বীপে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে সিএনএনকে জানিয়েছেন, ২ হাজারের বেশি মানুষ বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রাত কাটিয়েছে, ১১ হাজার মানুষ বিদ্যুৎসংযোগহীন অবস্থায় আছে। মাউইয়ের পশ্চিমাংশে কোনো ধরনের বিদ্যুৎসংযোগই নেই।

জশ গ্রিন আরোও জানান, দাবানলের ফলে ১ হাজার ৭০০ ভবন পুরোপুরি জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। এ ছাড়া তিনি বলেছেন, 'বিপর্যয় শুরুর পর থেকেই এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। সিডিসির এই প্রতিবেদন দেখিয়েছে কেন আমেরিকানরা এমনটি মনে করেন।' তিনি বলেছেন, খারাপ সময়ে অন্যের কাছে সহায়তা চাওয়ার বিষয়টিকে এখনো অনেকে দুর্বলতা হিসেবে মনে করেন।

২০২২ সালে আত্মহত্যার হার ছিল প্রতি এক লাখে ১৪ দশমিক ৯ মৃত্যু। এর আগে আত্মহত্যার সর্বোচ্চ হার রেকর্ড করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। সে বছর এ সংখ্যা ছিল প্রতি ১ লাখে ১৪ দশমিক ২ মৃত্যু। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২২ সালে যা প্রায় ৫ শতাংশ বেশি।

সিডিসি বলেছে, ২০২১ সালে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ১৮৩ জন। অপরদিকে ২০২২ সালে আত্মহত্যা করেছিলেন ৪৯ হাজার ৪৪৯ জন

ভুতুড়ে বন্দুক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্কে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ভুতুড়ে বন্দুকের সংখ্যা। ভুতুড়ে বন্দুক বা 'গোষ্ট গান' নাম দেয়ার কারণ, এগুলো কোথা থেকে এসেছে, ট্রেস্ করা যায় না। অনলাইনে ভিন্ন জায়গা থেকে নানা যন্ত্রাংশ কিনে ঘরে বসে এসেম্বল করে বন্দুক তৈরি করে ফেলে অপরাধীরা।

যেসব অপরাধীর উপর আগ্নেয়াস্ত্র কেনায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তারাও এ পদ্ধতিতে সহজেই যথেচ্ছা বন্দুকের মালিক হয়ে পড়ছে। ইতিপূর্বে এই ভুতুড়ে বন্দুক নিয়ন্ত্রণে বাইডেন প্রশাসনের উদ্যোগ বন্দুক লবিষ্ট এবং রক্ষণশীল রিপাবলিকান নেতাদের বিরোধিতার মুখে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

বাইডেন প্রশাসন চায় বন্দুকের মতই কিটস্ ও পার্টসের তৈরি এবং বিক্রির ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। যেসব যন্ত্রাংশ এসেম্বল করে বন্দুক বানানো যায়, সেগুলোকে বন্দুকের মতই গণ্য করতে। এসব না করার কারণে গত বছরগুলোতে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নগরীতে খুনের মত অপরাধ বেড়েছে। যদিও এই আইন পরে আবার বন্দুক লবিষ্টদের লবিং এর কারণে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আপাতত যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিমকোর্টের দুইজন রক্ষণশীল বিচারপতি উদারপন্থী তিনজনের সাথে ভোট দিয়েছেন। ৮ আগষ্ট মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ভোট দেয়ার ফলে আইনটি হয়েছে। ৫-৪ ভোটে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, যন্ত্রাংশ ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের আইনটি শেষ পর্যন্ত পাশ হলো।



কক্সবাজারে বাংলা চ্যানেলের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভালোবাসার চার বছর পূর্ণ করে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল বাংলা চ্যানেল। 'কোটি প্রাণ একসাথে'- এই স্লোগান নিয়ে পেশাদারিত্বের সঙ্গে গেল চার বছর ধরে অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বাংলা ভাষার এই টেলিভিশন চ্যানেলটি। বাংলা চ্যানেল ফেসবুক থেকে ইউটিউব ও অনলাইনসহ সব জয়গায় সক্রিয় রয়েছে।

১১ আগস্ট শুক্রবার কক্সবাজারের সিগাল হোটেলে আয়োজিত হয়ে গেল বাংলা চ্যানেলের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণের বর্ণাঢ্য উৎসব। এদিন চ্যানেলের জেলা ও বিদেশি প্রতিনিধিসহ বাংলা চ্যানেল পরিবারের সকলকে প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ্ জে. চৌধুরীর পক্ষ থেকে স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনজন জেলা প্রতিনিধি ও বাংলা চ্যানেল হাউজের দুজনকে বেস্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বাংলা চ্যানেলের উপদেষ্টা ড. শাহজাহান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, কক্সবাজার জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কাদের চৌধুরী, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম এরশাদ ও বাংলা চ্যানেলের উপদেষ্টা মো. হাসিবুল হক।

বাংলা চ্যানেলের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ্ জে. চৌধুরী বাংলা চ্যানেলের সকল স্টাফ ও জেলা প্রতিনিধিদের জন্যে দুদিন ব্যাপী কক্সবাজার ভ্রমণের আয়োজন করেন। সেখানে হোটেল সিগালে অবস্থান করেন।

এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে শাহ্ জে. চৌধুরী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, বাংলা চ্যানেল এখন আমেরিকার বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সে জনপ্রিয়তা এ দেশের মানচিত্র পেরিয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মানুষদেরকেও ছুঁয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করছে বাংলা চ্যানেল। বাংলা চ্যানেল সবসময়ই মানুষের ভোগান্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলা চ্যানেলের চেয়ারম্যান একেএম ফজলুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফৌজিয়া জে. চৌধুরী ও কো-ফাইন্ডার হোসনেয়ারা চৌধুরী সবাইকে শুভেচ্ছা জানান, তারা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বাংলা চ্যানেলের উপদেষ্টা ড. শাহজাহান মাহমুদ বলেন, বিদেশে বাংলাদেশের যে সমস্ত চ্যানেলগুলো আছে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। অনেক বাংলাদেশী বিদেশে ছড়িয়ে আছে, বিশেষ করে আমেরিকাতে। আমরা বাঙালী, আমরা ভীষণ সংস্কৃতিমনা জাতি। বাঙ্গালীদের এই সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বাংলা চ্যানেলকেই নিতে হবে। তিনি বাংলা চ্যানেলের সাফল্য কামনা করেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠানমালা প্রচারের আহ্বান জানান।

কক্সবাজার জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কাদের চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা চ্যানেল অর্থাৎ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাংলাও বিদেশে আছে সেটা আমাদের কম গর্বের বিষয় নয়।

এক বছরের শিশু সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা একা গাড়িতে !

উত্তর আমেরিকা অফিস

এক বছর বয়সের শিশু সন্তান পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময়ে একাকী গাড়িতে। বেখেয়ালে মা গাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। এ অভিযোগে সিটি পাবলিক স্কুলের একজন লাইব্রেরিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউইয়র্কের ব্রংকসে ১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার।

ঘটনার দিন সকালে ব্রংক্সের পি১৮৬এক্স স্কুলের মিশেল ডড নামের ৫১ বছরের এ নারী একটি বাক্স নিয়ে স্কুলে প্রবেশ করেন। গাড়িতে তাঁর এক বছর বয়সের সন্তান রেখে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা মিশেল সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। স্কুলের অন্য একজন কর্মচারী এ নিয়ে পুলিশ ডাকেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আত্মহত্যায় নতুন রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে যে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৯ হাজারের বেশি আমেরিকান আত্মহত্যা করেছেন। মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে ২০২১ সালের তুলনায় এই হার ২.৬ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালে এই মৃত্যু হারে যুক্তরাষ্ট্রে আত্মহত্যায় মৃত্যুর নতুন রেকর্ড হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ২০২২ সালে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি আত্মহত্যায় অস্ত্র ব্যবহার করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাভিয়ার বেকেরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, '১০ আমেরিকানের মধ্যে ৯ জন বিশ্বাস করেন

২০ আগষ্ট চিটাগাং এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ আগষ্ট রোববার চিটাগাং এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা আহবান করা হয়েছে। ব্রকলিনের চট্রগ্রাম ভবনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। অর্ন্তবর্তী কমিটির গত ৬ মাসের কার্যক্রম রিপোর্ট, অর্ন্তবর্তকালীন কমিটির কার্যকাল বর্ধিতকরন ও বিবিধ বিষয় রাখা হয়েছে আলেচ্যসূচীতে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

আটলান্টিক সিটিতে প্রাণের আমেজে বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক মহাসাগর বিধৌত আটলান্টিক সিটি, যা 'ক্যাসিনো শহর' হিসাবে সমধিক পরিচিত। এই আটলান্টিক সিটি ও তৎসংলগ্ন শহরগুলোতে ব্যাপক সংখ্যক অভিবাসীর বসবাস।

আটলান্টিক সিটিতে 'বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ আগষ্ট রোববার, আয়োজক এশিয়ান আমেরিকান সোসাইটি অব আটলান্টিক সিটি।

ওইদিন আটলান্টিক সিটির শোবোট ক্যাসিনোর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দুপুর থেকে শুরু হয়ে মধ্য রাত পর্যন্ত চলে 'বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব' এর কার্যক্রম।

উৎসবের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল বলিউড সংগীত রজনী, ঘুড়ি ওড়ানো, প্রবাস প্রজন্মের বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়েদের প্রতিভার প্রদর্শনী, সংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠান, সম্মাননা প্রদান, খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীর ষ্টল ইত্যাদি।

'বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব' এ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন নিউ জার্সি রাজ্যের সিনেটর ভিনসেন্ট পলিসতিনা,এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ এরিক শেফলার, আটলানটিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, কাউন্সিলম্যান জেসি কার্টজ, কংগ্রেসম্যান প্রার্থী টিম আলেকজানডার, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাট কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান,রাজ্য সিনেটর প্রার্থী কারেন ফিৎজ প্যাটরিক সহ মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব' এর মূল আকর্ষণ ছিল ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মোহাম্মদ দানিশের মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা। এছাড়া ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত আরেক জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শাইলি কাম্বলে , বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, পাকিস্তানের শিল্পী সোনু ভাট উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন।

'বহুজাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব' এ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, পুয়ের্তোরিকো, ইন্দোনেশিয়া, জ্যামাইকা, ঘানা, হন্ডুরাস এর প্রবাসী শিল্পীরা অংশগ্রহন করেন। এছাড়া পেরু, ডোমিনিকান রিপাবলিকও উৎসবে অংশগ্রহন করে ।



দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজা। ১৬ আগষ্ট বুধবার বিকেলে ডাইভারসিটি প্লাজায় এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

সারা বিশ্বের মানুষ বলছে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে: মঈন খান

ঢাকা অফিস

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয়, বরং সারা বিশ্বের মানুষ কথা বলছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এক দোয়া মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন।

আবদুল মঈন খান বলেন, 'সরকার গণতন্ত্রের লেবাস পরে আছে। তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু কাজে যেটা করে তা হচ্ছে ঠিক উল্টো। তা না হলে কেন এমন একটি মামলায় খালেদা জিয়াকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; যেখানে তারা কাগজে কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। এই কথাগুলো আজকে শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয়, সারা বিশ্বের মানুষ বলছে।' মঈন খান আরও বলেন, 'বিশ্বের মানুষ আজকে শুধু বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতা নয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সুশাসনের অভাব, চরম দুর্নীতি, হাজার কোটি টাকা পাচার-লোপাট সবকিছুই তারা লক্ষ করেছে। সেই কারণেই তারা একটি কথা বলছে। তা হচ্ছে, বাংলাদেশে আগামীতে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'



ফিলডেলফিয়ায় কনভেনশনে অতিথিরা

জ্যাকসন হাইটসে সাঈদীর গায়েবানা জানাজা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ আগষ্ট বুধবার বিকেল সাড়ে ৬ টার দিকে ডাইভারসিটি প্লাজায় এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি নিউইয়র্ক এর উদ্যোগে জানাজায় বেশ কিছু মুসল্লিরা অংশ গ্রহন করেন। এর আগে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন, ব্রংকস, জ্যামাইকা এবং মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, বাফেলোতে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে ।

ফিলডেলফিয়ায় মুসলিম উম্মাহর তিনদিন ব্যাপী কনভেনশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী(মুনা) কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। কনভেনশনটি অনুষ্ঠিত হবে ফিলাডেলফিয়া স্টেটে। ১৬ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যা আটটার দিকে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ কথা জানানো হয়। ১৮ আগষ্ট শুক্রবার থেকে ২০ আগষ্ট রোববার পর্যন্ত এ কনভেনশন চলবে। কনভেনশনের মূল বিষয় হলো সব বয়সের মানুষদের কাছে ইসলাম ধর্মকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা। যাতে করে সত্যের পথ আল্লাহ এবং তার রাসুলের পথকে সহজে অনুস্বরন করতে পারে। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ ও ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জোন সভাপতি আবদুল্লাহ আল আরিফ। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আবু ওবায়দা, ড. রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম।

আমাকে ক্ষমতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০ বছর ধরে সংঘাত ছিল, আমি সরকারে (১৯৯৬) আসার পরে শান্তি ফিরিয়ে আনি। সেখানেও আবার নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়। যেহেতু এটা আমি জানি, আমি বুঝি, যে কারণে কীভাবে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাবে। তাদের কিছু কেনা গোলাম আছে, পদলেহনকারী আছে তাদের বসিয়ে এই জায়গাটাকে নিয়ে খেলবে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'সব থেকে অবাক লাগে, যেসব দেশে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয় দিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যখন আমাদের মানবাধিকারের কথা বলে। তারা নির্বাচনের কথা বলে, স্বচ্ছতার কথা বলে। তারা এখন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে খুব উতলা হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ২০০১ সালের নির্বাচনে এ দেশে নির্বিচারে অত্যাচার চলল। কত মানুষকে খুন করেছে, হাত কেটেছে, চোখ তুলে নিয়েছে ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। তখন নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। সেই নির্বাচনে তো আমাদের হারার কথা নয়। সে নির্বাচনে জোর করে আমাদের হারানো হয়েছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'খালেদা জিয়ার ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছিল তখন তাদের নির্বাচনী চেতনা কোথায় ছিল? জিয়াউর রহমান বা জেনারেল এরশাদের সময় ৪৮ ঘণ্টা ভোটের ফল বন্ধ রেখে ফল ঘোষণা করে সেটা নিয়ে তো এদের কোনো উদ্বেগ দেখিনি। আজকে তাদের কাছ থেকে নির্বাচনের কথা, মানবাধিকারের কথা আমাদের শুনতে হয়। যেখানে আমরা বাবা-মায়ের হত্যার বিচার চাইতে পারতাম না। আমাদের মানবাধিকার কোথায় ছিল? হত্যার বিচার চেয়ে একটা মামলা করার অধিকার আমাদের ছিল না।'

তিনি বলেন, 'হঠাৎ এবারের ইলেকশনের সময় যেন খুব বেশি উতলা হয়ে পড়ল। নির্বাচনের একেবারে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, কোথায় কী? কীভাবে হবে, তাই নিয়ে সব থেকে বেশি...এবং একের পর এক তাদের লোকজন আসা শুরু করল। কেন? কারণটা কী? আর বিএনপি এখন তাদের চোখের মণি, যে বিএনপি এত মানুষ হত্যা করেছে, জাতির পিতার হত্যার সাথে জড়িত। তারা কয় দিন আগেও আগুন দিয়েছে। ২০১৩, ১৪ ও ১৫-তে অগ্নিসন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করল। কিছুদিন আগেও তো পুলিশের গাড়িতে আগুন দিল। পুলিশের ওপর আক্রমণ করল। তো পুলিশ কি বসে বসে মার খাবে?' তিনি বলেছেন, 'আমাদের কিছু আঁতেল আছে। তারা বিদেশীদের সাথেই সুর মেলায়। দুটো পয়সার লোভে তারা নানাভাবে এই কাজগুলো করে বেড়ায়। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।'

স্পষ্টতই সরকার বিরোধী দলের আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রস্তুত। কোন রাখঢাক না করেই সরকার তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। বিরোধী পক্ষগুলো যতোটা নিজেদের আন্দোলনের উপর ভরসা করছে, তারচেয়ে বেশি নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক মহলের উপর। বাইরের চাপে সরকারের পরিবর্তন হবে, এমন চিন্তা করছেন না সরকার সমর্থকরা। চাপ মোকাবেলা করে বিএনপিকে বাদ দিয়েই নির্বাচন করে ফেলতে পারবে বলে তারা মনে করছেন। অপরদিকে বিএনপি চেষ্টা করেও মাঠের আন্দোলন এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছে না, যাতে সরকার পতনের মতো পরিস্থিতির হবে। এ অবস্থায় আসছে নির্বাচন নিয়ে গ্রহণযোগ্যতা থাক বা না থাক এ নিয়ে সরকারের ভাবনা থাকলেও ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ চেষ্টা করা হবে। নতুন করে স্যাংশন বা অর্থনৈতিক অবরোধ পড়লে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন আশঙ্কাও জোরের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

এরা একটা জিনিসই করতে চায়—বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।'

'উদ্দেশ্য—বিভিন্ন দেশে আক্রমণ'

বাংলাদেশসহ এই অঞ্চল ভৌগোলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত মহাসাগর, অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভারত মহাসাগরে কিন্তু আমাদের বে অব বেঙ্গল (বঙ্গোপসাগর)। এর গুরুত্ব অনেক বেশি।' তিনি বলেন, 'আজ আমাদের গণতন্ত্রের নাম নিয়ে, নির্বাচনের নাম নিয়ে, নানা নাম নিয়ে এই দেশে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চায়, যাতে করে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ব্যবহার করা যায়। এটাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করা, দেশগুলোকে ধ্বংস করাই হচ্ছে কারও কারও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু এদের নানা ধরনের টালবাহানা। এটা দেশবাসীকে বুঝতে হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের কিছু আঁতেল আছে। জানি না, তারা এসব চিন্তা করে কি না? তারা এগুলো কখনো উপলব্ধি করে কি না? সেগুলো না করেই তারা এদের সাথেই সুর মেলায়। দুটো পয়সার লোভে তারা নানাভাবে এই কাজগুলো করে বেড়ায়। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের এতটুকু ক্ষতি করে কোনো দিন ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা আমি করি না। তাহলে ২০০১ সালে যখন আমার কাছে গ্যাস বিক্রির প্রস্তাব এসেছিল...খালি মুখেই বলতাম, আমি গ্যাস বিক্রি করব; তাহলে ক্ষমতায় আসার কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু দেশের স্বার্থ বেচে, দেশের মানুষের সম্পদ অন্য কোনো দেশের হাতে তুলে দিয়ে আমাকে ক্ষমতায় যেতে হবে—এ রকম ক্ষমতালোভী আমি না।'

বিএনপি আন্দোলনের নামে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করেছিল মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারপরও দেশের মানুষ বিএনপির পেছনে দাঁড়ায়। কীভাবে যায়, সেটা আমার প্রশ্ন। তারা এ পোড়া মানুষগুলোর চেহারা দেখে না? যারা জীবন্ত মানুষকে পেট্রল দিয়ে পোড়াতে পারে, তারা কি মানুষ! এদের মধ্যে কি মনুষ্যত্ব আছে? জনগণের অর্থসম্পদ দুই হাতে লুট করেছে।'

পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদেরই এক কুলাঙ্গার, সুদখোর, যে শ্রমিকের অর্থ মেরে খায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, শ্রমিকের অর্থ চুরি করে খায়, গরিব মানুষের রক্ত চুষে টাকা নিয়ে বিদেশে পাচার করে, তাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। এটা আমরা দেখি।'

স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কামরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপু মনি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য তারানা হালিম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ ও উপপ্রচার সম্পাদক আবদুল আউয়াল শামীম।

অনড় অবস্থানে বাংলাদেশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনড় অবস্থানেই বিরাজ করছে। চারদিকে গুজবের ডালপালা বিস্তার করছে। কারও কারও মধ্যে কাজ করছে উৎকণ্ঠা। কেউ ভোগছেন হতাশায়। নাগরিকদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে উদ্বেগ চরমে উঠেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ হয়, সে জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিনিধিরা। ভিসা নীতি ঘোষণার পর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের আশঙ্কার কথাও বলছে কূটনৈতিক সূত্রগুলো। পরিস্থিতি এড়াতে রাষ্ট্রদূতসহ কূটনীতিকেরা সব পক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত রোববার ঢাকায় সরকার, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সফররত দুই মার্কিন কংগ্রেসম্যান এবং ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত। এসব বৈঠকে তাঁরা পরিস্থিতি জানার ও বুঝার চেষ্টা করেছেন। আকারে ইঙ্গিতে সব পক্ষকেই বার্তাও দিয়ে দিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিরোধীদের প্রধান যে দাবি, তা নিয়ে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের কোন আলোচনায়ই সরকার পক্ষ যাচ্ছে না। অপরদিকে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচনে যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলো।

দুই কংগ্রেসম্যান—ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট দলের এড কেস ও রিপাবলিকান রিচার্ড ম্যাককরমিক—সফরের প্রথম দিন গতকাল পরপর চারটি বৈঠকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁরা স্থানীয় বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতার পথ খুঁজছেন। বিষয়টি তাঁরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে আলোচনায় তুলেছেন।

বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতার পথ আছে কি না জানতে চেয়েছেন কংগ্রেসম্যানরা। তিনি তাঁদের বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে টেড কেনেডির মতো একজন আছেন, যিনি ঐকমত্যের জন্য মধ্যস্থতা করেছেন। এখানে ঐকমত্যের কোনো দাবি নেই। এখানকার বিরোধী দলের কাছে নির্বাচন নয়, সরকারের পতন গুরুত্বপূর্ণ, যা আলোচনার বিষয় নয়। বিরোধী দল বলছে, সরকারের পতন হবে, তারপর তারা নির্বাচন করবে। এই অবস্থায় সরকারের সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামোর অনেকের মতো এই দুই কংগ্রেসম্যানও মনে করেন, বাংলাদেশ চীনের খপ্পরে পড়ে গেছে। কোনো রাখঢাক না রেখে তাঁরা বিষয়টি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তুলেছেন। মন্ত্রী বলেন, তাঁকে কংগ্রেস সদস্যরা চীন থেকে বিপুল ঋণ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'তোমরা চীনের ভেতরে চলে যাচ্ছ।

মার্কিন প্রতিনিধি দল বৈঠক করেছেন সুশীল সমাজের সাথে। এসব বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, বিএআইপিএসএস প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ন ম মুনিরুজ্জামান, নারীনেত্রী শিরিন হক, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান, অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খানসহ অন্যরা।

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন, তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। গত বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।

শেখ হাসিনা বলেছেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০ বছর ধরে সংঘাত ছিল, আমি সরকারে (১৯৯৬) আসার পরে শান্তি ফিরিয়ে আনি। সেখানেও আবার নানা রকম অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়। যেহেতু এটা আমি জানি, আমি বুঝি, যে কারণে কীভাবে আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাবে। তাদের কিছু কেনা গোলাম আছে, পদলেহনকারী আছে তাদের বসিয়ে এই জায়গাটাকে নিয়ে খেলবে।'

তিনি বলেছেন, 'হঠাৎ এবারের ইলেকশনের সময় যেন খুব বেশি উতলা হয়ে পড়ল। নির্বাচনের একেবারে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, কোথায় কী? কীভাবে হবে, তাই নিয়ে সব থেকে বেশি...এবং একের পর এক তাদের লোকজন আসা শুরু করল। কেন? কারণটা কী? আর বিএনপি এখন তাদের চোখের মণি, যে বিএনপি এত মানুষ হত্যা করেছে, জাতির পিতার হত্যার সাথে জড়িত। তারা কয় দিন আগেও আগুন দিয়েছে। ২০১৩, ১৪ ও ১৫-তে অগ্নিসন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করল। কিছুদিন আগেও তো পুলিশের গাড়িতে আগুন দিল। পুলিশের ওপর আক্রমণ করল। তো পুলিশ কি বসে বসে মার খাবে?' তিনি বলেছেন, 'আমাদের কিছু আঁতেল আছে। তারা বিদেশীদের সাথেই সুর মেলায়। দুটো পয়সার লোভে তারা নানাভাবে এই কাজগুলো করে বেড়ায়। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।'

১৫ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে তদন্তে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর এই সফরের পর এই সফরকে ঘিরে এখন বাংলাদেশের অর্থ পাচারের বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেছেন যে, এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থ পাচার করেছে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার এক্তিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোতে যারা অবৈধ উপায়ে সম্পদ গড়েছেন তাদের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থ পাচার করে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় যারা সম্পদ করেছেন এরকম অন্তত ১৫ জনের ব্যাপারে এফবিআই এখন তদন্ত করছে। যেকোনো সময় তাদের সম্পদ জব্দ হতে পারে। এই সম্পদ জব্দ হলে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় বার্তা হবে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট মনে করছে। তারা বলছে, দুই দেশ অর্থ পাচার রোধ এবং দুর্নীতি বন্ধের জন্য একসাথে কাজ করছে এবং আরও নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। আর এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অর্থাৎ অবৈধভাবে অর্থ পাচারকারীদের সম্পদ জব্দ করলে অর্থ পাচার প্রতিরোধে তা কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে।

যে ১০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই তদন্ত করছে তাদের মধ্যে একজন সাবেক আমলা রয়েছেন। যিনি একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কূটনৈতিক চাকরি করতেন। এই চাকরির সুবাদে তার স্ত্রীর নামে একাধিক বাড়ি কিনেছেন নিউইয়র্কে। এখন যুক্তরাষ্ট্রে তার একাধিক বাড়িসহ বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে। তার এই সমস্ত অর্জিত সম্পদ নিয়ে এফবিআই তদন্ত করছে। শুধু এই আমলা নয়, অবসরে যাওয়া আরেকজন আমলাও বিপুল পরিমাণ সম্পদ কানাডায় পাচার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সচিব থাকা অবস্থায় তিনি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং একটি বড় প্রকল্পের কাজে তিনি যখন এসেছিলেন তখন শুরু হয়েছিল। বর্তমানে কানাডায় তার বিপুল সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে যেটি নিয়ে এফবিআই তদন্ত করছে।

বর্তমানে চুক্তিতে থাকা একজন পদস্থ কর্মকর্তারও একাধিক বাড়ির বিষয়টির এফবিআই তদন্ত করছে বলে জানা গেছে। যদিও এই কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার কোনো সম্পদ নেই। যা আছে সেগুলো তার পুত্র এবং স্ত্রীর। সেখানে বড় ধরনের চাকরি করেন এবং তাদের সম্পদ থাকতেই পারে। কিন্তু এফবিআই এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছে বলেও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা ও এমপির একাধিক বাড়ির খবর পাওয়া গেছে এবং তার বিরুদ্ধেও তদন্ত অব্যাহত আছে বলে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত করেছে। আওয়ামী লীগের এক প্রয়াত সাবেক মন্ত্রীর পুত্র দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করেন। সেখানে তার বিপুল বিত্তের খবর পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধেও এফবিআই এখন তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়াও চারজন আলোচিত ব্যবসায়ী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ তৈরি করেছেন। এই সমস্ত সম্পদের বিষয়েও এফবিআই অনুসন্ধান করছে। এছাড়াও দুজন বর্তমান এবং সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একই ধরনের অনুসন্ধান চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে যে, এফবিআই তদন্তের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে তারা দেখবে যে সমস্ত সম্পদ তারা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় কিনেছেন সেই সম্পদগুলো বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকে কিনা বা কি উপায়ে তারা এই সম্পদের মালিক হয়েছেন। এমনকি তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও যখন এই সম্পদের মালিক হয়েছেন তখন তাদের আর্থিক অবস্থা কি ছিল। দ্বিতীয়ত, যদি তারা দেখেন যে এটি বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে তারা করেছেন সেক্ষেত্রে এই তদন্ত সেখানেই শেষ হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, অবৈধ পন্থায় বা বিদেশ থেকে অর্থ এনে এটা করা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই সম্পদগুলো জব্দ হতে পারে। সূত্রগুলো বলছে, এর আগেও মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক ব্যক্তির অবৈধ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করেছিল

একুশ শতকের মহাজাগরণ সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা

নজরুল ইসলাম বাসন

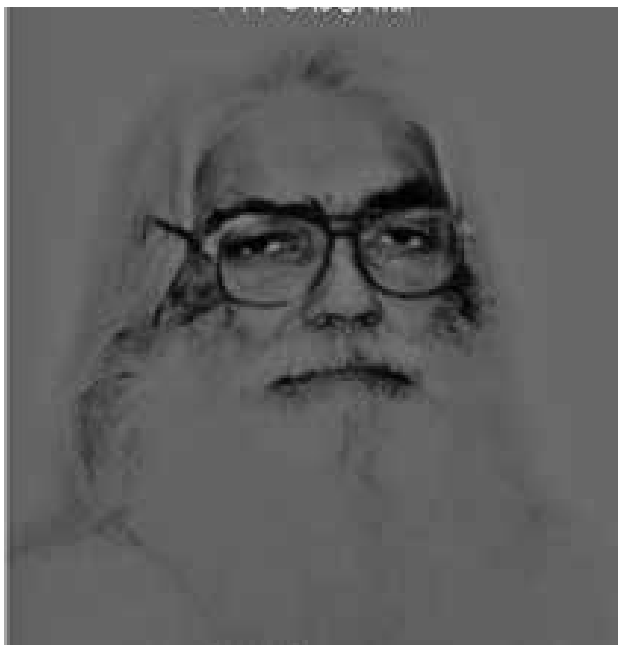
২০২৩ সালে ৯ জুন ঢাকায় সিরাজুল আলম খানের মৃত্যুবরণ করেন। পরপরই পূর্ব লণ্ডনে জননেতা সিরাজুল আলম খান স্মরণে দুটি স্মৃতি সভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্ব লণ্ডনের কমার্শিয়েল রোডে ২২ জুন ও ১০ জুলাই পূর্ব লণ্ডনের ফিল্ড গেইট স্ট্রিটে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান। দু'টি স্মৃতি সভাই তাঁর স্বজন ও শুভাকাংখী, রাজনৈতিক অনুসারি ও সমর্থকরা আয়োজন করেছিলেন। এই স্মৃতি সভাগুলোতে বক্তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে এই লণ্ডনেও সিরাজুল আলম খানের সাথে তাঁর আত্মীয় ও পরিবারের লোকজন ছাড়াও আরো একটি ঘনিষ্ঠ বলয়ের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিরাজুল আলম খানকে যারা রহস্য পুরুষ, কাপালিক এসব অভিধায় অভিষিক্ত করেন তারা যে কতটা ভুল, স্মরণ সভার বক্তাদের বক্তব্য থেকে এই সত্যটিই ফুটে উঠেছে। বরং বক্তারা তার মিশুক মধুর ব্যবহার ও আচরণে আন্তরিকতার কথাই তুলে ধরেছেন। আমি শুরুতেই বলেছি, দুটি সভাই আয়োজন করেছিলেন তার স্বজন ও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তাই দুটি স্মরণ সভাতেই বড় কোন সেলিব্রিটি নেতাকে সভাপতি বা প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বা প্রধান বক্তা হিসেবে রাখা হয়নি।

স্মরণসভায় যারা বক্তব্য রেখেছিলেন তারা সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বেশী বলেছেন। তাদের বক্তব্যেই ফুটে উঠেছে একজন সাধারণ ব্যক্তি সিরাজুল আলম খানের কথা। একজন মানুষ সিরাজুল আলম খানের কথা। রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তিত একজন সিরাজুল আলম খানের কথা, সমাজ বদল নিয়ে তার চিন্তা ভাবনার কথা। বক্তাদের কেউ কেউ ছিলেন তার বর্ধিত পরিবারের সদস্য, কেউ কেউ এক সময়ের তার গুণগ্রাহী, রাজনীতির সমর্থক ও অনুসারি, কেউ কেউ শুভাকাংখী। সবার বক্তব্যর মূল সুর ছিল সিরাজুল আলম খান খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা ছিল উঁচুমানের ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি নিয়ে। তিনি এক সময় জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি দলীয় রাজনীতির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সিরাজুল আলম খান যাদের সাথে বসবাস করতেন, চলাফেরা করতেন তাদের সাথে তিনি যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন, তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল বাঙালির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাগরণের কথা। আগামীর বাংলাদেশের জন্য তিনি তাঁর ১৪ দফা নিয়ে আলোচনা করতেন। সিরাজুল আলম খান প্রণীত এই ১৪ দফা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে এই ১৪ দফায় রয়েছে আগামীর বাংলাদেশ কি হওয়া উচিৎ তার একটি রূপরেখা।

পূর্ব লণ্ডনের একজন লেখক ও সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমদের সুযোগ হয়েছিল সিরাজুল আলম খানের সান্নিধ্যে যাওয়ার। তিনি সিরাজুল আলম খানের কাছে থেকে যে কথাবার্তা শুনেছেন তা থেকেই পুরো একটি বই সংকলন করেছেন। বইয়ের নামকরণ করেছেন, 'একুশ শতকের মহাজাগরণ সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা'। লাল মলাটে সিরাজুল আলম খানের ছবি দিয়ে এই বইয়ের প্রচ্ছদ করা হয়েছে। বইটি হাতে নিলে মনে হয়, ৭০-এর দশকে বামপন্থীরা যে লাল বই পড়তেন সেসব বইয়ের আদল বইটির প্রচ্ছদে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

'একুশ শতকের মহাজাগরণ: সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা' বইটিতে গিয়াস উদ্দিন আহমদ শুধু সিরাজুল আলম খানের বিষয়ই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বাঙালির জাগরণের ইতিহাস ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে প্রকাশিত সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে নেয়া তথ্যও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। আমি এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে 'একুশ শতকের মহাজাগরণ সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা' বিষয়ে আলোকপাত করব।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না সিরাজুল আলম খান গতানুগতিক



রাজনৈতিক নেতা বা সংগঠক ছিলেন না। তিনি সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাস করতেন। ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াস গঠন করার পেছনে তার সেই বিশ্বাস কাজ করেছিল। তাঁর সাথে ছিলেন ছাত্রলীগের সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ। ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন তাকে আওয়ামী লীগ ও দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়। এ নিয়ে অনেক কথা ও রূপকথা আছে। তবে বাস্তব সত্য হল-বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম বিজয় হল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লীগের একক বিজয়।

লারকানার নবাব ভুট্টোর কূটচালে মদ্যপ জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার জেনারেলরা নিরস্ত্র বাঙালির উপর ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ গণহত্যা শুরু করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ- স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াস এটাই চেয়েছিল যার অন্যতম রূপকার ছিলেন সিরাজুল আলম খান। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা মুজিববাহিনী গঠন ছিল সিরাজুল আলম খানের আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় আসার পর সিরাজুল আলম খানের মোহ ভঙ্গ ঘটে, কারন পাকিস্তান আমলের সরকার কাঠামো নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ চলতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর পরই ৩ই নভেম্বরের সিপাই বিদ্রোহ, জেনারেল খালেদ মোশাররফ তার সাথীদের নিয়ে নিহত হলেন। পরে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হল। আরো পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াকেও হত্যা করা হল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ক্যু ও পাল্টা ক্যু তে শুধু মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরাই প্রাণ হারিয়েছেন।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ এই ৪ বছর জেলে থাকার সময়ই সম্ভবত সিরাজুল আলম খান বুঝতে পারেন বিপ্লব হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এত হত্যা, এত মৃত্যুকে প্রচলিত রাজনীতি রক্ষা করতে পারছেনা। তখন আওয়ামী লীগ ভেঙে অনেক দল হয়ে গেছে তার নিজের জাসদ ভেঙে বাসদ হয়েছে। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর জাসদ আরো কয়েক দফা ভাঙনের সম্মুখীন হয়। জাসদ, বাসদ এখন আর দল নয় গ্রুপ হিসাবে রাজনীতির ময়দানে নিভু নিভু মোমবাতির মত জ্বলছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিরাজুল আলম খান দলীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। বেশীরভাগ সময় তিনি লণ্ডন ও আমেরিকায় সময় কাটাতেন। দেশে থাকলে সন্ধ্যায় ফাইভ স্টার হোটেল শেরাটনের লবিতে সময় কাটাতেন। এই ছিল তার জীবন। জানা গেছে অংক শাস্ত্রে স্নাতক সিরাজুল আলম খান ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের কিছুদিন পাঠদানও করেছিলেন। যদিও দলীয় রাজনীতিতে তিনি জড়িত ছিলেন না। দলীয় রাজনীতিতে না থাকলেও সিরাজুল আলম খান যে তার চিন্তা ভাবনা থেকে সরে এসেছিলেন তা কিন্তু নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের উপজেলা পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন, ড: ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক, স্যার ফজলে হাসান আবেদের ব্রাক ও ডা: জাফরুল্লার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। 'একুশ শতকের মহাজাগরণ: সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা' এই বইয়ে এসব কথা লেখা হয়েছে।

অতি সম্প্রতিকালে গড়ে উঠা গণজাগরণ মঞ্চ, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কিশোর আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বিরোধী আন্দোলন দেশের মানুষের দৃষ্টি কেড়েছিল। এই আন্দলীয় আন্দোলনগুলো সিরাজুল আলম খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এই দুটি আন্দোলন ইতিহাসে থেকে গেছে। কোন এক সময় এ নিয়ে কথা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিয়ানমার থেকে আসা উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে ছোট বড় দল নিশ্চুপ, বাংলাদেশ ছোট দেশ তাদের বেশিদিন রোহিঙ্গাদের স্থান দেয়া উচিৎ হবে না, ঢাকায় মীরপুর ও মোহাম্মদপুরে আটকে পড়া পাকিস্তানি বিহারী বস্তি নিয়ে যে সমস্যার উদ্রেক হয়েছে রোহিঙ্গা নিয়ে একই রকম সমস্যা হবে। বিহারীদের মত রোহিঙ্গারাও এক সময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিরাট একটি সমস্যা ঘনিয়ে আসছে এই সমস্যা রাষ্ট্র কীভাবে সমাধান করবে?

সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমদের 'একুশ শতকের মহাজাগরণ: সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা' বইটিতে অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সব অধ্যায় নিয়ে এই ছোট্ট পরিসরে আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবে এই প্রতিবেদন শেষ করার আগে মো: সাখাওয়াত হোসেন সম্পাদিত- সিরাজুল আলম খান: স্বাধীনতা সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আগামীর বাংলাদেশ: বই থেকে নেয়া কিছু লাইন নীচে তুলে ধরছি তাহলো- বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতের ১০টি রাজ্য বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা,অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মিয়ানমারের দক্ষিণাঞ্চল ও চীনের কুনমিং প্রদেশ নিয়ে একটি পূর্বাঞ্চলীয় অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই বইয়ে পার্লামেন্ট ও শাসনব্যাবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যাবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানি জিল্লুর রহমান খানের সাথে যৌথভাবে সিরাজুল আলম খান তাদের প্রস্তাবের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে যারা আছেন তাদের জন্যে এসব প্রস্তাব চিন্তাভাবনার খোরাক হতে পারে। লণ্ডনের লেখক সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমদের 'একুশ শতকের মহাজাগরণ সিরাজুল আলম খান দর্শন ও চিন্তাধারা' বইটি আমাজনে অর্ডার দেয়া যাবে।

সন্ত্রাসবাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে: বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে

ডঃ দিলওয়ার আরিফ ও ডঃ নুরুন নবী

আমেরিকার কাছে বাংলাদেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ২০১২ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত দেন মজেনা বাংলাদেশে আমেরিকান সেন্টরে এক আলাপচারিতায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন লড়াইয়ে বাংলাদেশের অবদানের বিষয়টিকেই অন্যতম নির্ধারক হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ্য করেছিলেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে সরকারই অবস্থান নেয় তাকে যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাবে। জঙ্গিবাদ বিরোধী বৈশ্বিক লড়াইয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণঃ দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে বাংলাদেশের ভু-রাজনৈতিক অবস্থান, বিশ্ব জনসগখার দিক থেকে অষ্টম এবং মুসলিম জনসঘার দিক থেকে বাংলাদেশের চথুরত অবস্থান, এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের এক চথুরথরথাংশএর বেশি জনশগখা স্বাক্ষরহীন এবং দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করার ফলে ধর্মীয় জঙ্গি গুষ্টিগুলোর অভয়ারণ্য হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশ। আর এসব কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভুরাজনইতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সব দেশ বাংলাদেশে এমন একটি সরকার প্রত্যাশা করে যারা জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এমনটিই আমরা জানতাম।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশের অঙ্গীকারকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সমর্থনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা প্রদান সংক্রান্ত যে নিষেদাজ্ঞা দিয়েছে তার একটি প্রতীকী অর্থ আছে। এর ম্যানে হচ্ছে যে, জঙ্গিবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের গত এক যুগেরও বেশি সময়ের সাফল্যকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা মনে করিনা যে আওয়ামী লীগ সরকার ধুঁয়া তুলশী পাতা এবং তদের কন দুষ ত্রুটি নেই। বিশ্বের জেকন সফল সরকারের মত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারেরও কর্মকাণ্ডে ছোট খাট ভুল ত্রুটি আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আওয়ামী লীগের সাফল্যকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায়না। ২০১৪ সালে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে ছিল ২৩ তম গত দশ বছরের ব্যবধানে তা কমে ৪৩ তমে এসেছে। এটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের যে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন তা স্বীকার করতেই হবে।

> ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে সারা বিশ্বের কাছে ভয়ঙ্কর মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসীদের সুতিগার হিসাবে চিন্তিত হয়েছিল বাংলাদেশ।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে সারা বিশ্বের কাছে ভয়ঙ্কর মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসীদের সুতিগার হিসাবে চিন্তিত হয়েছিল বাংলাদেশ। ২০০১ সালে বাংলাদেশের অন্যতম মৌলবাদী দল জামাতের হাত ধরে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধর্মীয় জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের তীব্র উত্থানের ফলে বিশ্ব গণমাধ্যম বাংলাদেশকে আখ্যা দিয়েছিল, "সন্ত্রাসের সূতিকাগার" কিংবা "পরবর্তী আফঘানিস্তান" হিসাবে। এর অবশ কারণও ছিল। তখন বিএনপি জামাত স্লোগান দিত, "বাংলা হবে আফঘান"। এসব ধর্মীয় উগ্রবাদী গুষ্টিগুলো আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষমতা গ্রহণ করা মাত্রই শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের ব্যাপারে তার সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় বেকত করেন এবং তিনি বলেন যে, ইসলাম ধর্ম্যার সাথে সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং এসব উগ্রপন্থীরা ইসলামের আসল প্রতিনিদিত্ত করেনা। তিনি সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য জিরো টলারেঞ্চ নীতি মেনে চলতে বলেন এবং বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী রেপিড একশন ব্যাটালিয়ন রেবকে দ্রুত বেবস্থা নিতে বলেন। জার ফোলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বাংলা ভাই এবং শাইখ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে যে বাহিনী জারা একই দিনে সারা বাংলাদেশে বোমা হামলা করে ছিল তাদেরসহ সকল ধর্মীয় জঙ্গিগুষ্টিগুলকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে আর অনেকগুলো ছোট ছোট জঙ্গিগুষ্টি গড়ে উঠছিল এবং সেগুলোকে সমূলে উতপাথিত করে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এক নজির স্থাপন করে।

বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম প্রধান দেশে এরকম বলিশ্ত সিদ্ধান্ত নেয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাছে রাজনৈতিকভাবেও ছিল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ হয়ে ধর্মীয় সন্ত্রাহবাদ মোকাবেলার জন্য সারা বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু মার্কিন আইন প্রণেতার তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে তারা কি জেনে ভুজে এবং তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে নাকি তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ বংশদ্ভত মার্কিন নাগরিক হিসাবে আমরা কংরসম্মেন্দের এইরকম পদক্ষেপে উদ্ভিগ্ন। আমরা মনে করি তাদের এই পদক্ষেপ সন্ত্রাশব্দের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সমর্থনকে বিরুধিতার করার শামিল।

বাংলাদেশ অবাধ এবং সুস্ত নির্বাচন চাওয়া এবং মানবাদিকারের বাস্তবায়ন করার বিষয়টিকে আমরাও সম্প্রথন করি। কিনত, এর নামে "রেজিম চেঞ্জ" করার পায়তারাকে আমরা সমর্থন করিনা। আমরা মনে করি এ ধরনের ততপরারা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিওয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা মনে করি, আরও অনেক সরকারের মত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও সরকার চালানোর ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি আছে। কিন্ত, বৈশ্বিক রাজনীতির মাঠে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বর অবদান বাংলাদেশের মাটিতে সন্ত্রানহবাদের মুল উতপাঠন।



শাড়ি

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কথায় বলে শাড়িতে নারী। আর সেই শাড়ি আজ সুটকেসে তুলে রাখে মায়েরা।যে মেয়েটি আগে শাড়ি পরিধান করত, সেই মেয়েটি এখন পরিধান করে থ্রি পিচ, লেহেনগা, ম্যাকসি, পাখি ড্রেজ অথবা শার্ট বা প্যান্ট । শাড়ি বাঙালি সংস্কৃতির এক অন্যতম উপাদান।কালের বিবর্তনে তা বিলীন হতে বসেছে। আগে মা ও বোনেরা শাড়ি পরিধান করত। শাড়িতে তাদের দেখতে কত সুন্দর যে লাগত। কটন কাকা একবার তার সালার বিয়ের জন্য এক মেয়ে দেখতে গিয়েছিল সুজানগরে। মেয়েটি বাঙালি পোশাক শাড়ি পরিধান করে কটন কাকাদের সামনে এসেছিল। মেয়েটি মাথায় কাপড় দিয়ে ঘুমটা দিয়ে এসেছিল। তার হাতে ছিল চুড়ি, পায়ে বালা, নাকে দুল ও কানে ছিল কানের দুল। তাকে দেখতে অনেক সুন্দর লেগেছিল।আগে ছোট ছোট মেয়েদের ছোট ছোট শাড়ি পরিধান করানো হত। তাদের দেখতে পুতুলের মত লাগত।আগে গ্রামে কত রকমের শাড়ি যে মেয়েরা পরিধান করত। তারা কোথায় ও বেড়াতে গেলে বিশেষ করে সুন্নতে খাৎনা, বিয়েতে শাড়ি পরিধান করে যেত। কটন কাকা বলেন আগে শুয়ারী আনা হত ঘোড়ার গাড়িতে করে । ঘোড়ার গাড়ির চারিদিকে শাড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হত। বিদেশি মেয়েরা ও শাড়ি পরিধান করলে কি সুন্দর মানায়। একবার হানিফ সংকেত ইত্যাদিতে ঈদ উপলক্ষ্যে বিদেশিদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান প্রচার করেন। তিনি যৌতুক বিরোধী একটা অনুষ্ঠান বিদেশি মেয়েদের দিয়ে করান। সেখানে বিদেশি মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে অভিনয় করেছিল। শাড়িতে তাদের দেখতে কি সুন্দর যে লেগেছিল।

আগে মেয়েরা হাতে পরিধান করত কাঁচের চুড়ি। তারা শাড়ি পরিধান করে যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত তাদের কাঁচের চুড়ি একটার সাথে আর একটা লেগে কি সুন্দর শব্দ হত। এই বছরে বাঙালিরা ১লা বৈশাখ উদযাপন করেছিল আমেরিকার নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে। সেখানে শত শত বাঙালি মেয়েরা সাদা রঙ্গের শাড়ি পরিধান করে নেচে গেয়ে ১ লা বৈশাখ উদযাপন করেছিল। তাদের দেখে এক ঝাঁক পাখির মত মনে হয়েছিল। বাঙালি মেয়েদের এরকম শাড়ি পরিধান করা দেখে বিদেশিরা এসে চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে বাঙালি ১লা বৈশাখ উদযাপন করা দেখেছিল। আমরা ও সে অনুষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে থেকে উপভোগ করেছিলাম। শাড়িতে বাঙালি মেয়েদের কত ভাল লাগে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল (সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের) দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলা সংস্কৃতি এক অনবদ্য উপাদান (পালকি) নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখার। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেছিলেন সাজুফতা সাহিত্য ক্লাবের মধ্যমণি সব্যসাচী কবি জুলি রহমান। সেখানে ও মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে এসেছিল। শাড়িতে বাঙালি মেয়েদের দেখতে কি সুন্দর যে লেগেছিল। অনুষ্টান হয়েছিল পার্কচেষটার ব্রঙচে। অনুষ্ঠানে আমরা কিছু বিদেশি মেয়েদের ও শাড়ি পরিধান করে আসতে দেখেছি। বাঙালি সংস্কৃতি যে কত ঐতিহ্যময় যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছে তারাই বাঙালি সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কবি পল আর এক ভদ্রলোক কাঁধে পালকি নিয়ে যাচ্ছে পালকির পিছে মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে যাচ্ছে । একটা হারিকেল রাখা হয়েছিল পালকির সাথে। কত রকম গান, গীত যে পরিবেশন করা হয়েছিল। আহা! সে অনুষ্ঠানটি দেখে হৃদয় জুড়ে গিয়েছিল। বেশি ভাগ ভাল লেগেছিল যখন মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে পালকির পিছে হেঁটেছিল। বর ও কনে যাচ্ছে পালকিতে চড়ে। কন্যাকে শাড়ি পরিধান করে বিদায় জানানো হচ্ছে । শাড়ি পরিধান করায় কন্যা কে দেখতে কি সুন্দর যে



লাগছে।প্রবাসে কত যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে বাঙালি মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে গেলে তাদের দেখতে কি যে সুন্দর লাগে। অন্য পোশাক পরিধান করলে বাঙালি মেয়েদের যে ভাল লাগে না তা আমি বলছি না কিনতু শাড়ি পরিধান করলে যত ভাল লাগে অন্য পোশাকে তেমন ভাল লাগে না।

একবার জ্যাকসন হাইডস জুইস সেন্টারে বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি কাজী জহিরুল ইসলামের বার্থ ডে পালন করে হয়েছিল সেখানে এক বাঙালি মেয়ে শাড়ি পরিধান করে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিল কি সুন্দর যে লেগেছিল। আর এক বাঙালি মেয়ে শাড়ি পরিধান করে কবিতা আবৃত্তি করেছিল কত সুন্দর যে দেখতে লেগেছিল।একবার পাবনার সুজানগরে সাতবাড়ীয়া কলেজে (প্রদীপ্ত পাবনা)একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে কলেজের মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছিল তাদের দেখতে পরীর মত মনে হয়েছিল।দেশ বিদেশে যেখানেই বাঙালি মেয়েরা শাড়ি পরিধান করুক না কেন তাদের শাড়িতে অনেক ভাল লাগে। কিনতু শাড়ির ব্যবহার দিন দিন কমে যাচ্ছে । আগে দেখতাম বৃদ্ধ বয়সী মায়েরা সাদা শাড়ি পরিধান করত। তাদের দেখতে কি যে সুন্দর লাগত। বিয়েতে মেয়েরা যখন শাড়ি পরিধান করে তাদের দেখতে কি সুন্দর যে লাগে। কালের বিবর্তনে যে মেয়েরা আগে শাড়ি পরিধান করত সেই মেয়েরা এখন শাড়ি পরিধান করা কমা দিয়েছে। তবে শাড়ি যে বাঙালি সংস্কৃতিতে একটা বড় স্থান দখল করে আছে তা অস্বীকার করা যায় না কোনভাবে।

মানুষ গঠনে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা

আফতাব চৌধুরী

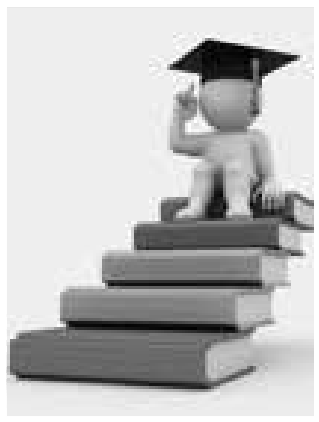
ইংরেজ আমলে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাব দর্শন করে এ দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওসমান গণী মন্তব্য করেছিলেন-'আজকালকার শিক্ষা পদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়ে তোলে না, কেবল গড়া জিনিষ ভেঙ্গে দিতে জানে। এইরূপ অনবস্থানমূলক বা অস্থিরতাবর্ধক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল নেতিভাব প্রবর্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ংকর। মস্তিস্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু তথ্য বোঝাই করে সেগুলোকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাধাতে দেওয়াকেই শিক্ষা বলা চলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলোকে এমনভাবে সুপরিণাম লাভ করাতে হবে যাতে তারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করতে পারে।'

সীমাহীন ত্যাগ স্বীকারের পর বাংলাদেশ অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত পরাধীনতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যে শিক্ষা সংহতির কুপরিনাম সম্বন্ধে মনীষীর উপরোক্ত সতর্কবাণী সেই শিক্ষাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। ফলও হয়েছে তেমনই। যতই জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটছে ততই মানুষের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে বাসা বেঁধেছে সীমাহীন দুর্নীতি। ভোগবাদী মানসিকতার দরুন লোভের উদগ্র বাসনা দিনদিন বেড়েই চলেছে, হিংসার ক্রমপ্রসার ঘটছে, সামাজিক সুস্থিতি বিনষ্ট হচ্ছে।

দেশের সরকার জনগণের অভিভাবক। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, সেই সর্বোচ্চ স্তরটিও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ, নিমজ্জিত। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বদলে সেখানেও ক্ষুদ্র স্বার্থেরই প্রাধান্য। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ নৈতিকতা হারিয়ে পরাধীন সময়কাল থেকে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই দেখা যায় স্বাধীনতা লাভের ৪০বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অভ্যন্তরীণ সমস্যা বেড়েছে বৈ কমেনি। আর এখানেই আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

আজ জ্ঞানের প্রসারের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ট্রেনিং সেন্টার, রিসার্চ সেন্টার কত কিছুই খোলা হচ্ছে কিন্তু তবুও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। এর কারণ হল চরিত্র গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে না ফলে মনুষ্যত্বের জাগরণও ঘটছে না। যে চরিত্র গঠিত হলে ব্যক্তিজীবন হবে সুবিকশিত তথা রাষ্ট্রীয় জীবন হবে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ সেই মুল বিষয়টিই উপেক্ষিত থাকছে। আজ দেশের সর্বস্তরে যে ভয়ংকর সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মূল কারণই হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব, আর এই দায়িত্ববোধের জাগরণ হচ্ছে না বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে। শিক্ষাবিদ আবুল ফজল, বলেছিলেন- দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কয়েকবার জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক মূল্যবোধের শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হলেও সেগুলো আজ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

আমাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল মনুষ্যত্বের জাগরণ ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ। প্রাচীন কালে এই বিষয়টিই গুরুত্ব পেত। ধর্ম এবং নৈতিকতাই ছিল শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এখন যুগ পরিবর্তন হয়েছে, সেইসঙ্গে মানুষের জীবনধারা ও জীবনচর্যারও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি, বরং বেড়েছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে কিন্তু অবহেলিত হয়েছে ধর্মশিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা যা সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগাতে সক্ষম। কিন্তু আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। আজ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক আছেন, ছাত্রও আছে, নেই শুধু সেই আদর্শ, নেই অকপট- শ্রদ্ধা-ভালবাসা, শিক্ষক-ছাত্রের সেই আত্মিক বন্ধন। আজ ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করতে জানে না, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক হয়ে গেছে অনেকটা ব্যবসায়ী আর খরিদ্দারের মতো। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করা। এ অবস্থায় কি মানুষ তৈরি হতে পারে?



তবে এখনও কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন যাঁরা ছাত্রদের প্রকৃতই মানুষরূপে গড়ে তুলতে চান কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এতে সহায়তা প্রদান করে না। তাই আজকাল 'শিক্ষা ' নামক বস্তুটির ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও মানুষ তৈরি হয় না। দেশে মানুষের এই অভাব লক্ষ্য করে কবি ফররুখ আহমদ একদা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন- 'সর্বাগ্রে চাই মানুষ গঠন। মানুষের মতো মানুষ তৈরি না হলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।' হচ্ছেও তাই। নৈতিক অবস্থান দুর্বল হওয়ায় দেশের উন্নতির যাবতীয় প্রচেষ্টা নিস্ফল হচ্ছে।

দেশের চিরায়ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সুচিন্তিত বক্তব্য এবং তাঁদের সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে নৈতিক শিক্ষা বর্জিত শিক্ষা প্রসারের ফলেই এই বিষময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই অসুস্থ পরিস্থিতিকে সুস্থ করার উপায় হলে নবপ্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ, তাদের জীবনের ভিত্তি গঠন আর এজন্য চাই শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন, চরিত্র গঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, কারণ সুশিক্ষাই প্রকৃত মানুষ গঠনের একমাত্র অবলম্বন। দেশের সরকারকে জাতীয় সংকট থেকে মুক্ত হতে হলে আজ এ বিষয়ে ভাবতেই হবে, কারণ সরকারই দেশের জনগণের ভালমন্দের নিয়ন্ত্রক। তাই আজ সময়ের দাবি- 'চাই মানুষ গঠনে উপযোগী শিক্ষা'।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের
শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রজাপতি মন আমার, পাখায় পাখায় রং ছড়ায়

শেলী জামান খান

আমি যখন জন্মেছিলাম তখন আমার মাতৃভূমি ভূ-খন্ডটির নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। একাবারেই বুড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষা, পুরান ঢাকায়। মিডফোর্ড হাসপাতালে।

তখন আমাদের পরিবার বাস করত পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী লোহার পুলের পাশেই। সূত্রাপুরের কোন এক ভাড়া করা বাড়িতে। পরিবার বলতে সুবৃহৎ পৈত্রিক পরিবার। দাদা, দাদি, চাচা, ফুফুদের নিয়ে আমার আব্বার জোড়াতালি দেয়া এক যৌথসংসার। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি হলেন পরিবারের বড় সন্তান আমার আব্বা। যেহেতু উপার্জন সীমিত, আহারের মুখ বেশী, তাই স্বাভাবিকভাবেই টানাটানির সংসার!

আমার আব্বা তাদের বিক্রমপুরের আদি কলমা গ্রাম ছেড়ে শহরমূখী হয়েছিলেন। জীবিকার প্রয়োজনে। পদ্মা পাড়ের গ্রামের মানুষগুলো এক নদী ছেড়ে আরেক নদীর কোলে এসে আস্তানা গড়ে তুলেছিল। থিতু হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীরে। ঢাকা বলতে তখন পুরান ঢাকা'ই ছিল আদি শহর। ছোটবেলায় শুনেছি এই আদি শহরের উপর দেবী ঢাকেশ্বরীর আশির্বাদের হাত রয়েছে।

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান। যেহেতু মূর্তিটি গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো, তাই বিগ্রহের নামকরন করা হয় 'ঢাকেশ্বরী'। ঢাকেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য একটি মন্দির নির্মান করা হয়। মন্দিরের নামকরন হয় ঢাকেশ্বরী মন্দির। ঢাকেশ্বরী দেবী বা মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম দাঁড়ায় ঢাকা। বল্লাল সেন বিশ্বাস করতেন, ঢাকেশ্বরী দেবী তার এবং তার রাজ্যের রক্ষাকর্তা। শহরের রক্ষাকর্তা 'ঢাকেশ্বরী দেবী'র নামানুসারেই পরে ঢাকা শহরের নামকরন হয়েছিল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর পূর্ববাংলার এই এলাকায় বাংলার রাজধানী করেছিলেন। তখন আনন্দের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ শহরে 'ঢাক' বাজানোর ব্যাবস্থা হয়। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তির রূপ নেয়।ঢাক থেকেই শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায়। এবং ঘোষনা করা হয় ঢাকের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে ততদূর পর্যন্ত ঢাকা শহর প্রসারিত হবে।

বিক্রমপুর পরগনা ছিল রাজধানী ঢাকার অন্তর্গত।মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের ঢাকের শব্দ বিক্রমপুরেও পৌঁছেছিল সন্দেহ নাই। শুধু ঢাকের শব্দে নয়, ক্রমে ক্রমে দেশভাগ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, শহরমূখী মানুষের চাপে ঢাকা চারিদিকে আরও বিস্তৃত হয়েছে। নানা অন্চলের মানুষের বসতি হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। সে আরেক গল্প।

এরই মধ্যে আমার মায়ের কোল জুড়েও এসেছে দু'টি কন্যা। কিন্তু টাইফয়েড নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মায়ের দ্বিতীয় কন্যাটি মাত্র আড়াই বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। সংখ্যার বিচারে আমি ছিলাম মায়ের তৃতীয় কন্যা। কিন্তু ধীরে ধীরে মৃত সহদোরা 'রেখা'র স্মৃতি মলিন হয়ে এলো। তার ছেড়ে যাওয়া পরিবারের 'মেজকন্যা'র পদটা আমাকেই অধিগ্রহণ করতে হল। সেই থেকে আমি মেজো-মেয়ে। মেজ-বোন। মেজ-আপু।

তারপরও বঙ্গোপসাগরে অনেক জল গড়িয়েছে। ধীরে ধীরে উত্তাল কীর্তিনাশা পদ্মার বুকে ধূধূ বালুচড় পড়তে শুরু করেছে। ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা নদীর টলটলে জলে সবুজ শ্যাওলা আর ভাগারের মলমূত্র, ট্যানারীর বর্জ জমে পানি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আরও একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পলিমাটির ভূমি রক্তরঞ্জিত হয়েছে। রাজনীতির কূটকৌশলে চাপিয়ে দেয়া 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি ঝেড়ে ফেলতে, পাকিস্তানের আগ্রাসন মুক্ত হতে দেশটির আম-জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিজাতীয় উর্দুর কচকচানি ছুঁড়ে ফেলে নিজস্ব বাঙালিয়ানায় ফিরতে সক্ষম হয়েছে বঙ্গালমুলকের সাদামাটা মানুষগুলো।

এভাবেই সময় বয়ে যায়। ততদিনে মিরপুরে আমাদের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে। ঢাকায় জন্ম নেয়া, বড় হওয়া, পরিবারের মেজকন্যাটিও আর সবার মত গতানুগতিক জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বয়স বাড়তে বাড়তে যখন সে মধ্যবয়সে উপনীত হল; তখন আচানকই তার মন চাইলো ব্যাঙের জীবনচক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে।কূয়োর ব্যাঙটি হঠাৎই সাগরে সাঁতার কাঁটার স্বপ্ন দেখলো। নিজের সীমানার বঙ্গপোসাগরকেও পেছনে ফেলে একদিন সে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিল। থিতু হল সুদূর মার্কিনমুল্লুকে এসে।

সেই শান্তশিষ্ট, ভীতু মেয়েটির মধ্যে জন্ম হল এক নতুন আমি'র। গুটিপোকা থেকে জন্ম নিলাম এক রঙ্গিন প্রজাপতি হয়ে। নিউ ইয়র্কের ঝকঝকে



আকাশ, সদাব্যস্ত, সদাজাগ্রত নিউ ইয়র্ক মুগ্ধ করলো আমায়। নিউ ইয়র্কে না এলে কখনোই জানা হত না এই বর্নিল জীবনের কথা। মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়ানোর এই বিশাল আকাশের কথা।বুক ভরে শ্বাস নেয়ার এই মুক্ত বাতাসের কথা। বুড়িগঙ্গা পাড়ের, রাজধানী ঢাকা'র মেয়েটির এসব কিছুআদৌ জানা ছিল না।

আমি আগেও বহুবার, বহু জায়গায় বলেছি, নিউ ইয়র্ক আমাকে মুক্তির আনন্দ দিয়েছে। অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। দিয়েছে বেঁচে থাকার অপার আনন্দ। আমি এই দেশটির কাছে তাই নানাভাবে ঋণী।

সারা পৃথিবীর রাজধানী নিউ ইয়র্ক, আর তার প্রাণ ভোমরা হল ম্যানহাটন। নিউ ইয়র্কে এসে আমার কর্মজীবনের শুরু হল এই ম্যানহাটন সিটিতে। একসময় ম্যানহাটন হয়ে উঠল আমার কাজ প্লাস হ্যাঙ্গআউটের ক্ষেত্র। সেইসময়টাতে আমি ভাবতে ভালবাসতাম এবং একসময় বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলাম যে আমি প্রকৃতপক্ষেম্যানহাটনেই বিলং করি। সকাল থেকে সন্ধ্যা আমার কাটতো ম্যানহাটনে। আমার মর্নিং কফি আমি খেতামম্যানহাটনে এসে। রাতে ঘুমুতে যেতাম কুইন্সে।

আমার আমেরিকান জীবনের সিংহভাগই কেটে গেছে এভাবে।প্রজাপতির মত রঙ্গিন ডানা মেলে। যেই আমিবাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম; সেই আমি বিগত ১৬ বছরে বহুবার, বহুভাবে বদলেছি। বলা যায়, অতি আবেগে, আতিশয্যে ও আনন্দের সাথে নিজেকে বদলিয়েছি। নিজেকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়েছি। চলনে, বলনে, পোশাকে, খাদ্যে। সাপের খোলস বদলের মত করে নিজেকে বদল করেছি। গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়েছি।

দুচোখ ভরে নতুন এই দেশটিকে, তাদের কালচারকে দেখার, জানার চেষ্টা করেছি। উপভোগ করার, আত্মস্থ করারচেষ্টা করেছি মন ভরে, প্রাণ দিয়ে।

প্রজাপতির মত রঙিন হতে, নির্ভার উড়তে শিখেছি নিউ ইয়র্কের নানা-বর্ণের, নানা-ভাষার মানুষদের কাছ থেকে। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা আমার জন্য কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি কখনও। নিউ ইয়র্ক আমায় দুহাত বারিয়ে আলিঙ্গন করেছে। আমি নির্দ্বিধায় নিজেকে সেখানে সঁপে দিয়েছি!

জীবনভর দেখে এসেছি কম মানুষই ধর্মীয় গন্ডির বাইরে বের হয়ে নিজেকে শুধু 'মানুষ' হিসেবে ভাবতে শেখে। অধিকাংশই ধর্মের উর্ধ্বে উঠে নিজেকে কিছুতেই 'মানুষ' পরিচয়ে ভাবতে পারে না। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের অহেতুক বিদ্বেষ। কেবলমাত্র মানবতাকেই নিজের ধর্ম মেনে নিয়ে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা রেখেছি।আমার এই শিক্ষাটাও পশ্চিমের।

আমার জীবন থেকে তথাকথিত জটাধারী নারীদেরও ছুটি দিয়েছি। এড়িয়ে গেছি তাদের সঙ্গ। পা থেকে খুলে নিয়েছি নারীর জন্য তৈরি নানা বিধি-নিষেধের শেকল।আমার হাতে-পায়ে শোভা পেতে দিয়েছি নূপুর আর বর্নিল চুড়ি। যা আমার সৌন্দর্য এবং আনন্দের খোরাক জোগায়। আমি দেখেছি, অনুভব করেছি, শেকল পরা নারীদের। শেকলভাঙ্গা নারীর উপড়ে তাদের সমস্ত রাগ, দাপট আর ক্ষোভ। এসব কারনেই একটা সময় আমার প্রবলভাবে ইচ্ছে করতো চেনাজানা গন্ডি থেকে দূরে; অপরিচিতদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে। অজানায় হারিয়ে যেতে। স্বদেশে সুযোগ ছিল কম। নিউ ইয়র্কে এসে দেখলাম আমার দ্বার অবারিত। আকাশ মুক্ত। ঐসব দিনগুলোত আমার বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠলো ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্ক, হাই লাইন পার্ক, ইউনিয়ন স্কয়ার পার্কের অপরিচিতদের মাঝে। ম্যানহাটনের ব্যাস্ততম সড়কে, উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরিতে।

২০১৬ সালে হঠাৎ করেই আমার জীবনের ধারা আবারও বদলে গেল। মনের ভেতরে একটি লেখক স্বত্তাকে জেগে উঠতে দেখলাম। যে স্বত্তাটি সেই কৈশোর থেকে আমার ভেতরে লুকিয়ে ছিল। ধামাচাপা পড়ে ছিল। সে বহুবার আত্মপ্রকাশের জন্য ছটফট করেছে। কিন্তু কী এক গোপন লজ্জায়, তীর্যক সমালোচনার ভয়ে তাকে বাক্সবন্দী করে রেখেছিলাম। সেইসব কাঁচা হাতের লেখালেখি, নানাবিধ আবেগগুলো কখনও আলোর মুখ দেখেনি। তাদেরকে এবার আগল খুলে মুক্তি দিলাম। ফেইসবুক নামক 'আয়না বই'য়ে শুরু হল আমার লেখালেখি। এভাবেই একদিন জন্ম হল আমার লেখা 'আমি কাদম্বরী' উপন্যাসের। আমি আমার মন, মননে, অবয়বে কাদম্বরী দেবীকে ধারন করলাম। পরিচিত জনের কাছে 'নতুন বৌঠান' কিংবা কাদম্বরী'দি নামে আমার নতুন নামকরন হল। এই ভালোবাসাটুকু, পরিচয়টুকু আমার বড় গর্বের। অহংকারের।

ডায়াসপোরা জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের জীবনমূখী গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল 'চিলেকোঠার চড়ই পাখি' নামের গল্প সংকলন।

লিখলাম উপন্যাস 'এক মোহনার জীবন'। আমার মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছিলাম 'মিলি'কে। সে আমার উপন্যাসের নায়িকা। তাকে আমি দিয়েছি ম্যানহাটন চষে বেড়ানোর আমার সব অভিজ্ঞতা। ওয়েষ্ট ভিলেজ এবং চেলসিতে পরিচিত হওয়া গুটিকয়েক সমকামি মানুষের জীবনের গল্পে আমি তাকে সম্পৃক্ত করেছি। তারজীবনের সাথে যোগসূত্র করে দিয়েছি এই বৃহন্নলা মানুষদের জীবন। কী এমন ক্ষতি তাতে? জীবনের অচেনা, অজানা দিকগুলোও না হয় দেখুক সে। তাদের ধারন করুক নিজের জীবনে। তাইতো আমার চোখেই মিলি নিউ ইয়র্ক দেখেছে। ভালোবেসেছে বিগ অ্যাপেলের নানা বর্ণের, নানা ভাষা এবং নানা দেশের মানুষকে। প্রতিনিয়ত কত যে পরাজয়ের মুখোমুখি হই আমরা। কত যে ব্যার্থতা এসে মন ভেঙ্গে দেয়। কত রুঢ় ব্যাবহার, স্বার্থপরতা দেখে দেখে বুকের গভীরে মোচর দিয়ে ওঠে। মিলিও না হয় যাক সেইসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে।

ভাবতে খুব ভালোলাগে— একদিন অন্য কোথাও যাবো। অনেক দূরে। পরিচিত গন্ডির বাইরে। সিংহ ভাগ মানুষই এমন অনেক কিছু কল্পনা করতে ভালোবাসে যা অবাস্তব বা পরাবাস্তবতায় ভরা। এদের কোটায় আমিও একজন। এইসব, গাঁজাখোর স্বপ্নবাজ মানুষের মত আমিও দিনরাত কেবল অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি। প্রবলভাবে ভাবতে থাকি, একদিন অপরিচিত কোন জায়গায় চলে যাব। যেখানে বাজবে ধ্রুপদীর সুর। শিউলির গন্ধে মন আনচান করবে। মহুয়া ফুলের রসে মাতাল হয়ে আকণ্ঠ ডুবে যাবো। দুপুরের ঝাঁঝাল রৌদ্রে কোন এক ছাতিম গাছের নিচে বসে প্রিয় কোন বই পড়তে পড়তে সন্ধ্যা নামবে। শুধু রাতে ঘুমানোর জন্য একান্ত নিজস্ব একটি ঘর থাকবে। মন চাইলে, আড়ালের প্রয়োজন হলেই নিজস্ব সেই গর্তে ঢুকে নিজেকে আড়াল করা যাবে। প্রিয় কোন কবিতা বা গানে ডুব দেয়া যাবে। নিজের লেখালেখির জন্য একটি ঘোর তৈরি করা যাবে।

জানি, খুব বুঝতে পারি, এরকম জীবন অসম্ভব। এমন জীবন কখনও পাবো না। গল্পে লিখতে পারবো। হয়তো কোন এক নায়ক বা নায়িকার জীবন এভাবে গড়ে দিতে পারবো। কিন্তু নিজের জীবনে; দূর নাস্তি!

তবে এখন আর সেসব নিয়েও কোন আফসোস নেই। কনি আইল্যান্ডের এই নির্বাসিত জীবন যেন সেই বহুল কাংখিত জীবনেরই বাস্তব রূপ। পরাবাস্তব জীবনের মতই স্বপ্নীল। আনন্দময়। এখানকার এই শান্ত, নির্জন, দ্বীপের জীবনটা ভারি সুন্দর। প্রতিদিন একেকটা নতুন জীবন শুরু হয়! প্রতিদিন সাগর পাড়ে ঘুরে বেড়াই। হাজারো অপরিচিত মানুষের ভীরে আমি নিতান্তই একা।একা হওয়ার জন্য এখানে কোন আড়াল বা নির্জনতা খুঁজতে হয় না। যৌবনদীপ্ত কিছু মানুষের এক ঝলক হাসি, উচ্ছল হাঁটা, খন্ড-বিখন্ড কিছু বাক্যালাপ কিংবা কিছু মানুষের বিষন্ন মুখ, সজল চোখ, নুয়ে পড়া বয়সি শরীর অসাধারণ সব গল্পের জন্ম দিয়ে যায়। কত রকমের লেখার খবর পাই। রসদ পাই চারপাশ থেকে। নিজেও দু'পাতা পড়ি। বড় বড় লেখকের লেখার উৎস, আনন্দ খুঁজে দেখি।

পার্থিব জগত, বন্ধুদের সাথে হল্লা, আড্ডা, সাজগোজ, খানাপিনা'র ধূম-ধারাক্কা, জৌলুশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে মানসিক শক্তির দরকার। কঠিনও। জীবনে এইসব আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। প্রবলভাবে তা অনুভবওকরি। তাইতো মাঝেমধ্যে ফেলে আসা শহরে যাই। প্রিয় মানুষদের সাথে কথা হয়, দেখা হয়। তারপর আবার ফিরে আসি নিজস্ব নির্জনতায়।

সামান্য অর্জনে, সামান্য আনন্দে, প্রিয় কোন দৃশ্যে, গানে, রান্নায় আব্বার হাসিমুখটা, সেই আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বরটা খুব মনে পড়ে। তাকে নিয়ে অনেককিছু লিখবো ভাবি। বড় মাছের টুকরোগুলো, মজাদার কোন রান্না, মাংসের দু'একটি ভাল পদ, পোলাউ, বিরিয়ানি কিংবা ভূনা খিচুরী রান্নার আয়োজন গুছিয়ে রাখি সপ্তাহান্তে ছোট ছেলে অমিত আসবে বলে।বছরে একবার কি দু'বার বড় ছেলে সুমিত আসবে বলে।

এ যেন এক জীবনের ভেতরে অন্য আরেকটি জীবন। সেই জীবন-যাপনও চলেছে সমান্তরালভাবে। কোনটাই হেলাফেলার নয়। অবহেলার নয়।

তবে প্রজাপতি জীবনটা বড় ক্ষণস্থায়ী। একটা সময় পাখা গুটিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়! নিতেই হবে। এমন একদিন আসবে যেদিন বয়সের ভারে প্রজাপতির পাখাও শ্লথ হয়ে আসবে! সেদিন যাতে মন খারাপ না হয়, তাই যত পারি উড়ে নিচ্ছি। উড়তে চাই।

তারপরের জীবন হবে শুধুই নস্টালজিয়ার! স্মৃতিচারনের!অনন্ত ঘুমের!

‘চাপ’ যখন ভেতর ও বাইরের

হাসান মামুন

গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট মহলগুলোয় একটা দুশ্চিন্তা ভর করেছে। সেটা আতঙ্কে রূপ নিচ্ছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে আজকের পত্রিকা ও একটি বিজনেস ডেইলিতে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করব।

ঢাকার একটি পত্রিকায় ১২ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম, ‘ভোট-নিষেধাজ্ঞায় ফিসফাস জনপ্রশাসনে’। এর দুদিন আগে অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম, ‘মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও জব্দ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে’। দুটি প্রতিবেদনই বেরিয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। সেগুলোর প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিবন্ধের শেষে ব্যবহার করব।

বিশেষ ভিসা নীতি ঘোষণার বেশ কয়েক মাস আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত এলিট ফোর্স এবং তার কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগেই ওই নিষেধাজ্ঞা আসে। আগে দেশের ভেতর থেকে যে এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ তোলা হয়নি, তা কিন্তু নয়। সেটা কেবল বিরোধী দলের তরফ থেকে তোলা হয়েছে, তা-ও নয়।

মানবাধিকার সংগঠন, ভুক্তভোগী পরিবার এবং তারপর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা থেকেও বারবার বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের। ন্যায়সংগত প্রতিবাদ রচনাও এখানে সহজ নয়। রীতিমতো আইন করে সেটা নিয়ন্ত্রণের বাড়তি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগমুহূর্তে। সেটাও অবশ্য সম্প্রতি ‘বাতিলের’ ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এর জায়গায় নতুন কী আইন প্রণীত হবে, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। আছে সন্দেহ-অবিশ্বাস।

এ রকম একটা জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছি দুর্ভাগ্যবশত। আইন আদৌ জনস্বার্থে প্রণীত হবে কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহের জায়গা তৈরি হয়েছে অভিজ্ঞতার কারণেই। এটা আরও এ জন্য যে, সরকার বা এর কোনো সংস্থার কাজে দেশের ভেতর থেকে আপত্তি উঠলেও তা গুরুত্ব পায় না। সেটা ঠিকই গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে বাইরে থেকে ‘চাপ’ হিসেবে এলে।

সরকার অবশ্য প্রায়ই বলে থাকে, তারা কোনো ‘চাপ অনুভব’ করছে না। তবে আমরা দেখেছি, এলিট ফোর্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসার পর তার বিরুদ্ধে ক্রসফায়ারসহ আইনবহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযোগ অনেক কমে এসেছে। সম্প্রতি বিরোধী দলের এক দফার আন্দোলন মোকাবিলায়ও তাদের রাজপথে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে না।

পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের দিয়ে যেভাবে এটা মোকাবিলার চেষ্টা হচ্ছে, তা নিয়েও জোর আপত্তি এসেছে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে। এতেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

কথা হলো, কেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে ‘চাপ’ আসতে হবে? দেশের ভেতর থেকে ওঠা প্রতিবাদ কেন ‘চাপ’ বলে বিবেচিত হবে না? কোন ক্ষেত্রে কীভাবে কী করতে হবে প্রশাসনকে—সেই নির্দেশনা কি দেশের আইন আর বিধিবিধানে নেই? কার্যত সেগুলোর কত শতাংশ অনুসৃত হচ্ছে, সে প্রশ্ন সংগত কারণেই ওঠে।

এলিট ফোর্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথাটা তোলা হলো এটা বলতে যে তখন থেকেই স্পষ্টভাবে ‘চাপ’ আসতে শুরু করেছে—এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত রাজনৈতিক অঙ্গনে, সেখান থেকে বেরোতে তখন থেকেই সরকারের উচিত ছিল সিরিয়াস হওয়া। এটা যে শুধু মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা উপলব্ধি করে উচিত ছিল আগামী নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব অংশীজনকে একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা। নির্বাচনটি যে এবার ‘অংশগ্রহণমূলক’ করতেই হবে, সে উপলব্ধি আসা দরকার ছিল প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারির ঘটনাতেই। তা হয়নি।

হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশের কাজের ধারায়ও পরিবর্তন আসত। তাহলে

> একজন পদস্থ কর্মকর্তা মার্কিন দূতাবাসে ভিসা চাইতে গেলে তাঁকে দীর্ঘ সময় যেভাবে জেরা করা হয়, তাতে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন সমপর্যায়ের ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে; বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যে ভূমিকা পালনের কথা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাতে তাঁদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়াটা তো এখন বিচিত্র নয়।

বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবিলায় তাকে কীভাবে কী করতে হবে, সে ‘নির্দেশনা’ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে আসার প্রয়োজন হতো না এত দিন পর। বিরোধী দলের কর্মসূচির দিন নিয়ম করে পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টাও মনে হয় এখন বাদ দিতে হবে। অথচ এর সবই দেশের ভেতর থেকে অব্যাহতভাবে বলা হয়েছে এত দিন। বিরোধী দল তো একনাগাড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। অতীতে ক্ষমতায় থাকতে তারাও কমবেশি একইভাবে প্রশাসন ও দল পরিচালনা করেছিল বলে তাদের ওপর চলমান এ অন্যায়কে তো সঠিক বলা যায় না।

বিশেষ করে ভিসা নীতি ঘোষণার সময় প্রথমদিকে যা-ই বলা হোক, ক্রমে বোঝা যাচ্ছে—এতে সরকার ও প্রশাসনের ওপর ‘চাপ’ বেড়েছে কতটা। নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে এ ধরনের নীতি ঘোষণায় বুঝতে কষ্ট হয় না, যুক্তরাষ্ট্র এখানে কেমন নির্বাচন চায়। তাদের চাওয়াটা অবশ্য এত গুরুত্ব পেত না, যদি এ দেশের সিংহভাগ মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে সেটা না যেত।

সংবিধানেও কি দেশের সকল পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেওয়া হয়নি? সত্যি বলতে, দু-দুটি অগ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের পর স্থানীয় পর্যায়েও নির্বাচনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পেশাজীবী সংগঠনেও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হয় না বললেই চলে। রাষ্ট্র ও সমাজে এর বহুমুখী ক্ষতিকর প্রভাবের কথা কে অস্বীকার করতে পারে? রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও এতে অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনপ্রশাসন। পুলিশও এর বাইরে নয়। এ প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে ভিসা নীতির আওতায় পড়ে যাওয়ার বিষয়ে ‘অস্বস্তি’ শুরুর খবর অবশ্য এর আগেও এসেছে মিডিয়ায়। তবে আলোচ্য প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

একজন পদস্থ কর্মকর্তা মার্কিন দূতাবাসে ভিসা চাইতে গেলে তাঁকে দীর্ঘ সময় যেভাবে জেরা করা হয়, তাতে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন সমপর্যায়ের ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে; বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যে ভূমিকা পালনের কথা আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাতে তাঁদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়াটা তো এখন বিচিত্র নয়।

কথা হলো, তাঁদের ওই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ কি আইনসম্মত ছিল? যাঁরা তাঁদের ওই ভূমিকা পালনে প্ররোচিত বা বাধ্য করেছিল, তারাও কি সেটা করার অধিকার রাখে? এমন কথা চালু আছে যে ওটা ছিল ‘আসন সমঝোতার’ নির্বাচন। সেটাও হীন রাজনৈতিক বিষয়—যদিও অনেকে বলছে, ওই সমঝোতা কার্যকর করা গেলেও দেশে একটা মোটামুটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ পাওয়া যেত।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের সুযোগও হয়তো তৈরি হতো সেই পথ ধরে। এর বদলে কী ঘটেছে, তা আমরা জানি। এখন দেশের ভেতর বিরোধীরা শুরু করেছে এক দফার আন্দোলন। বাইরে থেকে প্রভাবশালী দেশ আর সংস্থার ‘চাপ’ও ক্রমেই বাড়ছে এবং সেটা স্পষ্টতই নির্বাচন ঘিরে।

এই নিবন্ধ লেখার সময় দুই কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। দুজন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দল থেকে নির্বাচিত হলেও তাঁরা এসেছেন অভিন্ন কাজে। এটা হলো ওই সব দেশের ‘গণতন্ত্রের সৌন্দর্য’, যা থেকে আমরা বেদনাদায়কভাবে বঞ্চিত আছি স্বাধীনতার এত বছর পরও। যা-ই হোক, তাঁরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করতে এলেও নির্বাচন সম্পর্কে জানা-বোঝারও চেষ্টা করবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। এর আগে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সফর করে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন বিভাগের সমন্বয়কারী। আগেভাগে অত বোঝা না গেলেও তাঁর সফর চলাকালে বোঝা গেছে এর গুরুত্ব।

একটি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি স্পষ্ট করেছেন, বাংলাদেশে চলমান দুর্নীতি, অর্থ পাচার এবং এ-সংক্রান্ত আইন ও পদক্ষেপ খতিয়ে দেখতেই তিনি এসেছিলেন। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেও দিয়েছেন তাঁর কাজ সম্পর্কে ধারণা। মূলত এতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুর্নীতিবাজদের মধ্যে।

তাঁরা শুধু ভিসা নিষেধাজ্ঞা নয়; পাচার করা অর্থসম্পদ জব্দ হওয়ার আতঙ্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন—এ বিষয়ে ভালো জানাশোনা আছে, এমন লোকজনের কাছে। সে বিষয়েই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সহযোগী দৈনিক। একটি আলোচিত বিজনেস গ্রুপের বড় অর্থ পাচার-সম্পর্কিত প্রতিবেদনও এসেছে আরেক ইংরেজি দৈনিকে—একই সময়ে। এগুলোর কোনোটাই উদ্দেশ্যহীন বলে মনে হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু বেপরোয়া দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা অর্থ পাচার নিয়ে আলোচনা কি হয়নি দেশের মধ্যে? এটা কি নতুন কিছু?

সাবেক অর্থমন্ত্রীও কি জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেননি? শেষে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও বলতে হচ্ছে, বিদেশে দুর্নীতিবাজদের সম্পদ জব্দ হলে তিনি বরং খুশি। হায়, ব্যাপারটা যদি ব্যক্তিবিশেষের খুশি আর অখুশির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত!



ভয়

শামছুন ফৌজিয়া

মনিকা আর মিহিনের বিয়েটা হয়েছে মাত্র একমাস হল।দুজনের এ্যারেন্জ ম্যারেজ, কনে দেখার দিন প্রথম দেখাতেই মনিকাকে ভালো লেগে যায় মিহিনের। দুজন যখন একান্তে কথা বলার সুযোগ পায় তখনই একে অপরের বিষয়ে টুকটাক জেনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা বিয়ে করতে পারে। সবরিছুই ঠিকঠাক মত হয়েছে, ট্রাফিক সার্জেন্ট মিহিনের ব্যাপারে মনিকা কোন অমত করেনি। সে মাত্র কলেজ গ্র্যাজুয়েশন করেছে,বাবা মায়ের পছন্দের ছেলে মিহিনের সাথে আলাপ করে মনিকা বুঝতে পেরেছে, মিহিন সুন্দর মনের ছেলে।

শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত মনিকার কাটল ঘোরের মাঝে। নতুন পরিবেশে সবার সাথে পরিচিত হয়ে এবং গল্প করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন মিহিন গভীর ঘুমে। মনিকা বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নেয়। দরজায় কেউ নক করছে। সে ঘুমন্ত মিহিনের দিকে চেয়ে ইতস্ততঃ করে দরজা খুলে দিল।মিহিনদের বাড়ির পুরানো বয়স্কা রেনু বুয়া বলল, "আম্মা আপনাদেরকে নাস্তা খেতে ডেকেছেন"।

দিনের বেলা অনেক হৈ হুল্লোড় বিয়ে বাড়িতে চলল। মিহিন বাজারে গিয়ে ইয়া বড় দুটি রুই মাছ নিয়ে আসল। শুরু হল নতুন বউকে দিয়ে মাছকাটার উৎসব! মনিকা যে মাছ কখনো কাটেনি তা না, তবুও হাত কাঁপছিল। সন্ধ্যারাতে গানের আসর শুরু হল, কাগজে লিখা আছে গানের কলি যার যেটা উঠে, সে সেটাই চেষ্টা করছে গাইতে। মনিকার ভীষণ হাসি পেলো, মিহিনের গান শুনে! মিহিনের গানের গলা একদম বাজে! বেচারা না না করছিল তবু রেহাই পায়নি।

বিয়ের দ্বিতীয় রাতে তারা গল্প করতে করতে এগারোটার মধ্যেই ঘুমোতে গেল। মিহিনের ঘুম ভাঙ্গল মনিকার কান্নার শব্দে। মনিকা পাশে নেই, কান্নাটা বাথরুম হতে আসছে, সে নক করল, মনি কি হয়েছে কাঁদছ কেন?

মনিকা কোন জবাব দিল না। মিহিন দেখল দরজা খোলাই আছে। মনিকা বাথটাবের ভেতর আধা জলের মধ্যে বসে কাঁদছে। সে মনিকাকে রুমে নিয়ে এল, প্রশ্ন করেও কান্নার কারণ জানতে পারেনি। মিহিন কাউকে বলল না কিছু। ভাবল, মনিকা নিজে থেকে হয়তো বলবে।

পরেরদিন রিসিপশন পার্টি ছিল। দুজনের সুন্দর সব ছবি তোলা হল, আনন্দময় পরিবেশে বিয়ের উৎসব শেষ হল। মনিকা খুবই হাসি খুশি মেয়ে, মিহিনের পুরো পরিবারের সাথে মিশে যেতে সময় লাগেনি। সবাই মনিকাকে একই মধ্যে আপন করে নিয়েছেন। মিহিনও কাজে যোগ দিয়েছে।

ক'দিন পর, হঠাৎ ঘুম থেকে মনিকা চিৎকার করে জেগে উঠল-ভূত ভূত বলে! মিহিন ডিউটি শেষ করে বেশ রাতে ফিরেছিল, তাই গভীর ঘুমে ছিল। কিন্তু মনিকার চিৎকারে জেগে উঠল। বলল, কী হয়েছে? তুমি কী ভয় পেয়েছ?

মনিকা বলল, ভূত! আঙ্গুল দিয়ে কাচের জানালার দিকে দেখাল, ঐ যে ভূত! মিহিন বলল, এখানে ভূত নেই, আমার সাথে আসো দেখ কিছুই নেই! মনিকা বলল, কালো ভূত জানালার মধ্যে হাত নাড়ছিল!

মিহিন দেখল দূরে সুপারি গাছের মাথাটা বাতাসে দুলছে আর সেই ছায়া জানালায় এসে পড়েছে। চাঁদনী রাত থাকায় সুপারি গাছের ছায়াকে ভূত মনে করছে মনিকা। সে বুঝিয়ে বলল, ভূত বলতে এখানে কিছু নেই মনি।

একমাসের মাথায় মোটামুটি বাড়ির সবাই জেনে গেছেন, মনিকা ভূতের ভয়ে অস্থির।এ নিয়ে মনিকার বাবা মা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন।কারণ তারা জানেন মনিকার ছোটবেলা থেকে ভূতের ভয় আছে। কাল্পনিক ভূতের গল্প শুনে শুনে সে নিজে নিজেই ভূতের কবলে পড়ে। হরোর শো দেখে একবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সেই থেকে হরোর শো দেখা নিষেধ তার। মিহিনকে মনিকার বাবা মা সব খুলে বললেন। এ নিয়ে মিহিন মনিকাকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গেল।

মনিকা এই দুঃস্বপ্ন বার বার দেখছে। মিহিনকে বলছে,আমাকে ঐ যে ভূত ডাকছে, না গেলে গলা টিপে মেরে ফেলবে! মিহিন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। সবাই বলছিল, সন্তান নিলে মনিকার ভয় দূর হয়ে যাবে, সে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু এখন উল্টো হল! যত দিন যাচ্ছে মনিকার ভয় ততই বাড়ছে।

এদিকে তাদের বিয়ের সাতমাস চলছে, মনিকার মধ্যে আর এ ভয় আসেনি। সে মাষ্টার্সে ভর্তি হলো। সংসার আর কলেজ সব মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু একরাতে মনিকা আবারো জোরে চিৎকার করে উঠল, সাপ সাপ! বলে ! মিহিন দেখল মনিকার চোখ বন্ধ, শুধু কাঁদছে। তার হাতের ওপরে মাথা, আর চুলের বেনী হাতের ওপরে পড়েছে। মিহিন জানে মনিকা খুব ভয় কাতুরে তাই বলল, কোথায় সাপ? সে বাতি জ্বালিয়ে দিল! এবার মনিকা আরেক হাত দিয়ে চোখ বন্ধ অবস্থায় চুলের বেনী দেখিয়ে বলল এই দেখ এখানে ! মিহিন হেসে উঠল, তুমি না একটা ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ে! ভয় কাতুরে তো বটে! নিজের চুলের বেনী দেখে সাপ মনে করছ।

মনিকার ভূতের ভয় পাওয়া নিয়ে পরিবারের সবাই কিছুটা বিরক্ত! এ যুগে এমনও হয় নাকি! শিক্ষিত একটি মেয়ে ভূতের ভয় পায়!

মিহিন বউকে নিয়ে কক্সবাজার ঘুরতে গেল। ডাক্তার বলেছেন, মনিকাকে আনন্দে রাখতে, তাহলে ওর ভেতর হতে ভয় দূর হতে পারে। কক্সবাজারে গিয়ে হোটেলে উঠল তারা। দুজনে একসাথে খুব আনন্দে সময় কাটাল, শপিং করা, সমুদ্র সৈকতে হাঁটা সহ ছবি তোলা সব মিলিয়ে দারুণ সময় কেটেছে। মিহিন যদি সমজদার না হতো তাহলে মনিকাকে বুঝতেই পারত না। মনিকা কতবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

বিয়ের দেড় বছরের মাথায় মনিকা প্রেগন্যান্ট হলো। পরিবারে নতুন অতিথি আসবে সবাই খুশি। কিন্তু মনিকার মধ্যে সেই ভূতের ভয় আরো তীব্র হতে লাগল। রোজ রাতে সে দেখতে পায়, একটা কালো বিকট চেহারার ভূত তাকে ডেকে বলছে, মনি চলে আয় ! তুই আমাদের দলের! ভুল করে ছিটকে চলে গেছিস ওদের ঘরে!

মনিকা এই দুঃস্বপ্ন বার বার দেখছে। মিহিনকে বলছে,আমাকে ঐ যে ভূত ডাকছে, না গেলে গলা টিপে মেরে ফেলবে! মিহিন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। সবাই বলছিল, সন্তান নিলে মনিকার ভয় দূর হয়ে যাবে, সে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু এখন উল্টো হল! যত দিন যাচ্ছে মনিকার ভয় ততই বাড়ছে।

মিহিন তাকে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে গেল। মনিকার চিকিৎসা চলছে। ঔষধ খেয়ে বেশিরভাগ সময় সে ঘুমিয়ে থাকে। মিহিনের খুব খারাপ লাগে, এত মিষ্টি একটা মেয়ে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে! অনেক টেনশন মিহিনের, কিভাবে বাচ্চাটার জন্ম হবে! অনাগত সন্তান সুস্থতা নিয়ে জন্ম নিবে তো? মনিকা কি সুস্থ হবে?

মিহিন ডিউটির পাশাপাশি মনিকার যত্ন নেয়,অনেক গল্প করে। জানতে পারে, মনিকা খুব ছোট বয়সে পাশের বাড়ির একজন মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে ভয় পেয়েছিল। ঐ লোকটি লোহার জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা থাকত! তারা যখন স্কুলে যেত ঐ পথ দিয়ে লোকটি সবার নাম ধরে ডাকত। কেউ ভয়ে লোকটির কাছে যেতোনা।গ্রামের সবাই তাকে নাসির পাগলা ডাকত। একদিন মনিকা একা স্কুলে যাচ্ছিল ,নাসির পাগলা খুব অনুনয় করে ডেকে বলছিল, মনিকা এদিকে আয় মা। কিচ্ছু করব না। এই দেখ পেয়ারা আছে এগুলো নিয়ে যা। মনিকা চলেই যাচ্ছিল, নাসির পাগলার ডাকে ভয়ে কাছে গিয়ে যেই পেয়ারায় হাত দিবে অমনি লোকটি তার চুলের মুটি ধরে টান দেয়। মনিকা ভয়ে ও মা গো বলে চিৎকার দিতেই সবাই শুনতে পায়। সেদিন লোকজন যদি না দেখত মনিকার বাঁচা কঠিন হত। সেই থেকে মনিকার ভেতরে ভয় কাজ করে আর বেশিরভাগ কাল্পনিক ভয়ে সে তটস্থ থাকে।

মিহিন মনিকাকে এত বেশি যত্ন দিল যে, শেষ পর্যন্ত মনিকা একটি ফুটফুটে মেয়ের জন্ম দিল। নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে মনিকার চোখে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ল! মিহিনের হাতে নিজের হাতটি রেখে বলল, তোমার মত স্বামী যার ভাগ্যে জুটবে সেই মেয়ে ভাগ্যবতী। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, তোমাদের পুরো পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ। মিহিন বলে, এমন করে বলনা মনি, স্বামী স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক! আজ যদি আমি অসুস্থ হই তুমি কি আমার সেবা করবেনা? আমাকে সঙ্গ দিবেনা? এখন থেকে আর ভূতের ভয় করোনা, তোমার কোন কিছুতে সংশয় জাগলে আমাকে শেয়ার করবে।দুজনে নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

মনিকা বলল, আমাদের মেয়ের নাম কি হবে?

আমাদের মেয়ের নাম হবে-মৌরি।



চোরাবালি

মাহমুদুল চৌধুরী

মনে পড়ছে না বাস থেকে নেমেছিল কখন! পথিমধ্যে বিরতিতে কিছু সময় দাঁড়ানোর কথা থাকলেও, আশ্চর্য, রিফাতকে ছাড়াই বাস চলে গেল। নিশ্চয় যাত্রীদের কেউই বলেনি একজন যাত্রী গাড়িতে উঠতে পারেনি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে বাসটি ছুটে চলছে অচেনা দুর্গম পথে। এমন আকস্মিক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে কল্পনাও করেনি। পরবর্তী স্টপেজে দ্রুতগামী যানটিকে ধরে ফেলবে তার দৃঢ় বিশ্বাস। অলৌকিক কত কিছুই হয়। কেউ তাকে লিফট দেবে হয়তো। মাথাটা টনটন করছে। সারা শরীরে ঘাম ঝরছে।

সত্তর দশকের শেষে দিকে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে রিফাতকে অনেকবার। সেসময় ইচ্ছা শক্তির কাছে বাধাগুলো হেরে গেছে। বাসা ভাড়ার টাকা শেষ। রিফাত বাড়িওয়ালাকে কি উত্তর দেবে! ম্যানেজ হয়েছে শেষ মুহূর্তে।

অঞ্জন ও রিফাত মালিবাগে থাকতো। রোববার কোথাও বের হতো না। অঞ্জন বলতো, চাকরি না থাকলে কি হবে, আমরা রোববার ছুটি করবো। আয়েশ করে কাটিয়ে দেব সারাদিন।

প্রেসে ছাপিয়ে ও লিখে 'হাইস্কুল স্টুডেন্টকে পড়াতে চাই' এমন ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লাগাতো। স্কুলের সামনেও ফ্লায়ার লাগিয়ে রাখতো। কখনো গার্ড দেওয়াল থেকে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতো। করার কিছু ছিল না। বড় ভাইয়ের বন্ধু ডিজিএফআইয়ের সহকারী পরিচালক রওনক ভাইয়ের বাসার টেলিফোন নাম্বার ফ্লায়ারে দেওয়া থাকতো। একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম সেটি।

পকেট পুরোপুরি শূন্য। এয়ার ফোর্স ক্যাডেট কোরে পরীক্ষা দিয়ে আসে রায়হান আর রিফাত। সৌভাগ্য নিয়ে উতরে যায় রায়হান। চোখে মিনিমাম ৬/৬ পাওয়ার না থাকায় রিফাতের এয়ার ফোর্সের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট অফিসে নবম তলা ভবনে সরকারি চাকরির পরীক্ষা ছিল। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সচিবালয় ঢোকা। সারি সারি সুউচ্চ ভবনগুলোর মাঝে ছাই রঙের নবম তলা ভবন। পল্টনের কাছে দেওয়াল ঘেরা পুরো সচিবালয়। উপরে কাঁটা তারের কঠিন নিরাপত্তা বেষ্টনী। সচিবালয় পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

অঞ্জন ঢাকা শহর চষে বেড়ায় চাকরির সন্ধানে। শেষমেষ প্রকৌশলী হিসেবে কেয়ারে জয়েন করে। অঞ্জন বলছিল রিফাতকে, এসব টিউশনির আশা বাদ দিয়ে চাকরি খুঁজে নে।"

দু'জন মিলে ছাত্র পড়ানোর লিফলেট মোড়ে মোড়ে লাগিয়েছিল এতোদিন। দারুণ সাহসী হয়ে উঠেছিল রিফাত। ভাবতেই এখন অবাক লাগে। দু-বন্ধুই এখন উত্তর আমেরিকায় স্মৃতির সাগরে সাঁতরে বেড়ায়।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায়। আশি সাল। রাজধানীর পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রওনক ভাইয়ের বাসায় মাঝেমধ্যে টেলিভিশন দেখতো। রঙিন টেলিভিশনের যুগ শুরু হয়েছে সবেমাত্র। ৮০ সালে বাংলাদেশ নুতন মোড় নিয়েছে। গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিজের দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে। মধ্যেপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে গেছে। সাউথ ইষ্ট এশিয়ায় সার্ক নামক নতুন আঞ্চলিক প্লাটফর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। একটা পজিটিভ পরিবর্তনের আবহাওয়া। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর কৌতুহলি বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দুতে সদ্য স্বাধীন দেশটি। খবর দেখার চেয়ে ভাবির বানানো সুস্বাদু নাস্তার আকর্ষণ অনেক। রওনক ভাইয়ের ছোট ভাইকেও পড়া দেখিয়ে দিত। সে সেনাবাহিনীর লং কোর্সে চান্স পায়। তারপর আর যোগাযোগ নেই।

একই টাইপের রান্না খেয়ে একগুঁয়ে লাগতো। বোয়া সকালে রান্না করে যেতো। মালিবাগ রেলক্রসিংয়ের বাজার থেকে টাটকা মাছ ও সবজি নিয়ে আসতো। কখনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিত।

কয়েকটি টিউশনি মিলে গেল। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল ও বয়েজ স্কুল থেকে। অঞ্জন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে রাহাতের ভাগ্য দেখে! খিলগাঁও হাইস্কুল থেকেও টিউশনি পায়।

ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্রী নার্গিস ঠিক সেভাবেই পড়তে এসেছিল। লম্বা চওড়া গড়ন। শ্যামল বর্ণের অসাধারণ মায়াবী চেহারা। নার্গিসের ছোট ভাই শাহীনকে পড়ানোর সময় একদিন বললো, 'স্যার আমার ম্যাথের প্রবলেমটা সলভ করে দেবেন?' পারমোটেশন এন্ড কম্বিনেশন। বিএসসিতে এগুলো সমাধান করেছে অনেকবার।

ক'দিন পর একটা ভয়ানক দুঃসংবাদে রিফাতের মন গভীর মর্মবেদনায় হাহাকার করে উঠে।

নার্গিস বলতে থাকে, স্যার আমার ভাইটি আর নেই। তার জন্য দোয়া করবেন। বলেই কেঁদে উঠলো। বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় এদিকে আসেনি এই কয়দিন। জানতে পারেনি তাঁদের কোনো খবর।

মালিবাগের মোড়ে ট্রাকের চাপায় মারা গেছে ছোট ভাই। সেখানকার গলির রাস্তাগুলো এমনিতেই নেড়ো। রাফাত যেন বোবা হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে পারছিল না। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপির ছেলের এমন মর্মান্তিক পরিণতি। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে অকালে ঝড়ে গেল একটা সম্ভাবনাময় জীবন। নবম শ্রেণিতে পড়তো। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো পরিবার নিথর হয়ে গেছে।

সেসময় কোন কুলক্ষণে মেডিক্যালে কলেজে ভর্তি হওয়ার নেশা পেয়েছিল আজও বুঝতে পারে না। অন্য কোনো সাবজেক্ট তার কাছে নেহায়েত মামুলি মনে হতো। এরকম বোকার মতো ধারণায় তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। সেই অনুশোচনা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি।

স্বাধীনতার পরপরই কয়েকটি ব্যাচ এক হয়ে যাওয়ায় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ পাওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। জীবনের গন্তব্যেগুলো লক্ষ্যচ্ছুত হয়ে যায়। ভয়ানক দিনগুলো মনে আনতে চায় না। তবুও অবচেতন মনে ভেসে বেড়ায় দুঃস্বপ্ন গুলো।

চুয়াত্তর সালে একটি ছাত্র সংগঠনের দুর্বৃত্তরা ঠান্ডা মাথায় মহসিন হলের সামনে ব্রাশ ফায়ারে সাতটি লোহমর্ষক হত্যাকান্ড ঘটায়। তেয়াত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একসাথে চারটি পৈশাচিক খুন হয়। কিছু দিন পর আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের দ্বারা নীহার বানুর বর্বর হত্যাকাণ্ড। রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্স লুট। চতুর্দিকে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার সংকল্প। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির আখড়ায় পরিণত হয়। মাসুলম্যানদের জয়জয়কার। এসব বিভীষিকাময় চিত্র মনের ভিতর গেঁথে গিয়েছিল। বিকল্প ভাবতে থাকে। বন্ধুদের অনেকেই ইউরোপে পাড়ি জমায়।

ধানমন্ডি নয় নম্বর রোডে আমেরিকান কালচারাল সেন্টার নিয়মিত যেতে থাকে সে। হাফিজ নামে শ্যাম বর্ণের ছেলেটা পাবলিক রিলেশন অফিসার। অনেক সাহায্য করতো আমেরিকান ইউনিভার্সিটির ঠিকানা খুঁজে পেতে। সম্ভবত পরবর্তীতে আদমজী কোর্ট বিল্ডিংয়ে আমেরিকান অ্যাম্বেসির ভিসা অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছিল হাফিজ। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এপ্লাই করে রিফাত। বাংলাদেশ ইউজিসির 'ইন্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুম্যানটেশনে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে এপ্লাই করে। পরীক্ষাটি তার জীবনের গতি বদলে দেয়। ইনস্ট্রুমেনটেশনে এডভান্স কোর্স সম্পন্ন করার পরপরই বিআইডব্লিউটিতে হাইড্রগ্রাফি বিভাগে জয়েন করে। মতিঝিলের নিজস্ব ভবনে বারো তলায় আধুনিক অফিস। জয়েন করেই ইন্টিগ্রেটেড টেলিকমিউনিকেশন প্রজেক্টে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ শিপিং কোরপোরেশন, চালনা পোর্ট অথরিটি এবং বিআইডাব্লিউটিএ'র সম্মিলিত প্রজেক্ট। জাপানি কোম্পানি ইয়াসোমসেনের ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে প্রজেক্ট এগিয়ে যায়। নদীবন্দর গুলো তাঁরা চষে বেড়ায়। খুলনা থেকে চট্টগ্রাম। দু-একদিন বিরতি দিয়ে সিরাজগঞ্জ। ওপারে বাহাদুরাঘাট। সেখানে থেকে চিলমারী, রুইমারি। কখনো চাঁদপুর, বরিশাল। অবশেষে মতিঝিল মেইন অফিসে কয়েক সপ্তাহ বিরতি।

জাপানিজরা দায়িত্ব বুঝিয়ে তাঁদের দেশে চলে যায়। নিশ্চিত ছিল জাপান ও কানাডায় স্কলারশিপের লোভনীয় অফার আসবে। কলিগরা সবাই আমেরিকা ও কানাডায় স্কলারশিপ পেয়ে যায়। রিফাত তার আগেই আমেরিকায় পাড়ি দেয়। দ্রুত ভাগ্য বদলের নেশায় পেয়েছিল তাকে।

আমেরিকায় এসে সেই ধারাবাহিকতার ছন্দপতন ঘটে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা গুলো মিলিয়ে যায়। অভিবাসনের বেড়াজালে হারিয়ে যায় স্বপ্নগুলো। নিজের ভুলের পুনরাবৃত্তি পরবর্তী প্রজন্মে দেখতে চায়নি।

কখন যে এতোগুলো বছর হারিয়ে গেছে টের পায়নি। দেরি করে ফেলেছে! জীবন সন্ধিক্ষণে নানারকম শারীরিক প্রতিকূলতা এসে হাজির হচ্ছে। আবার দৌড়াতে শুরু করে।

নুতন কর্মক্ষেত্রে কলিগরা সবাই প্রযুক্তির দক্ষতা নিয়ে রকেট গতিতে কাজ করে। ওঁরা তারুণ্যে ভরপুর ইয়ং আমেরিকান। কিভাবে তাল মেলাবে তাঁদের সঙ্গে? ভেবে পায় না রিফাত।

নুতন আরেকটি টার্গেট স্থির করে। মাথাটা আবার ঝিম ঝিম করে। একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখে চারি পাশের সবকিছু ঠিক। পাশে নিশ্চিন্তে স্ত্রী ঘুমাচ্ছেন। বুঝতে পারে সে একটা দুঃস্বপ্নের চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল এতোক্ষণ।

ক বি তা র এ ক পা তা

বাংলাদেশে বর্ষাকাল চলছে। তাপদগ্ধ খরা উত্তর শুরু হয়েছে বিরামহীন বর্ষণ। চট্টগ্রামের পর এখন ঢাকার মানুষও জলাবদ্ধতায় বর্ণনাহীন কষ্টকর দিন রাতের মুখোমুখি। তদুপরি বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব। দেশের মানুষের জন্যে আমাদের সমবেদনা ও প্রার্থনা!
পশ্চিমে এখন ঘোর গ্রীষ্মকাল। কবিতার এক পাতা আগস্ট সংখ্যায় ধরা থাকছে গ্রীষ্মের খর-মাধুর্য!
কবিদের জন্যে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা !
আপনাদের জন্যে এক বুক ভালোবাসা এবং কবিতাগুলি পড়ার আন্তরিক আমন্ত্রণ! —**ফারুক ফয়সল**



উষ্ণকাল

শামীম আজাদ

যেন চলিষ্ণু গরম চলে এসেছে
চরম তাড়াহুড়োতে
রাগে ও রশুনে, মনে ও মজ্জায়
নখে নখে, গায়ে গায়ে
বাতাসের ভাঁজ উল্টে পাল্টে
শব্দ গন্ধ মাড়িয়ে,
বিছানার স্মৃতি খোঁচাখুঁচি করে
শান্ত শীতকে তাড়িয়ে।

প্রদোষ কালের কথা,
মনে পড়ে সেই প্রবাল ফাটানো
প্রেমজ্বরধারী সর্বনাশা ব্যথা।
ঠিক মনে আছে
এখানেরই এক এমন গ্রীষ্মকালে
পাতার প্রপাতে বের হয়েছিল
শীতের মিষ্টি মাথা।
চঞ্চু ও মুখে, হাওয়া ও হল্কা
ছিল খুব গনগনে
জরায়ুর বীজ গাঁড়ার কালে
বীজতলা যেমন তেমনি চনমনে।
বিছুটি গরম চরম ছিল
খালি গায়ে ছিল সভ্যতা
প্রেম ও কাম জড়াজড়ি করে
প্রতীক্ষায় ছিল পাতে নিয়ে
মৃত্যু ও মদিরতা।

বাবলি এলো রাত্তিরে

কামরুল হাসান

বাবলি এলো রাত্তিরে যেন গ্রীষ্মে ফোটা ফুল,
কনকচূড়ার মন্ত্রে ফুটছে কামিনী ও জারুল!

বাবলি এলো রাত্তিরে যেন গ্রীষ্মে সাঁটা খাম,
লিচু পাড়ায় সাজ সাজ রব মিঠে হলো আম।

বাবলি এলো রাত্তিরে যেন গ্রীস্ম শেষের বিল,
দেবদারু আর নাগেশ্বরের পাশে ইপিল ইপিল।

বাবলি এলো রাত্তিরে যেন গ্রীষ্ম স্বর্ণখনি,
অর্জুনের কাঁধ ঘেষে দীপ্ত দাঁড়ায় মেহগনি।

বাবলি যখন রুদ্ররোষ, যায় ছেড়ে এই পাঠ
হৃদয়খানি জলশূন্য, গ্রীষ্মের ফাটা মাঠ।

বাবলি আসে সঙ্গে নিয়ে কালবোশেখী ঝড়
তপ্ত বায়ুর উল্কাবেগে পড়োপড়ো এই ঘর।

বাবলি যেন বজ্রশালী বিদ্যুতেরই শর
অগ্নিময়ীর রূপের তেজে দিগন্তে থরথর!

বাবলি এলো ভরদুপুরে নিয়ে জলশূন্য নদী
শ্রাবণ এসে জল ভরে দেয় দুকূল অবধি।

বাবলি এলো রাত্তিরে নামলো অঝোর আষাঢ়
দাবদাহের গ্রীষ্ম তখন উল্টালো ক্যালেন্ডার।

কোথাও কোনো মৃত মানুষ নেই

হোসাইন কবির

শহরের খোলা হাওয়ায় মৃতপ্রাণ মানুষেরা
জেগে থাকে সারারাত সিমেট্রির সবুজে, পাথরে অরণ্যে

এখানেও গ্রীষ্মে– হেমন্তের আগমনী আগুন রঙের বৃষ্টি-দিনে
সড়কদ্বীপের কিংবা উন্মুক্ত পার্কের সব মনুমেন্ট
প্রণয়-ভেলায় ভেসে বেড়ায়
শস্যবীজ আর ফলবতী নারীর আকাঙ্ক্ষার বসন্ত-বেদনায়

এখানেও বাজে বাঁশি! দূরে কোথাও কল্লোলিত নদী হয়ে
মুর্শিদি জারি-সারি ভাটিয়ালি সুরে
হেঁটে যেতে যেতে ভাবি– শতাব্দী ধরে
অসংখ্য মানুষের অবয়ব পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে
কেবলই দোল খায়–
বৃক্ষশাখায় আলো-আঁধারিতে– আমারই অবিকল

তবে কী! কোথাও কোনো মৃত মানুষ নেই?–
নিউইয়র্ক শহরজুড়ে

এলো বৈশাখ

মাহমুদ হাফিজ

চৈত্র কি বৈশাখে ঘর ভেঙেছিল তার,আর
রজনীনিশীথ কাটলো নির্ঘুম প্রাণভরা হাহাকার
কোন কালে ভালবেসেছিল তারা কোন কালে ছিল খরা
কোনকালে হলো রোমান্স ও প্রেম কোন কালে আধমরা

আষাঢ় শ্রাবণে প্রথম দর্শন
ভালো লাগা নিশিদিন
আশ্বিন ও ভাদ্র পরিণয়ে গেল অঘ্রাণই ঘ্রাণহীণ

সেই কোন কালে ছিল সে যুগল
প্রেমডোরে বন্ধনে
ভেঙেচুরে এলো এলো বৈশাখ
'আজিকে' তাদের প্রাণে
এলো এলো এলো এলো বৈশাখ 'আজিকে' তাদের
প্রাণে...

দ্বিতীয় নির্বাণ

বদরুজ্জামান আলমগীর

বহুদিন পর আজ আবার সিদ্ধার্থ গৌতম
পাথর ও লাবণ্যে কাঁচাপাকা চুলে রাস্তায় বেরুলেন।
মনে ছিল তার অতিদূর মনের বাসনা-
কূয়ার জলে বিম্বিত দেখবেন- নিজেরই ছবি
নিষিক্ত মধু হেম নৈঃশব্দ্যের মৌতাতে চিত্রিত।
সুমেধ তাপস খুঁজে পাননি কোথায় একান্নবর্তী কূয়া
আছে এক, আছে অনাবাদী বিধবা জল।
তার বদলে শাক্যমুনি দেখেন- এখানে তীব্র গ্রীষ্মকাল
ফোর্ট লডেরডেলে, পেন্সল্যান্ডিং নদীর পাড়ে
তীব্র নিনাদ গানের ফুঁৎকার বজ্রনির্ঘোষ মজমা।
মহানির্বাণ বুদ্ধ বোঝেন- এই তীব্র চৌচির গান
আর নাচের হুল্লোড়ে সেঁটে আছে ভাঙনের শ্বেতকণিকা।
উচ্চগ্রাম স্ফূর্তির ব্লেডে রক্তাক্ত অনির্দিষ্ট গৌতম
আবার হাঁটতে থাকেন অচিন বোধিবৃক্ষের ছায়ায়
পরমাণু বোমার শীৎকারে পঞ্চশীলার মায়া ও নির্দয়ায়।।

গ্রীষ্মকালীন কবিতা

মুজিব ইরম

দিন ওঠে চিরচেনা সুরে পড়শী বাগানে
বিষণ্ন সুন্দর...
এত রোদ
এত ফুল
এত এত বাহারি বাতাস...

ফুটে আছে রোদ
ফুটে আছে ঘাস
পরম সুবাস...

আর আমি কাতর আকুল
আর আমি বেফানা ব্যাকুল...
কেনো এত রোদ ওঠে তোমাদের বাড়ি!
কেনো এত হাসি ফোটে তোমাদের বাড়ি!

একদিন

রেজা শামীম

একদিন ঠিক ফিরে আসব পুরানো পাড়ায়
ডুবো তেলে ভাজা ডালপুরির ঘ্রান নাকে নিয়ে
চেনা ফুটপাত ধরে উদাস দুপুরে হেঁটে যাব অন্যমনে।

গোল হয়ে ঘিরে থাকা মজমার ভিড়ে একদিন
তালেব ভাই এর আশ্চর্য মলমের গুণগান শুনে শুনে
অবলীলায় কাটিয়ে দেব একটি অলস বিকেল।

দরদাম করে সব্জি কিনব একদিন রেলের বাজারে টং এর
সস্তা টুলে বসে দুধের সর ভাসা চা খেতে খেতে
মনে মনে মেলাবো খসড়া কবিতার পঙক্তির অন্ত্যমিল।

দম দেয়া গাঁজায় গুরু পঞ্চানন শোনাবে বাউল গান বিকেল
ও রাতের মাঝখানে সেই মিহি সন্ধ্যায় কেবলই মনে হবে এ
জীবন এক চিলতে ব্যর্থ সময়।

বস্তির খিস্তি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব একদিন রাতে খুব
ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ফেরিওয়ালাদের সুরডাকে
কানে বালিশ চেপে ফের ডুব দেব অতল নৈঃশব্দে।

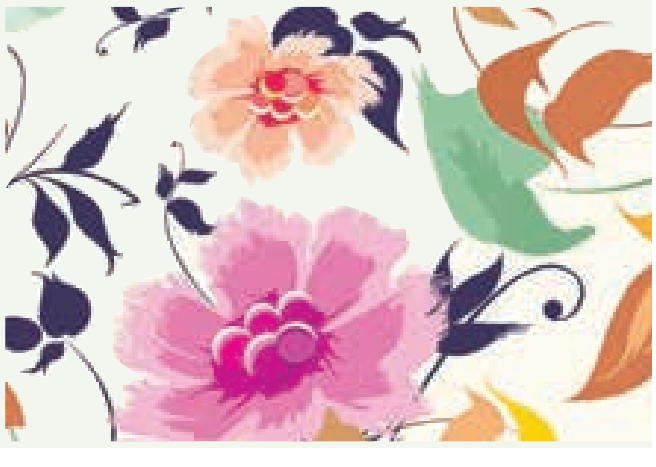
গ্রীষ্মের অন্তঃস্বভাব

এইচ বি রিতা

গ্রীষ্ম-তুমি সূর্যচুম্বিত সকালে জাগিয়ে তোলো
সোনালি যৌবনা পৃথিবী; রঙের ক্যানভাসে
পাতায় পাতায় সবুজের গা ঘেঁষে মৃদু নৃত্যে
মদ্যপ কর বাতাস, ফুল, দোদুল্যমান পাপড়ি
স্রোতের মতোই উদাসীন দিনগুলো ভাসিয়ে-উত্তাল তরঙ্গে
বেসুরা প্রাণে সুর তোলো যাপিতজীবনের।

ওহে গ্রীষ্ম-তোমার বিস্তৃত বুকে সোনালি ধানের ঢেউ-
বৃক্ষের ছায়াতল, ক্রিস্টাল স্কোয়ার্টজ্-শুভ্র আকাশ
পরক্ষণেই কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া তাণ্ডবের আশঙ্কা;
বড্ড লাবণ্যহীন, রুদ্রতার অগ্নিবাণে অতঃপর
তুমি দুর্বল করে তোল প্রকৃতির অবয়ব।

আলো-তাপের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, কৃষকেরও চোখ রাঙায়
জলের তৃষ্ণায় মরিয়া হয় অনুর্বর জমি
গুমোট বাতাস-জীবনের সারাংশ বিবর্ণ করে দিয়ে যায়।
ওহে গ্রীষ্ম-তোমার রূপ সৌন্দর্য, দ্বৈততায় অন্তঃস্বভাব-
বিভ্রান্তির ছায়ামূর্তিতে গ্রীষ্মের সংজ্ঞা বদলে দেয়।




MUNA
CONVENTION
AUGUST 18-20, 2023
MUNA
CONVENTION
2023
Quran
Guidance for Humanity
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107 (North Broad St. Entrance)
SPEAKERS
IMAM OMAR SULEIMAN
IMAM SUHAIB WEBB
HARUN O RASHID
SHEIKH ABDUL NASIR JANGDA
IMAM SULEIMAN HANI
MUFTI HUSSSAIN KAMANI
ABDELRAHMAN MURPHY
DR. ALTAF HUSAIN
MAWLANA LUTFUR RAHMAN
USTADH WAHAJ TARIN
DR ABDUS SALAM AZADI
MUHADDES MAHMUDUL HASSAN
UST. TAIMIYYAH ZUBAIR
DUNIA SHUAIB
FOR REGISTRATION & BOOKING BAZAAR
WWW.MUNACONVENTION.COM
SPECIAL OFFER
20% OFF
If Registered By
JULY 31ST, 2023
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & fun
Lecture Series
Sister's Programs
Young Sisters Programs
Health Clinic
Halal Food Court
Cultural Events
Matrimonial Services
Parallel Sessions
Bazaar & Expo
Entertainment
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
www.muslimummah.org
718-277-7900
munaconv@gmail.com

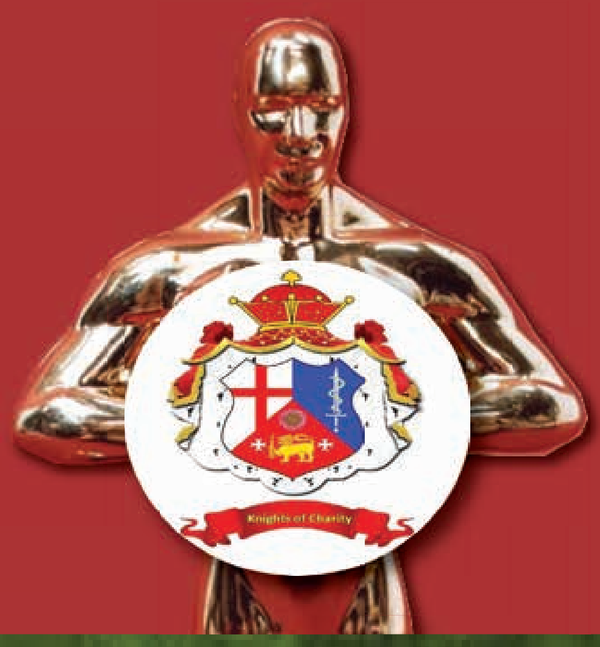
DR. ABU ZAFAR MAHMOOD BECOMES KNIGHT OF ST. JOHN OF JERUSALEM



Dr. Abu Zafar Mahmood received the Knight of St. John of Jerusalem on July 29, 2023 at the Imperial Hotel, Vung Tau, Vietnam with a traditional ceremony which is 1099 years old - from the Knight Commander Prof. Dr. Sir Lakshman Madurasignhe.



Dr. Sir Abu Zafar Mahmood, Global Peace Ambassador





ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
17 August 2023, Thursday, Issue 335

১৭ আগস্ট ২০২৩, ২ ভাদ্র ১৪৩০, ৩০ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

নিউইয়র্কবাসীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি সরবরাহ লক্ষ্য

মেয়র এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

নিউ ইয়র্ক সিটি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য উন্মুক্ত। নিউ ইয়র্ক সিটিকে সাধারণত আমেরিকার "মেল্টিং পট" বলা হয় কারণ এটির বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে। এই শহরে আমরা নিজ স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারি, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারি।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১



পূণ্যভুমি সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সংবর্ধনায় আবু জাফর মাহমুদ

সিলেট অফিস

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ভিয়েতনাম থেকে নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম উপাধি গ্রহণের পর সরাসরি জন্মভূমি বাংলাদেশে গেলে সেখানে বিভিন্ন পর্যায় থেকে তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন। ১০ আগস্ট সিলেটে প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চল সুনামগঞ্জের ছাতকে বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

টক অব দ্য উইক

বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির নয়: মাহফুজুর রহমান

সোহানা নাজনীন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বিশ্ব-স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতা। বাংলাদেশের রাজনীতি যদি স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পরিচালিত হয় তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন বিতর্ক থাকার কথা নয়। বাঙালি জাতির ব্যাপ্তি অনেক বছর হলেও তাদের কোন স্বাধীন দেশ ছিল না। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে একটা স্বাধীন দেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভেদ থাকবে, মতবিরোধ থাকবে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫



সাফল্যের স্বীকৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে আরিয়ান ইশতিয়াকের হাতে

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ঈগল স্কাউট অর্জন বাংলাদেশি আরিয়ানের

মনজুরুল হক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বালকের সাফল্য বাংলাদেশের প্রথম বালক হিসেবে বয় স্কাউটস অফ আমেরিকার (বিএসএ) সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ঈগল স্কাউট অর্জন করেছে বাংলাদেশী ছাত্র আরিয়ান ইশতিয়াক। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্ক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (এনওয়াইআইটি) মেডিকেল সাইন্সে দ্বিতীয় সেমিস্টারে অধ্যায়নরত আছেন। বয় স্কাউটস অফ আমেরিকা (বিএসএ) এর স্কাউটস বিএসএ প্রোগ্রামে ঈগল স্কাউট হল সর্বোচ্চ কৃতিত্ব বা পদমর্যাদা।

১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কাউটদের মাত্র চার শতাংশ দীর্ঘ পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার পর এই পদমর্যাদা অর্জন করেছে। এ পর্যন্ত ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি যুবক ঈগল স্কাউট মর্যাদা অর্জন করেছে। বাবা নিউইয়র্কের স্বনাধন্য এসেনসিয়াল হোমকেয়ারের কর্ণধার মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক ও মা শাহানা ইশতিয়াক বাংলাদেশী হলেও উচ্চশিক্ষা অর্জন ও নাগরিকত্ব সূত্রে সুদূর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১





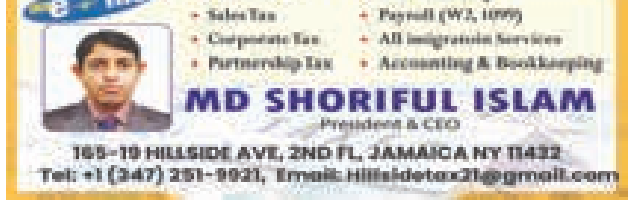


















Immigrant Elder Home Care LLC

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়





সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ ষ্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com